ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

ফররুখ একাডেমী, ঢাকা

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৪

সম্পাদক

মুহম্মদ মতিউর রহমান

www.pathagar.com

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

(কবি ফররুখ আহমদ বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা)

সম্পাদক
মুহম্মদ মতিউর রহমান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

প্রকাশক
ফররুখ একাডেমীর পক্ষে
মুহম্মদ আব্দুল হান্নান

প্রকাশনা সহকারী
মৃধা আলাউদ্দিন

সার্কুলেশন
আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশকাল
৯ম সংখ্যা
জুন- ২০০৪
আষাঢ় -১৪১১
জমাদিউল আউয়াল-১৪২৫

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহাম্মদ জাফর (মিলন)
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৩৩৬৬৭৯

মূল্য- পঁচিশ টাকা মাত্র

নিয়মাবলী

- কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বছরে দু'বার প্রকাশিত হয়।
- ফররুখ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ ও ফররুখ আহমদকে নিবেদিত কবিতা সমৃদ্ধ সংকলন।
- মানসম্মত ফররুখ-বিষয়ক যে কোন গবেষণামূলক লেখা সাদরে গৃহীত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ২৫ টাকা। ডাক মাশুল ভিন্ন।
- এজেন্টদের জন্যে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
৬২/১ পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২
website : www-farrukhacademy-net

Farrukh Academy Patrika
(Farrukh Academy Journal)
Edited by : Muhammad Matiur Rahman, President, Farrukh Academy
Published by : Muhammad Abdul Hannan, On behalf of the Academy
9th Issue, June 2004
Price- Twenty Five Taka only

www.pathagar.com

ফররুখ একাডেমীর কয়েকটি মূল্যবান প্রকাশনা

বিশিষ্ট কবি-সমালোচক-সাংবাদিক
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজল্লাহ্‌ রচিত

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহ্‌মদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক
শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ রচিত

উপমাশোভিত ফররুখ

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

কবি ফররুখ আহ্‌মদের
প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ

সিরাজাম মুনিরা

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

মুহম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত
কবি ফররুখ আহ্‌মদ বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা (প্রথম থেকে নবম সংখ্যা পর্যন্ত)

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা (প্রতি সংখ্যা)

এজেন্টদেরকে উচ্চহারে কমিশন দেয়া হয়। পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন ঃ ৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২

www.pathagar.com

সূচীপত্র.....

- প্রসঙ্গ কথা ৫
- ফররুখ আহমদের হাতেম তা'য়ী ৭
  মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
- ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য ৯
  সৈয়দ আলী আহসান
- কবি ফররুখ আহমদ ও প্রসঙ্গ কথা ১১
  জাহানারা আরজু
- পাকিস্তান-আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর ঃ
  ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' ১৯
  মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ
- ফররুখ আহ্‌মদের 'সিন্দবাদ' ৩২
  ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ
- ফররুখের কবিতার মূল সূর মানবতা ৩৮
  শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ
- ফররুখ আহ্‌মদ ঃ তিনি কেমন কবি ৪৭
  ডক্টর মাহবুব হাসান
- অমর কবি ফররুখ আহ্‌মদ ৫৫
  মাসুদ মজুমদার
- ফররুখ আহ্‌মদের ছন্দ ঃ সাত সাগরের মাঝি ৬১
  হাসান আলীম
- স্মৃতিচারণ ঃ একান্ত অনুভবে ফররুখ আহমদ ৬৫
  মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
- ফররুখ-প্রতিভার মূল্যায়নে এক অনবদ্য গ্রন্থ ৭২
  ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী
- **Corpse** ৭৫
  Farrukh Ahmad
  Translated by M. Mizanur Rahman
- স্মরলিপি ঃ
  সৈয়দ শামসুল হুদা ৭৮
- নিবেদিত কবিতা ঃ ৭৯
  সৈয়দ শামসুল হুদা/ মাহবুবুল হক/ আমিন আল আসাদ/
  সৈয়দ আবুল হোসেন/ মৃধা আলাউদ্দিন
- একাডেমী প্রতিবেদন ৮৬
  মুহম্মদ আবিদুর রহমান
- মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ ৯০
- ফররুখ একাডেমীর ভিত শক্তিশালী করুন ৯৩

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

১.০ মহান স্রষ্টার অসীম মেহেরবানীতে 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র নবম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। মূলত এটা একটি সংকলন যা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে বছরে মাত্র দু'বার প্রকাশিত হয়।

২.০ জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এবার একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে 'একুশে বক্তৃতামালা'য় ফররুখ আহমদকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলা একাডেমীর প্রতি আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আশাকরি, এ ধারা অব্যাহত থাকবে। স্মর্তব্য যে, বাংলা ভাষা আন্দোলনে এবং বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ে ফররুখ আহমদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। বাংলা একাডেমীর এ কার্যক্রমের দ্বারা কবির সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকারই স্বীকৃতি প্রদান করা হলো বলে আমরা মনে করি।

২.১ প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, বাংলা একাডেমী 'ফররুখ রচনাবলী' প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হাতে নিয়ে ১৯৯৫ সনের জুন মাসে উক্ত রচনাবলীর প্রথম খন্ড এবং পরবর্তী বছর জুন মাসে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। এরপর উক্ত প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। একাডেমীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার আশ্বাস দিলেও আজো পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের কোন প্রক্রিয়াই শুরু করেননি। আমরা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

৩.০ কবি ফররুখ আহমদ জাতীয় জাগরণমূলক, দেশাত্মবোধক, ইসলামী ও প্রেম-বিষয়ক বহু গান লিখেছেন। এক সময় সে সব গান রেডিওতে নিয়মিত প্রচারিত হতো এবং দেশবাসীকে অনুপ্রাণীত করত। উক্ত গানগুলোর গুরুত্ব ও আবেদনের কথা চিন্তা করে আমরা তা বেতার-টিভি থেকে প্রচার করার আবেদন জানাই এবং শিল্পকলা একাডেমীর প্রতি অনুরোধ জানাই স্বরলিপিসহ সে সমস্ত গান গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক।

৩.১ ফররুখ আহমদের শিশু সাহিত্যের উচ্চ গুণগত মান সবর্জন স্বীকৃত। এগুলোর সংখ্যাগত পরিমাণও কম নয়। তিনি শিশু-কিশোরদের উপযোগী প্রায় ১৭টি কাব্য রচনা করেছেন। দুভ্যাগ্যবশত সেসব গ্রন্থ এখন বাজারে দুষ্প্রাপ্য। আমরা জাতীয় শিশু একাডেমীর প্রতি সে সমস্ত গ্রন্থ আলাদা আলাদাভাবে অথবা একত্রে সংকলন হিসাবে প্রকাশ করার আহ্বান জানাই।

৪.০ 'চট্টগ্রাম সাংস্কৃতি কেন্দ্র' সম্প্রতি বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌কে 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার- ২০০৩' প্রদান করায় আমরা তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ষাটের দশকের শুরু থেকে কবি মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ফররুখ আহমদের উপর লেখালেখি করে আসছেন। সম্প্রতি

www.pathagar.com

ফররুখ একাডেমী তাঁর লেখা 'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' শীর্ষক একটি বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ফররুখ-চর্চার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে করি। তাই 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' কিছুটা বিলম্বে হলেও একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করায় আমরা যথার্থই আনন্দিত।

৫.০ ফররুখ আহমদের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত ১২ জুন এনটিভি কবি ফররুখ আহমদের উপর পঁচিশ মিনিটের এক অনুষ্ঠান প্রচার করায় আমরা এনটিভি কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিশু-সংগঠক জয়নুল আবেদীন আজাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অন্যান্য আরো কয়েকটি টিভি চ্যানেলকে আমরা অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচার করার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাদের নিকট থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাইনি। আশা করি, ভবিষ্যতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনুকূল সাড়া দেবেন।

৬.০ কবির ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক ঢাকাস্থ 'সত্যের আলো' এক উৎসাহব্যঞ্জক সম্পাদকীয় লেখায় আমরা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য জাতীয় দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা 'দৈনিক সত্যের আলো'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে বলে আশা করি। উক্ত সম্পাদকীয়টি আমরা অত্র পত্রিকার পরিশিষ্টে ছেপে দিলাম।

৭.০ ইতোমধ্যে দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম ইন্তিকাল করেছেন। তিনি ছিলেন একুশে পদক-প্রাপ্ত একজন দেশ-বরেণ্য শিল্পী। তাঁর ইন্তিকালে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো। তিনি ফররুখ একাডেমীর ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এক সময় তিনি ঢাকা বেতারে ফররুখের অনেক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। ফররুখের গানের স্বরলিপি তৈরির কাজে তিনি আমাদের সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তার আগেই তিনি চিরবিদায় নিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর ইন্তিকালে গভীরভাবে শোকাভিভূত। তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ নিয়ে ফররুখ একাডেমীর কার্যক্রম চালিয়ে যাবার প্রয়াস পাচ্ছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মুহম্মদ মতিউর রহমান
সভাপতি
ফররুখ একাডেমী

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদের হাতেম তা'য়ী

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

"হাতেম তা'য়ী " কাব্যটি আগাগোড়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ক্বচিৎ কোথাও পয়ার ছন্দও দৃষ্ট হয়। অমিত্রাক্ষরের বেলায় ফররুখ আহ্‌মদ পুরোপুরি মাইকেলের অনুসরণ করেন নি। মাইকেলের ছন্দ চতুর্দশঅক্ষরা, কবি ফররুখ আহ্‌মদের ছন্দ অষ্টাদশঅক্ষরা। কিন্তু তাতে ছন্দগতির ব্যাঘাত ঘটেনি:

পরীর মুলুকে আমি ছাড়া নাই দ্বিতীয় 'আদমজাত',
জানি না কিভাবে কেটে যায় দিন , ফুরায়ে স্বপ্নরাত .
পেয়েছি পরীকে; এ জীবনে আর কোন আফসোস নাই।
কার কাছে তুমি পরীর দেশের সন্ধান পেলে ভাই ?

অষ্টাদশঅক্ষরা অমিত্রাক্ষরেও শেষ যতি সর্বক্ষেত্রেই পংক্তির শেষে পড়েনি , কখনও কখনও পরের পংক্তিতে এসে তিন বা চার অক্ষরের পরে বসেছে:

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখী দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে।

শেষ যতির এই প্রকার সুসঙ্গত স্থানচ্যুতি মাইকেলেও দৃষ্ট হয়, যথা ঃ

কৌটা খুলি রক্ষঃবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে। সিন্দুর-বিন্দু শোভিত ললাটে
গোধূলি ললাটে, আহা, তারারত্ন যথা।

এখানে প্রথম বাক্য শেষ হয়েছে 'সীমন্তে' শব্দের পর। কবি ফররুখ আহ্‌মদের উপরে উদ্ধৃত আটটি পংক্তি শুধু ছন্দ-সাফল্যেরই স্বাক্ষর বহন করছে না , কবির অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী. ওজস্বিতা ও দক্ষতাও বিস্ময়করভাবে ব্যক্ত করছে। এর পরবর্তী কয়েকটি পংক্তিতে কবিত্বের সে ব্যঞ্জনা আরো প্রসার লাভ করেছে:

আশ্চর্য সে অনুভূতি ! দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী

www.pathagar.com

জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্বুদের মত।
সিতারা চেরাগ যত নেভে জ্বলে রাত্রির ডেরায়।

শেষের একটি মাত্র পংক্তিতে অতীতের মুসলিমদের শিবির-আশ্রয়ী সামরিক পরিবেশ কি অপূর্ব মহিমায় দীপ্যমান হয়েছে!

'মেঘানাদবধ কাব্যে" মাইকেল পদে পদে পৌরাণিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। ফররুখ আহ্‌মদও মুসলিম ঐতিহ্যের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে তাঁর উপমা-সম্ভার সংগ্রহ করেছেন। তাতে ভাবী কাব্যকারদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার–
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জ্বিন ও ইনসান আশরাফুল
মখলুকাত দু'জাহানে,– অথবা পরেন্দা প্রাণীকুল
শূন্যস্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে ,
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে

পুনশ্চ:

কোহকাফ কঠিন সেই সংশয়ের সুনিবিড় রাত
আবদ্ধ জিন্দান যেন, পথ খুঁজে না পায় যখন
অন্তহীন অন্ধকারে, ঘোরে একা শ্রান্ত রাহাগীর
ক্লান্ত পেরেশান, অথবা হারায়ে লক্ষ্য আশাহীন
অথৈ শূন্যতা মাঝে জেগে থাকে সংশয়িত ম্লান
দিগন্তে ভোরের রোশনি আঁধারে না ফোটে যতক্ষণ
কিম্বা মুক্ত প্রাণের সরণি

দূর মঞ্জিলের প্রান্তে নিয়ে চলে যে সহজে, আর
খুশির পয়গাম তার রেখে যায় সংশয়ের শেষে।

এরূপ দৃষ্টান্ত কাব্যের সর্বত্র ছড়ানো। তাছাড়া উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ ভাবধারা পাঠকের চিত্তকে সহজেই এক পরিচিত পরিবেশের ভিতর নিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে পুঁথি-সাহিত্যের খোশবু-ঢালা আমেজ সে চিত্তকে তন্ময় করে তোলে।

"হাতেম তা'য়ী" কাব্য যেমন বিশাল, কবি ফররুখ আহ্‌মদের রচনাও তেমনি বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্পর্শী।

মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়াঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের জন্য এ কাব্য এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার আঙ্গিক ও শব্দের কাঠিন্য স্থানে স্থানে গ্রাম-বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য মনে হলেও বর্ণনার মাধুর্য, বিষয়বস্তুর মনোহারিত্ব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য গ্রামের রাত-জাগা পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্তকে বিমোহিত করতে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি।"শাহনামা", "জঙ্গনামা" ইত্যাদি মহাকাব্যগুলিরও এইরূপ নবরূপায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ❑

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদের বৈশিষ্ট্য

সৈয়দ আলী আহসান

শব্দ ও ধ্বনির সম্পৃক্ততা বিষয়ে ফররুখ অবগত ছিলেন। সেই সম্পৃক্ততার ফলে যে অর্থবহতা নির্মিত হয় তাও তিনি জানতেন। ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর ছিল, বিশেষ করে 'হাতেম তা'য়ী' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। অনেক দোভাষী পুঁথি তিনি পড়েছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীর গতিধারা অনুসন্ধানের জন্য। তিনি যে সমস্ত দোভাষী পাঠ করতেন তাহলো হাতেম তাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা ইত্যাদি। সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শুধুমাত্র কাহিনীর গতিধারা নির্ণয়ের জন্য নয়, অধিকন্তু শব্দের বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের জন্য। আমি অনেকবার তাকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষ্যযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন। ফররুখ আমার কথা মানতেন না। তিনি মন্তব্য করতেন যে, পুঁথিকারগণ বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ধ্বনির ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ততা ঘটিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এই মিশ্রণের ফলে যে রকম ধ্বনি-ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছে তা নতুন।

দুঃখের বিষয়, বাংলা কাব্যে এর অনুসৃতি আর কখনও হল না। ভারতচন্দ্রের সময়কালে এবং তার পরে ভুরশুট পরগণায় দোভাষী পুঁথির কবিগণের বসবাস ছিল। মনে হয় এই অঞ্চলে সেই মিশ্রিত ভাষার প্রচলন ছিল। প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এই ভাষার বিকাশ যে ছিল তা বোঝা যায়। ভারতচন্দ্র নিজেই লিখেছেন ঃ

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।
প্রাচীন পন্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরসলয়ে॥

অর্থাৎ কবিতায় প্রসাদগুণ তৈরি করতে হলে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফররুখ সেই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা অর্থবহতায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিতার সৌন্দর্যের জন্য তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু দোভাষী পুঁথির ছন্দ নয়। বাংলা ছন্দের প্রচলিত ধারার মধ্যে তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োজনগত যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। ফররুখের কবিতার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা, গীতিধর্মিতা এবং আবেগের অনুশীলন আশ্চর্যজনকভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শ্রুতিমধুর। মূলত ফররুখ বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তা তাঁর কাব্য প্রবাহে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিতার রূপকল্পে একটি প্রশান্ত বরাভয় ছিল। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

www.pathagar.com

ফররুখ ইসলামী কবি ছিলেন, না শুধু কবি ছিলেন এ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ফররুখের কবিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল একটি বলিষ্ঠ আবেগ যে আবেগের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তার বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, ফররুখ কোন বিষয়ে লিখছে তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কোন তাৎপর্যে তার শব্দগুলো বিভিন্ন চরণ-বিন্যাসে দোলায়িত হচ্ছে তাই আমি দেখব। এভাবে আমরা ফররুখকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 'সাত-সাগারের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রা পথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছে তাদের রূপ-লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের শক্তি এবং বিনয় প্রকাশিত হয়েছে কিনা অনেকের কাছে তা বিচার্য বিষয় হতে পারে এবং তা অন্যায়ও নয়।

আমি কিন্তু ফররুখকে অন্যভাবে দেখি। যৌবনের উদ্বেলিত আনন্দের একজন গতিমান কবি হিসেবেই আমি তাঁকে বিচার করি। 'সাত-সাগরের মাঝি' তে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে। জেমস এলোবি ফ্লেকার যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, ফররুখের কবিতার সঙ্গে তার মিল। ফ্লেকার বলেছিলেন, আমরা স্বর্ণখচিত পথ ধরে সমরখন্দ ভূ-খন্ডের দিকে যাত্রা করছি। ফররুখ লিখেছেন, আমি সাত সাগর পার হয়ে হেবার রাজতোরণের দিকে যাচ্ছি। প্রায় একই রকমের আবেগ দু'জনের কবিতায় আছে। তফাৎ শুধু এটুকুই ফ্লেকারের কবিতায় শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি আছে, ফররুখের কবিতায় সত্য ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসেবে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ফররুখের সকল কবিতার মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার বিবরণ আছে। যেমন সাত সাগরের মাঝিতে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা আছে, তেমনি হাতেম তা'য়ী কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন দুর্গম পথযাত্রা আছে। এই পথযাত্রা অথবা সমুদ্র-যাত্রা ফররুখের কবিতার একটা মৌলিক বিষয়। হোমারের 'ওডিসি' মহাকাব্যে যেমন সমুদ্র-যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমুদ্র-পথের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে অবশেষে ইউলিসিস নিজ গৃহে ফিরে আসছেন, তেমনি ফররুখ আহ্‌মদ বিভিন্ন যাত্রার শেষে শান্তি এবং আশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি এভাবেই ফররুখকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখি। এই বিচরণের কারণ হল সে সর্বপ্রকার সংক্ষুব্ধতা অতিক্রম করতে চায়, বিপর্যয় অতিক্রম করতে চায় এবং অবশেষে শান্তির রাজ্যে গমন করতে চায়।

আমার ধারণায় ফররুখ একজন পর্যবেক্ষণকারী দুর্গম পথযাত্রার কবি। আমি তাঁকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের আবহে গ্রহণ করতে চাই না। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে চাই সত্য, শৃংখলা এবং সৌন্দর্যের আবহে। এই আবহ তাঁর কবিতায় একটি সুকুমার ছন্দ এবং সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই ফররুখ আমাদের কাছে একটি প্রশান্ত আবেগের কবি, সৌন্দর্যের কবি এবং সৌন্দর্যের মহিমাময় নিদর্শনের কবি। এভাবেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। ❑

www.pathagar.com

কবি ফররুখ আহমদ ও প্রসঙ্গ কথা

জাহানারা আরজু

১৯৭৪ সন। ১৯ অক্টোবর, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের পরের দিন। হঠাৎ করেই খবর পেলাম কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন। যদ্দুর মনে পড়ে কবি তালিম হোসেন খবরটি জানিয়েছিলেন। এ মর্মান্তিক খবরের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মনের ভেতর সবকিছু কেমন যেন মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল। চোখের ওপর বড় বেশি জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল সেই শাণিত তলোয়ারের মত দেহ কাঠামো, ঘাড় পর্যন্ত চুলের কেশর– প্রখরতায় উজ্জ্বল অপূর্ব সুন্দর দু'টি দীপ্তিময় চোখ, টিকালো খাড়া নাক– সর্বোপরি উন্নত শির। একক চলার একলা সে পথিক। তাঁর মৃত্যু সংবাদ! এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বিশ্বাস করে মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না।

নিজেদের বিপদ-আপদ-বিপর্যয়, দুঃখ-বেদনা নিয়ে এত ব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কিছু সময়। নিতান্ত স্বার্থপরের মতই আমাদেরই এক আপনজনের খোঁজ-খবর নেয়া হয় নাই। বাংলা কাব্যের এক অন্যতম প্রাণ-পুরুষ মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছিলেন এই কথা কেউ বুঝতে পারিনি। অভিমান, অভাব, দারিদ্র্য এবং আপোষহীন আদর্শ তাঁকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অন্তিম নিদ্রামগ্ন শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সে কথা সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম গভীর শোকার্ত অন্তরে।

আমার বাসায় ছিল সেদিন আমারই এক আত্মীয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যে সাতটায় বরাগমন। বিয়ে বাড়ির হিসেবহীন কাজের ঝামেলা। এ সময় ফররুখ ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সব ফেলে আমি ও আমার স্বামী 'ইস্কাটন গার্ডেনে' ছুটে গেলাম। বড় বেশি নীরব আয়োজনের মধ্যে কবির অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সেদিন। কবি তালিম হোসেন, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম মাফরুহা চৌধুরী তদারক করছিলেন। আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সবগুলো নাম এখন মনে করতে পারছি না। আমরা কয়েকজন কবি-পত্নীকে ঘিরে ছিলাম। ট্রাকে করে কবির লাশ অন্তিম যাত্রা করল– কবি বেনজীর আহমদ তাঁর নিজস্ব বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে কবির লাশ দাফন করতে সাগ্রহে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। এই হৃদয়বান ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতায় সবাই যেন নূয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দেশের বিশেষ কোন কবরস্থানে কবির ঠাঁই হয় নাই। এ লজ্জা ও দুঃখ সবার জন্যই কবির প্রতি অবহেলার স্বাক্ষর হয়ে রইল।

ওখান থেকে সেদিন হাজারো স্মৃতির দংশন নিয়ে ফিরে এলাম। বুকের ভেতরে এক বেদনার অথই সমুদ্র। সেদিনই তাৎক্ষণিকভাবে আমি একটি বড় কবিতা লিখে মনের ভার লাঘব করতে চেয়েছিলাম। কবিতাটির নাম 'সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত' (কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুদিন স্মরণে)। আমার কবিতাটির কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম।

www.pathagar.com

আমরা ক'জন শুধু ঘিরেছিলাম তখন তাঁকে
চোখে চোখে বরফ-গলা হৃদয়ের নদী বহমান
অসহায় সহস্র প্রশ্ন বিদ্ধ করেছিল পাঁজরের ভিতর;
নীরব বিবেক-পীড়িত দংশনে রক্তাক্ত
চেতনার পাখি আহত মুহ্যমান
ডানা ঝাপটালো বারবার!
পাশের ঘরে সদ্য বৈধব্যের শিকার
ঝড়-ক্লান্ত কবি-স্ত্রী, সন্তান, পরিজন;
সহস্র প্রশ্নের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল
সেদিনের সে আকাশ!

আমরা যেন ছায়া ছায়া দুঃস্বপ্নের ঘোর লাগা
সবাই, এ ওকে দেখছি অচেনার মত, সবারই
চোখে মুখে ঘুরে ঘুরে ছায়া ফেলছে একটি প্রশ্নের
শকুনি, আমরা যেন সচকিত সভয়ে ফিরে আসছি
সে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে কি পেরেছি তখন?
অতি পরিচিত যে ছিল, ছিল আমাদের কাছের
একজন, সবার প্রিয় পরিচিত কবি; যে তাঁর
শব্দের মায়াবী আখরের বন্ধনে নিয়ে গেছেন
অচেনা দ্বীপের সন্ধানে বা'র দরিয়ায় পাল
তুলে দিতে, অসীম সাহসী সে নাবিক ঝড়ের
ভ্রূকুটি হেলায় উপেক্ষা করে বারবার
দিয়ে গেছে ডাক!

সেদিনও দেখেছি তাঁকে
সেই প্রদীপ্ত প্রখর সুন্দর অবয়ব
মৃত্যুর মহিমায় আরো বুঝি সুন্দর
সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত যেন সে বহ্নি দীপ!

একলা চলার নির্ভীক সে সৈনিক, মোম হয়ে
গলে গলে নির্বাপিত; নির্বাসিত জীবনের সব
পঙ্কিল আবর্ত থেকে, ঘাটাঘাটি কাড়া কাড়ি।
ছেঁড়া খোঁড়া এ জীবনের মর্তলোক উপেক্ষায়
ঠেলে সে পবিত্র শাহীন-আত্মা বন্ধনহীন উড্ডীন
ধরা ছোঁয়ার সীমানা ছাড়িয়ে দূর হতে দূরতম দেশে
তখন বুঝি পালে লেগেছে তার সাত সাগরের হাওয়া
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা,

www.pathagar.com

দুঃসাহসী সে
সিন্দবাদ তুলেছে পাল তাঁর বা'র দরিয়ার উদ্দেশ্যে।

কাফনের তলে তখনো যেন বুকে তাঁর
জিজ্ঞাসারা কথা বলে, রাত পোহাবার আর
কত দেরী পাঞ্জেরী?
উত্তর দিতে পারিনিত কেউ
রাত পোহাবার কত দেরি আর!

আমরা যে ক'জন ঘিরে ছিলাম তাঁকে, তারা
যেন নিঃস্ব হয়ে ফিরে এলাম
পূর্ণতায় সে চলে গেল দূরে বহুদূরে, মৃত্যুর শিরোপায় ভূষিত
সে সম্রাট যেন, আমরা যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর লাগা
অশরীরীর মত ফিরে এলাম সহস্র প্রশ্নের
দংশন পীড়িত বড় শ্রান্ত তখন।
(স্বনির্বাচিত শত কবিতা ঃ পৃঃ ১৬৭)

অসংখ্য স্মৃতির মৌমাছি গুঞ্জন করতে লাগল মনের মালঞ্চে। মানিকগঞ্জ মফঃস্বল শহরে থাকি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছি। কোলকাতা থেকে নজরুল ভাই (আমরা যাঁকে 'দাদা' ডাকতাম) পাঠালেন একটি কবিতার বই– 'সাত সাগরের মাঝি' লেখক– কবি ফররুখ আহমদ– বইটির প্রথম প্রকাশ ইংরেজি ১৯৪৪ সন। তখন থেকেই ছোটদের পাতায় আমার লেখালেখি শুরু হয়েছে। মনের আনন্দে লিখছি আর লিখছি। ১৯৪৫ সনে আমার প্রথম কবিতা 'দৈনিক আজাদে'র 'মুকুলের মাহফিলে' ছাপাও হয়েছে। 'মোহাম্মদী', 'মিল্লাত', 'সওগাত', মহিলা সংখ্যায়ও লিখছি। এর পর পরই নতুন কবিতার বই হাতে পেয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গোগ্রাসে সব কবিতা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। পড়ে পড়ে সাধ মেটে না। যদিও কবিতার মর্মবাণী বোঝার বয়স হয় নাই। তবুও কী যে ভাল লেগেছিল ওই 'সাত সাগরের মাঝি'– বইয়ের সবগুলো কবিতা। কী অপরূপ স্বাদ– কী অপূর্ব ছন্দ-শব্দ-রূপকথার মতো মন কেড়ে নেয়া বর্ণনা। বারবার পড়ে পড়ে মুখস্ত হয়ে গেছে অনেক কবিতার পংক্তিমালা। আজ পরিণত বয়সে এসে বুঝি সেই চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে কী অমিত তেজোদীপ্ত শক্তিমান এক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। নজরুলের কাব্যধারার সমুদ্র-গর্জনের পরপরই এ কবি ছিলেন আর একজন একক বলিষ্ঠ 'উন্নত শির'– ঘোষণার উত্তরসূরী। উত্তরসূরী হয়েও নজরুল কাব্য-ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক পৃথক পৃথিবীর নতুন নকীব তিনি। পুঁথির কাহিনী নিয়ে তিনি আধুনিক ভাষায় ছন্দে-উপমায় তাঁর কাব্যভুবন সৃজন করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের কুড়ানো মানিক তাঁর হাতে হীরকের দ্যুতি নিয়ে ঝলমল করে জ্বলে উঠেছে। কাব্যে এ স্বাদ ভিন্ন। নজরুল ইসলামের পরে আরবি ফারসি ভাষা সমন্বয়ে– ভাষা শৈলীর এমন সুষ্ঠু ও সার্থক বিকাশ আর কারো হাতেই সম্ভব হয় নাই। কী ভীষণ সম্মোহনী শক্তি

www.pathagar.com

লুকানো ওইসব কবিতার পংক্তিমালায়। কবির অসীম সাহসী অভিযাত্রী নাবিক মনের স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা তার বিভিন্ন কবিতায় রূপ পেয়েছে। সমুদ্র জীবনের পশ্চাদভূমির ওপর কবির অভিযাত্রী মনের জিজ্ঞাসা অন্ধকার কালো রাত্রির বুকে অসংখ্য নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠেছে। উত্তাল সমুদ্র যাত্রার প্রাক্কালে নাবিক মনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাসা ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন–

"কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?"
(সাত-সাগরের মাঝি)

নারঙ্গী বনের দোলায়িত কম্পিত সবুজের হাতছানির মধ্যে কবির স্বপ্ন রূপ পেতে চায়। ঝড়ো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের বুকে কবির সংগ্রামী চেতনা এক নতুন ব্যঞ্জনায় সফেদ পাল তুলে নির্ভীক আত্মবিশ্বাসে যাত্রা শুরু করে। 'সমুদ্র যাত্রা', 'নারঙ্গী বনের সবুজ পাতা' 'দরিয়ার হাম্মাম'– এসব প্রতীকের মধ্যে কবি জাতীয় রেনেসাঁর স্বপ্ন দেখেছেন। চোখের ওপর থেকে সরে গেছে অনেকগুলো পুরানো ছবি। নতুন বিন্যাসে স্বপ্নের রোমান্টিকতায় ফররুখ আহমদের কাব্য-ভুবন আরো বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে–

"ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলা দৃঢ় আব্‌লুস,
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে ;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।"
(সিন্দবাদ)

"দেরী হ'য়ে গেছে অনেক জানো তা তুমি,
ফিরে গেছে কত জাহাজ-ভাসানো দরিয়ার মৌসুমী,
কত এলাচের দানা উড়ে গেছে ঝড়ে
দারচিনি-শাখা ভেঙেছে বনান্তরে,
মেশ্‌কের বাস বাতাস নিয়েছে লুটি'।"
(সাত-সাগরের মাঝি)

"দেখ আসমানে ফোটে সেতারার কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।"
(বা'র দরিয়ায়)

ঘুরে ফিরে তাঁর চেতনায় বার বার দরিয়ার স্বপ্ন প্রতীকে জীবনের দর্শন ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল,
তক্তায় ভেসে কাটবে আবার দরিয়ায় কতকাল;
সে কথা জানি না, মানি না সে কথা, দরিয়া ডেকেছে নীল !
(সিন্দবাদ)

বন্ধনহীন কবির মাটির মমতা-শৃঙ্খল তাঁকে যেন আর বাঁধতে পারেনি– কবি বলেছেন ঃ

"ভেঙ্গে ফেল আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্ছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দবাদ।"
(সিন্দবাদ)

ঐতিহ্যের হিরন্ময় প্রাসাদে কবির অনুসন্ধানী মন চিরজাগ্রত। নতুন শব্দ-সম্ভার নতুন চিত্রকল্পে আমাদের তিনি নিয়ে যান ভুলে যাওয়া সেই ঐতিহ্যের সন্ধানে– কবি বলেন ঃ

"তুমি কি ভুলেছ' লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরাণ খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী!"
(সাত-সাগরের মাঝি)

তাঁর গন্তব্যের নিশানায় তিনি স্থির অভিযাত্রী– আপন বিশ্বাসে অটল কবি বলেন ঃ

"দূর বন্দরে দীপ্ত সূর্য, আমাদের গতিমান
জাহাজের পাল স্রোতের নেশায় ভরা,
যেথা দিগন্তে সব্‌জা হেরেমে ভাসে পরীদের গান,
নেকাব দোলায়ে আদিম বনানী জাগ্‌ছে নৃত্যপরা;
দরিয়া-মরুর মরীচিকা পানে মাতাল দুঃসাহসী
ছুটছে অন্ধ তাজী।
(বা'র দরিয়ায়)

তৌহিদের সুরায় বিভোর কবি খুঁজে চলেছেন 'হেরার রাজ-তোরণ'। তৌহিদের সত্য-দীপ্ত আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কবি-কণ্ঠের উচ্চারণ অনন্য, তাঁর দু'চোখের মণিতে আলো জ্বলছে 'হেরার রাজ-তোরণ' ঃ

"ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ–"
(সাত-সাগরের মাঝি)

ফররুখ আহমদ গতানুগতিক কাব্য-ধারার রাজপথে পথ হাঁটেন নি। তাঁর কাব্য-ভুবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে আমরা নবতর রূপে আবিষ্কার করি। সেখানেও তিনি

www.pathagar.com

প্রত্যয়ী পদক্ষেপ রেখেছেন। তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' (জুন, ১৯৬১) কাব্য-নাটক এবং 'হাতেম তায়ী' (মে ১৯৬৬) কাব্যে তাঁর মানস-পটে মহাকাব্যের ধারা সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। যদিও মহাকাব্যের বিচার সজ্ঞায় এ কাব্য নাটক পড়ে না– মহাকাব্যের যুগও শেষ হয়ে গেছে সাম্প্রতিক কবিতার রাজ্যে।

তবু ফররুখ আহমদ মহাকাব্যের খণ্ডিত স্বপ্নে বিচরণ করেছিলেন। কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের আবাল্য ভক্ত। এছাড়া মিলটনও তাঁর কাব্য-নাট্যে ছায়া ফেলেছেন। 'ফাউস্টে'র সাথেও কিছু মিল লক্ষণীয়। তিনি ফাউস্টের মত এ কাব্যে নানা ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। এ কাব্যে প্রতীকধর্মী চরিত্রও রয়েছে বেশ কিছু। এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও তা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে কিছুটা পৃথক। তিনি প্রথাবদ্ধ চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামো ভেঙ্গেছেন। তিনি প্রতিপদে আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। নিচের কাব্যাংশে এ নমুনা মিলবেঃ

"যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরুপ্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা।"
(হাতেম তা'য়ী)

এ কাব্যে তাঁর বর্ণনাধর্মী চিত্র ফুটে উঠেছে নিচের পংক্তিমালায়–

"শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে

এ কাব্যে তিনি নানা-সমিল ছন্দেরও ব্যবহার করেছেন। অনেক প্রতীকী চরিত্রের সাথে এ কাব্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। তাঁর কাব্যধারার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে আমরা নব নবরূপে আবিষ্কার করেছি। 'সিরাজাম মুনিরা' কাব্যগ্রন্থে ইসলামের সারতত্ত্ব তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছে। তৌহীদী বোধ-বিশ্বাসে অটল সরল পথে চলতে তিনি কখনোই দিগভ্রান্ত হননি।

তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'লাশ' ও 'ডাহুক' কবিতা। এ 'লাশ' কবিতার নতুন ব্যঞ্জনায় তাঁর সৃষ্টিতে আলাদা মাত্রা সংযোজন করেছে। মানবতার কবি 'লাশ' কবিতায় পৃথিবীর এই যান্ত্রিক সভ্যতাকে, এই প্রাণহীন মেকী সভ্যতার শোষক শ্রেণীকে অভিশাপ দিয়েছেন। এখানে সর্বজনীন বোধ-বিশ্বাসে দীপ্ত মানবতার কবি মানুষেরই সৃষ্ট মানুষের ধ্বংসকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

www.pathagar.com

"হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ!
তারপর আসিলে সময়,
বিশ্বময়,
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও,
তুমি ধ্বংস হও।।

তাঁর আর এক অনবদ্য সৃষ্টি 'ডাহুক' কবিতা। ডাহুকের অশ্রান্ত ডাক শুনছেন কবি চরাচরব্যাপী, কবি বলেন ঃ

"রাত্রিভর' ডাহুকের ডাক...

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘরাত্রি একা জেগে আছি।

ছলনার পাশা খেলা আজ প'ড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

বিশুদ্ধ তৌহীদবাদী, আত্মবিশ্বাসী– সিন্দবাদ আর ঈগল পাখির দুঃসাহসী অভিযান ছিল তাঁর চোখের ভাষায় এবং সমগ্র কাব্যভুবনে। নির্লোভ শাণিত অহংবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। ছোটদের জন্যও তাঁর প্রচুর লেখা রয়েছে– 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫), 'হরফের ছড়া' (১৯৭০) তার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর লেখা অনেক ব্যঙ্গ-কবিতাও রয়েছে। তাঁর লিখিত গানের সংখ্যাও কম নয়। এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত অনেক কাব্যগ্রন্থ শিশু-কিশোর কবিতা গল্প ও কাহিনীর ভাণ্ডার আজো লোকচক্ষুর অন্তরালে। এগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। এগুলো প্রকাশনার ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই কবির সাথে আমার প্রথমত পরিচয় ঘটে ১৯৪৮-৪৯ সনে। তখন আমি ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রী। নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও পাকিস্তানের অফিসেই তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। তাঁর সস্নেহ 'ছোট বোন' সম্বোধনে স্নেহ-রসে সিক্ত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

তিনি আমার স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি শুনেছেন– তাঁর প্রশংসা পেয়েছি– যা' আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে কবিতা লিখতে। তাঁর চোখের দীপ্তিতে ছিল ঠিকরানো প্রতিভা– হাসিতে শিশুর সারল্য– অপরকে অল্প সময়ে আপন করে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তিনি আমাকে বলেছেন– 'লিখ– পুঁথির কাহিনীগুলো কবিতায় নিয়ে এসো।...' আমরা কেউ-ই তাঁর একলা চলার পথে সাথী হতে পারিনি, অক্ষমতা আমাদের। তিনি একক হাতেই বাজিয়েছেন তাঁর একতারার সুর– 'নৌফেল ও হাতেম' নামক কাব্যনাট্যে তাঁর স্বাক্ষর এঁকেছেন ঃ

"...মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘ দিন এ জীবনে, আল্লাহর দরগাহে অসত্যের।
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসমর্পণ
পৃথিবীতে।"

এখনো তার অবয়ব– দীর্ঘদেহ কাঠামো কর্মব্যস্ত চেহারা মনের আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পাই। মনে পড়ে আমার প্রথম কবিতার বই 'নীলস্বপ্ন' (১৯৬২) যখন তাঁর হাতে দিয়েছিলাম– তিনি কী যে খুশি হয়েছিলেন! তক্ষুণি কবি আব্দুস সাত্তারকে ডেকে রেডিওতে রিভিউ করার জন্য পাঠালেন। তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয় সম্ভবত ১৯৭০ সনে। তিনি আমাকে বলেছিলেন– সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যেন সর্বদা পাঠ করি।

আমার স্বামী যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন (২৬/১২/৭১ থেকে ২২/১/৭৩ পর্যন্ত) তিনি আমাকে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন– 'আমি যেন ভেঙ্গে না পড়ি এবং মনোবল সুদৃঢ় রাখি।' আজ স্মৃতির পাতা উলটিয়ে দেখছি– এমন একজন একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর আজ আমাদের বড় অভাব। এ অভাব পূরণ হবার নয়। ❑

প্রকাশিত হয়েছে

প্রখ্যাত কবি, বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ও গবেষক

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ

ফররুখ প্রতিভার অনন্য বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও কালজয়ী পরিচিতিমূলক একটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ এবং ফররুখ একাডেমী প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ ও পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২

www.pathagar.com

পাকিস্তান-আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর ঃ ফররুখ আহ্‌মদের 'আজাদ করো পাকিস্তান'

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তাঁর কবি-প্রতিভার মৌলিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফররুখ আহ্‌মদের বিচিত্র বিষয়-নির্ভর বিপুল কাব্য-সম্ভার ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিধৃত। তাঁর কল্পনা-প্রতিভা, সৃজন-ধর্মিতা এবং চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ, আদর্শ-প্রীতি, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম এবং মানবতাবোধ ফররুখ আহ্‌মদের কবিতায় নানাভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে বিচিত্ররূপে বিকশিত ও রূপায়িত। ফররুখ আহ্‌মদের কবি-প্রতিভার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর রচনার বিষয় বা উপজীব্যের মধ্যে নয়, বিচিত্র ভাব, বিষয় ও বক্তব্যকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যধর্মী ভাষায়, ছন্দের নানারূপ ব্যবহারে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সৃজনধর্মিতায় ও অসাধারণ প্রয়োগে, কবিতার সামগ্রিক উপস্থাপনায় ও শিল্পরূপ নির্মাণে। শুধু রোমান্টিক ও কল্পনা-নির্ভর কবিতায়ই নয়, সমাজ সচেতনতা ও বাস্তবতা-নির্ভর কবিতায়ও এই দক্ষতার পরিচয় বিধৃত।

ফররুখ আহমদ বিচিত্র বিষয়ে এবং নানা ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে এবং উপমা-চিত্রকল্পে সুশোভিত করে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় ও ভাবধারায় অজস্র উৎকৃষ্ট এবং শিল্প-গুণান্বিত কবিতা রচনা করলেও এবং সে সবে মানবতাবাদী আদর্শ এবং চিন্তাধারার সুপ্রকাশ ঘটলেও, ফররুখ আহ্‌মদ বাংলা সাহিত্যে ও নজরুলোত্তর যুগে ইসলামী রেনেসাঁর, মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজনৈতিক এবং সমাজের নবজাগরণমূলক কবিতা-গানেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং উপরোক্ত ভাবধারা রূপায়িত। চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত শক্তিমান কবি ফররুখ আহ্‌মদকে যেমন ইসলামী রেনেসাঁর ও মুসলিম নবজাগরণের এবং মানবতাবাদী আদর্শের রূপকার কবি হিসাবে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাঁকে পাকিস্তানী আদর্শের প্রবক্তা কবি হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামী রেনেসাঁ ও মুসলিম নবজাগরণের বাণী এবং মানবতাবাদী আদর্শের কথা ব্যাপক এবং গভীরভাবে বিধৃত হলেও, পাকিস্তানী আদর্শবাদের এবং পাকিস্তানের কথা কমই বিধৃত হয়েছে। পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে 'মৃত্তিকা গ্রন্থনি-বিভাগ-কলকাতা' থেকে প্রকাশিত ফররুখ আহ্‌মদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যপুস্তিকা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০)র অন্তর্গত ' ফৌজের গান', 'আজাদ করো পাকিস্তান', 'ওড়াও ঝাণ্ডা, 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তানের কবি'– এই কয়টি কবিতা-গান ছাড়া, সেকালে তিনি পাকিস্তানী আদর্শবাদ বা পাকিস্তান

www.pathagar.com

বিষয়ক অন্য কোনো কবিতা-গান সম্ভবত রচনা করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহু আগেই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মনোরাজ্যে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেকালেই পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা-গান ছাড়াও, অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এ কারণেই ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর কাব্যপুস্তিকার নাম রাখেন 'আজাদ করো পাকিস্তান' অর্থাৎ বৃটিশের পরাধীনতা থেকে 'পাকিস্তান'কে মুক্ত করতে হবে।

শুধু ফররুখ আহ্‌মদ নয়, বিভাগ-পূর্বকালে এবং পাকিস্তান-আন্দোলনের পটভূমিতে চল্লিশের দশকে এবং পাকিস্তান (সাবেক) পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বহু কবি পাকিস্তান ও কায়েদে আজম বিষয়ে অজস্র কবিতা-গান লিখেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বহু মুসলিম কবি, তেমনি আছেন অনেক হিন্দু কবি; রয়েছেন ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে এবং পাকিস্তানী আদর্শবাদে বিশ্বাসী কবি, আছেন ধর্ম-নিরপেক্ষ আদর্শবাদে বিশ্বাসী, মানবতাবাদে বিশ্বাসী কবিও। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার আগে চল্লিশের দশকে যাঁরা 'পাকিস্তান' ও ' কায়েদে আজম' সম্পর্কে কবিতা-গান রচনা করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন : গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, ফররুখ আহ্‌মদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শাহেদা খানম, হোসনে আরা, কামাল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

বিভাগ-পূর্বকালে এবং পাকিস্তান (সাবেক) আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশের দশকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মতাদর্শের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শবাদে ও মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কবিদের এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবাধে বিশ্বাসী আর পাকিস্তানী আদর্শবাদে দীক্ষিত কবিদের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ে এত কবিতা-গান রচনার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের দিকেও আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ শতকের বিশের দশকে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর, অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের ও সব ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, চল্লিশের দশকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোগে এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূলে রয়েছে এই সত্য এবং বাস্তবতা যে হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতি নয়, তারা দুই স্বতন্ত্র জাতি– কেননা, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ এবং জীবন-পদ্ধতি আলাদা, তাদের-জাতীয় বীরও এক এবং অভিন্ন নয়। পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে যদিও পাকিস্তানের যাত্রা শুরু কিন্তু ১৯৪০ সনের আগে পাকিস্তানের কোনো স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা কারো মনে ছিল না। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই পাকিস্তান পরিকল্পিত হয়েছিল। অবিভক্ত

www.pathagar.com

ভারতের সংখ্যাগুরু মুসলমান এলাকা নিয়েই এই নতুন আবাসভূমির দাবী উত্থিত হয়। ১৯৩০ সনের আগে পাকিস্তানের মত একটি স্বতন্ত্র মুসলমানের দেশের কথা নীহারিকালোকের কুয়াসার মধ্যে কোথাও উঁকি-ঝুঁকি দেয় নাই, সে-কথা আমরা বলব না। তবে ১৯৩০ সনে মহাকবি ইকবাল এরূপ একটি স্বপ্ন-স্বাধের ইশারায় মুসলমানকে ডাক দিয়েছিলেন মাত্র। তাই বলা যায়, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা বহু দেশের মানুষকে বিস্ময়-চকিত করে দিল। কারণ এর আগে পাকিস্তান একটি দেশ এবং পাকিস্তানীরা একটি জাতি -এ কথা অনেকেরই ছিল সম্পূর্ণ অজানা। (পাকিস্তানের সৃষ্টি, মুজীবুর রহমান খাঁ, 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', পৃঃ ২, সম্পাদনা ঃ সরদার ফজলুল করিম, অধ্যক্ষ, সংস্কৃতি বিভাগ, বাংলা একাডেমী, মার্চ, ১৯৬৮)।

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান (সাবেক) আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা আমার এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের সত্য এই যে, চৌধুরী রহমত আলীর 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' এবং মহাকবি ইকবালের 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের' পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটেই ভারতীয় মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চায় এবং স্বতন্ত্র 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র দাবী করে। উল্লেখযোগ্য যে,পাকিস্তানের(সাবেক) প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং ভারতীয় মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারাও উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন. অনেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বেও ছিলেন, কোনো কোনো পর্যায়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস–এই উভয় রাজনৈতিক দলের পরিচালনার দায়িত্বও তারা পালন করেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তো অভিহিত হয়েছিলেন Ambassaor of Hindu-Muslim Unity অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম মিলনের ঐক্যদূত বা অগ্রদূত হিসাবে। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম –এই উভয় সম্প্রদায় ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন পর্যায়ে তারা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছেন. আবার নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের প্লাটফর্ম থেকে একই লক্ষ্যে ভিন্নভাবেও সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু উভয়বিধ সংগ্রামের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থহানির আশংকার প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ তথা উপমহাদেশের মুসলমানরা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক উত্থাপিত ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী জানায়। এই দাবীর পেছনে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাস্তবতা এবং যুক্তিকে কাজে-লাগানো হয়।

পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৪০-এর দশকেই কেন বহু মুসলমান নবীন-প্রবীণ কবি 'পাকিস্তান' বিষয়ক কবিতা-গান লিখলেন, কেন অনেকে 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'কে নিয়ে কবিতা-গান রচনা করলেন, কেন হিন্দু কবিদের অনেকেও তাঁদের কবিতায় 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম'কে উপজীব্য করলেন, তা জানা ও উপলব্ধির জন্য উপরোক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

পটভূমি জানা দরকার। বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের– বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলের মুসলামনরা ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ, তারা ছিল ইংরেজ শাসক এবং হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত, শুধু অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ মুসলমানরাই নয়, নিম্নবর্ণের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও ছিল শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু মুসলমানরাই নয়, নিম্নবর্ণের এবং দারিদ্র্যপ্রপীড়িত শ্রেণীর হিন্দুরা, সাম্যবাদী ও বামপন্থী চিন্তাধারার হিন্দুরাও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার এবং 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যারা র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট ও কমিউনিস্ট অর্থাৎ বৈপ্লবিক মানবতাবাদী এবং সমূহবাদী তারাও পাকিস্তান-দাবী সমর্থন করেন এই কারণে যে এটা ছিল সংখ্যালঘু ও বঞ্চিত মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের দাবী। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে অবশ্য 'পাকিস্তান' শব্দটি ছিলনা, ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা।

উপমহাদেশের জননন্দিত নেতা. বাংলার মানুষের তথা জনসাধারণের এবং বিশেষভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণপ্রিয় নেতা এবং বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক উত্থাপিত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও খ্যাত) পাশের পর উপমহাদেশের-বিশেষত বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনে 'পাকিস্তান' এর স্বপ্ন প্রবল অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। অবশ্য শেরেবাংলা পরে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং কৃষক-প্রজা পার্টি গড়ে তোলেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে উপমহাদেশে এবং মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখের এবং তাঁদের অনুসারী নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ১৯৪৬ সালে সিলেটে যে গণভোট বা রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিপুল ভোটে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী দুই 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার বদলে এক 'পাকিস্তান' অর্থাৎ Two states এর পরিবর্তে One state প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের স্পিরিট বা মূলনীতির বিরোধী এবং উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থহানিকর। উক্ত প্রস্তাব পাশের ফলে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এতে অর্থাৎ এক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমা অবাঙালী শাসকদের দ্বারা 'পূর্ব পাকিস্তান' শোষিত হবার পথও অবারিত হয়। তবুও সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলার অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের এবং কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয়।

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ক কবিতা এবং তাঁর 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য–পুস্তিকা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান এবং এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো এই কারণে যে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, শেরে বাংলা এ কে, ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে যে, 'পাকিস্তান' (সাবেক) প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পাকিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্পর্কে কবি ফররুখ আহমদ এবং অন্যান্য কবি-গীতিকাররা চল্লিশের দশকে এবং পরবর্তীকালেও সাবেক পাকিস্তান আমলে যে সব কবিতা-গান লিখেছেন, তা ছিল সময়েরই দাবী এবং বাস্তবসম্মত ব্যাপার। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দ জনগণের সহযোগিতায় আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন এবং কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেন। ফররুখ আহ্‌মদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকায় পাকিস্তান-বিষয়ক যে কয়টি কবিতা ও গান রয়েছে তাতে শুধু সংগ্রামের মাধ্যমে 'পাকিস্তান' অর্জনের কথাই বলা হয় নি, ইসলামের আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী তৌহিদবাদী কবি 'খোদার রাজ' প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন ঃ

'সামনে চল্ ; সামনে চল্
তৌহিদেরই শান্ত্রীদল
সামনে চল্ ; সামনে চল্
... ...
লক্ষ ভয় করব জয়
তুলবো ঝড় বিশ্বময়
গড়বো আজ খোদার রাজ
ভাঙবো বাঁধ অমঙ্গল
সামনে চল্ ; সামনে চল্

শুনবো না আর পিছু টান
মানবোনা আর বান-তুফান
ডাক্‌ছে খুন রক্তারুণ
পাকিস্তানের পথ উজল
সামনে চল্ ; সামনে চল্ ॥
[ফৌজের গান]

উপরোক্ত গানটি থেকেই স্পষ্ট যে, ইসলামী রেনেসাঁর রূপকার এবং বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায় ও মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী কবি 'পাকিস্তান'

www.pathagar.com

কে শুধু একটি সম্ভাব্য রাষ্ট্ররূপেই ভাবেন নি, পাকিস্তানে তিনি তৌহিদের আদর্শ এবং ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের নীতি প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন দেখেছেন। 'ওরাও ঝাণ্ডা' শীর্ষক গানে ফররুখ আহমদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন ঃ

'আনো সাম্যের নতুন গান
আনো মানুষের নতুন প্রাণ
আনো উদ্দাম ঝড়ের গতি
দরিয়ার ঝড় ফেনোত্তল।।

জালিমের হাতে পশুর প্রায়
আজো মজলুম মরিছে হায়
ছিঁড়িতে তাদের মরণের ঘের
হও মুজাহিদ আজি সামাল।।

মোরা মুসলিম সারা জাহান
ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান
আজাদীর দিন হবে রঙিন
লভিয়া মোদের রক্ত লাল ।।
[ওরাও ঝাণ্ডা]

ইসলামের শান্তি, সাম্য, ন্যায়, কল্যাণ ও মানবতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহ্‌মদ স্বপ্ন দেখেছেন এবং এমন প্রত্যাশাও করেছেন যে 'পাকিস্তান' (সাবেক) হবে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র– যেখানে কোনোরূপ অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণ-বঞ্চনা এবং অত্যাচার-নিপীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সুন্দর উন্নত সমাজ। তাঁর দৃষ্টিতে, স্বপ্নে ও আশাবাদে 'পাকিস্তান' সাম্য ও শান্তির এবং তৌহিদবাদের প্রতীক। আল্লাহ'র 'রাজ' অর্থাৎ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতীক। সে-কারণেই তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ 'মোরা মুসলিম সারা জাহান/ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান।' শুধু কবি ফররুখ আহ্‌মদই নন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন– সেই নেতৃবৃন্দ এবং জনগণও স্বপ্ন দেখেছেন এবং প্রত্যাশা করেছেন যে, 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানবতাবাদের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে, জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হবে। 'কায়েদে আজম জিন্নাহ' শীর্ষক কবিতায় ফররুখ আহ্‌মদ উচ্চারণ করেছেন :

'আজিকে জেহাদ এজিদের সাথে;
দল বেঁধে এস খুনেরা-প্রভাতে
ভাঙো জুলুমের জুলমাতঃ হোক
জালিমের শিরে বজ্রাঘাত ॥

আজ মুজাহিদ উদ্যত শির
ভাঙবে পাপের সকল প্রাচীর

www.pathagar.com

আজ নির্ভীক জনতা হয়েছে
জেহাদের জোশে রণোম্মাদ।।
[নতুন মোহাররাম]

ফররুখ আহ্‌মদ 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' শীর্ষক কবিতায় পাকিস্তান আন্দোলনের শীর্ষ-নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের এবং গণ-জাগরণের তথা 'জনতা'র উল্লেখ করলেও উক্ত গানেও তিনি জালিম এবং জুলুমের অবসানের স্বপ্ন আর আশাবাদের কথাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ঃ

'মওতের দেশে খুলবে আবার
জিন্দিগানীর সিংহ-দ্বার,
জনতার বাজু সরাবে আবার
জুলুম-বাজীর পাহাড় তার,
হাজার বছর আঁধারের শেষে
জাগবে আবার রাঙা প্রভাত
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।

দেখ দলে দলে মুজাহিদ-সেনা
এল মুসলিম নও-জোআন
সাহারার বুকে ঝড়ের মতন
নাম্‌ল কুঅত খোদার দান,
হানিবে আবার জালিমের শিরে
এবার প্রলয় মরণাঘাত
মুসলিম-লীগ জিন্দাবাদ
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।।

'পাকিস্তানের কবি আল্লামা ইকবাল' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতায়ও ফররুখ আহ্‌মদ নবীন তুরস্কের জনক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী গাজী মোস্তফা কামাল পাশার 'স্বাধীন স্বদেশ ভূমি' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রেরণার উল্লেখ করে এবং কবি আল্লামা ইকবালের জাতীয় ঐক্য ও প্রেরণা-সঞ্চারী রচনার উল্লেখ করেও বলেছেন যে, 'সব শৃংখলিত মনে জেগেছে আজাদ পাকিস্তান/সকল স্থানুর বুকে উঠায়েছে আজ সে তুফান/ ক্ষুদ্র বালুকণা দেখে বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।'

ফররুখ আহ্‌মদের আলোচ্য 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যপুস্তিকায় পাকিস্তান ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ক উল্লেখিত কয়টি গান এবং কবিতা ছাড়াও 'পথ', 'রাত্রির অগাধ বনে', 'কারিগর' 'জালিম ও মজলুম' শীর্ষক কয়েকটি কবিতা রয়েছে। বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহ্‌মদ উল্লেখিত কবিতাসমূহেরও নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের– বিশেষত জনগণের উত্থান ও মুক্তি কামনা করেছেন, তাদের

www.pathagar.com

জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহী কবি এবং বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার, জাতীয় নবজাগরণের বাণীবাহক, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিক, ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণের মহান প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম উপমহাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যেমন অজস্র কবিতা-গান লিখেছেন, স্বাধীনতা অর্জন ও অত্যাচার-নিপীড়ন এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ এবং সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতি সংগ্রামের আহবান জানিয়েছেন, ফররুখ আহ্‌মদও তেমনি চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন। ফররুখ আহ্‌মদের সমসাময়িক কালে এবং চল্লিশের দশকে নবীন-প্রবীণ যে সব কবি পাকিস্তান ও কায়েদে আজম বিষয়ক কবিতা-গান লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই পাকিস্তানের আশা ও স্বপ্ন দেখেছেন, আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে আনন্দের গান গেয়েছেন। তবে কেউ পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত এবং মজলুম জনতার মুক্তিকামী রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবেও প্রত্যক্ষ করেছেন। মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, তালিম হোসেন প্রমুখের কবিতা-গানে এদিকটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ :

১. '–আসে নওল পাকিস্তান।
বেগুনা বন্দী য়ুসুফের কাছে
আজাদীর ফরমান
সব রহস্য হইলো জাহির
শাহী খোয়াবের এইতো তবীর:
ভূখারীর তরে ফসল জমাও,–
মজলুমে দাও ত্রাণ।।'
['তারানা-ই-পাকিস্তান', মুফাখখারুল ইসলাম
মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ- পৌষ, ১৩৫১]

২. 'ফিরিবে আবার পাকিস্তানের
পাক ইসলামী সুলতানাৎ!
ফিরদৌস হ'তে নামিবে প্রভাত
টুটিয়া ধরার আঁধারি রাত।।
জিন্দেগী সেথা পাক হবে ফের
দুঃখের রোজা হবে কাবার।
নতুন চাঁদের ঝাণ্ডা উড়ায়ে
জাগিবে নিশানে নতুন চাঁদ।।
আজাদ হবে গো মুসলিম দিল সে দেশে ফের,
টুটিবে আবার জিঞ্জির তার দুই হাতের!

www.pathagar.com

এক হাত তার রবে খেদমতে মজলুমে
জালিমের তরে দুসরা হাত ॥
[গান, তালিম হোসেন, মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫৪]

ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কালের কবি এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী, পাকিস্তান আন্দোলনের ও আদর্শবাদের সমর্থক কবিদের যে কবিতাংশ ও গীতাংশ উদ্ধৃত হলো তার সঙ্গে ফররুখ আহ্‌মদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' এর অন্তর্গত একই ভাবধারা ও আদর্শের কবিতাংশ ও গীতাংশ মিলিয়ে পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে ফররুখের রচনা কত বলিষ্ঠ, শিল্পোত্তীর্ণ এবং তিনি আদর্শবাদে ও মানবতাবোধে কত উদ্দীপ্ত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনকালে-চল্লিশের দশকে এবং পরবর্তীকালেও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ও কায়েদে আজমকে বিষয়বস্তু করে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের পরও রচিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে অনেক কবিতা। এঁদের মধ্যে শাহদাৎ হোসেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিঞা, কাজী কাদের নেওয়াজ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, বেগম সুফিয়া কামাল, (তিনি কায়েদে আজম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আটটি কবিতা লিখেছেন), আজিজুর রহমান, ফররুখ আহ্‌মদ, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য (জিন্নার প্রতি, দৈনিক আজাদ, ১৩৫১), আশরাফ সিদ্দিকী, মাযহারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুস্ সাত্তার, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, প্রজেশকুমার রায়, আবুল ফজল সাহাবুদ্দীন (ফজল শাহাবুদ্দীন), মোহাম্মদ কায়সুল হক (কায়সুল হক), আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, চৌধুরী ওসমান, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, জামাল উদ্দীন মোল্লা, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মুহম্মদ খুরশেদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান তালুকদার (মাহবুব তালুকদার), হেমায়েত হোসেন, কুমারী ঊষারাণী দাস, সায়মা চৌধুরী (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়– বিশেষত 'মাহে নও', পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখিত কবিদের কবিতা শাহেদ আলী সম্পাদিত এবং মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'আমাদের সাহিত্য ভাবনায় কায়েদে আজম' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত)।

ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত কবিদের পাকিস্তান ও কায়েদে আজম– সম্পর্কিত কবিতা-গানের উল্লেখ করা হলো এই জন্য যে, তাঁদের কাউকেই ফররুখ আহ্‌মদের মতো পাকিস্তানী আদর্শবাদের কবি বা 'পাকিস্তান' এর কবি বলা হয় না। ফররুখ আহ্‌মদ অবশ্যই 'পাকিস্তান' আন্দোলনের এবং 'পাকিস্তান' এর সমর্থক ছিলেন– যেমন ছিলেন উল্লেখিত কবিরাও। তবে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, ফররুখ আহ্‌মদের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ক কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং মুসলিম রেনেসাঁর কথা নিজস্ব স্বকীয়তামন্ডিত ভাষায়, বিভিন্ন

www.pathagar.com

ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে, নানা উপমা-চিত্রকল্পে এবং রূপক ও প্রতীকে অসামান্য দক্ষতায়, কাব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে রূপায়িত হলেও 'পাকিস্তান' এর কথা নেই বললেই চলে।

চল্লিশের দশকে ফররুখ আহ্‌মদ রেনেসাঁ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বিষয়ে কবিতা ও গান রচনা করেন এবং সে সব রচনায় এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্তান হবে এমন একটি রাষ্ট্র– যেখানে ইসলামের মহৎ মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটবে, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান হবে, জনগণ দারিদ্র্য ও ভেদ-বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' (সাবেক) প্রতিষ্ঠার পর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরেও ইসলামী আদর্শ ও ন্যায়-নীতির বাস্তবায়ন ঘটেনি, ভেদ-বৈষম্যের অবসান হয়নি, পাকিস্তানের অবাঙালী শাসক-শোষকরা 'পূর্ব-পাকিস্তান' (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বিভিন্ন সময়ে হরণ করেছে, সামরিক ও স্বৈরশাসন চাপিয়ে দিয়েছে, তাদেকে শোষণ-বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করেছে। পশ্চিমা অবাঙালী শাষকদের বৈরী ও স্বৈরাচারী এবং বাঙালী-বিদ্বেষী মনোভাবের শিকার হয়ে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে, সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিক এবং আরও অনেক ভাষা শহীদকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। মাতৃভাষা-প্রেমিক ফররুখ আহ্‌মদ বাংলা ভাষা, ভাষা-আন্দোলন ও ভাষা-শহীদদের স্মরণে অনেক কবিতা-গান রচনা করেন, তিনি ভাষা-আন্দোলনে অংশ নেন। ফররুখ আহমদ পাকিস্তান-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন কবিতা-গান লিখেছিলেন, তেমনি তিনি পাকিস্তানী অবাঙালী শাসকদের বৈরী নীতি এবং এদেশের মানুষকে শোষণ-বঞ্চনার এবং অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করেন, তিনি রচনা করেন অনেক ব্যঙ্গ-কবিতা, ব্যঙ্গ-নাটক 'রাজ-রাজড়া' এবং ব্যঙ্গ-কাব্য 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য'। ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের তথা রেডিও পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও, ফররুখ আহ্‌মদ পাকিস্তানী অবাঙালী শাসকদের আদর্শহীনতা, নীতিভ্রষ্টতা এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নানা রূপকে এবং বিভিন্ন ছন্দনামে লেখনী চালনা করতে দ্বিধা করেননি।

বাংলাদেশের মানুষ স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক এবং মাতৃভাষাপ্রেমিক। এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রমনা, স্বাধীনচেতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে ও ঐতিহ্যে গভীরভাবে বিশ্বাসী। পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার পর তারা আশা করেছিল– এই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নিজস্ব স্বকীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করবে, সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে। এ দেশের জনগণের আশা সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরেও পূর্ণ হয় নি, বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের জনক ও গবর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এদেশে এসে (১৯৪৮ সালের মার্চ মাস) ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহর এই ঘোষণায় এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় এ দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ঘটে। জিন্নাহর উক্ত ঘোষণার পর তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন নি। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের স্বার্থ-বিরোধী বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও তাঁর ইন্তিকালের পরও

www.pathagar.com

এ দেশের কবি-সাহিত্যিকরা জিন্নাহর স্মরণে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অজস্র কবিতা গান লিখেছেন, এমনকি– পশ্চিমা অবাঙালী শাসকরা পূর্ব-পাকিস্তানের তথা এ দেশের জনগণের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও এবং এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনার পরও, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে, এ দেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা-গান রচনা করেন, এমনকি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম নবজাগরণের লক্ষ্যে কবিতা-গান লেখেন, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন গান ও কবিতা। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স' থেকে প্রকাশিত 'চির-দুর্জয়' শীর্ষক 'জাতীয় অনুপ্রাণনামূলক গীতি-সংকলন' –এ জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহ্‌মদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, আজিজুর রহমান, হাবীবুর রহমান, রওশন ইজদানী,আশরাফুজ্জামান খান, আবদুল করীম, হোসনে আরা, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, খান আতাউর রহমান, সৈয়দ শাসসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল লতিফ, আবুল হাসান শামসুদ্দীন, আল কামাল আবদুল ওহাব, বেলাল মোহাম্মদ, মাসুদ করীম, মাহমুদুল আমীন, শামসুন্নাহার চিনু, এ.কে.এম হারুনুর রশীদ, ফজল-এ- খোদা প্রমুখ কবি-গীতিকারের রচনা স্থান পায়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সামরিক স্বৈর-শাসক আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের কিছু-কিছু কবিতায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রগতিশীল কবিদের অনেকের রচনায়ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শৌর্য-বীর্য, পাকিস্তানী স্বদেশপ্রেম, জেহাদের প্রেরণা, মুসলিম শক্তির নবজাগরণ, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা ভাষা পায়। যারা পাকিস্তানবাদী এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি হিসাবে পরিচিত নন, তারাও পাক–ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন ঃ

১. 'নয় নয় আমাদের কোন সংশয় নয়
আমাদের কারো চোখে মৃত্যুর ভয় নয়
চাই শুধু দুর্জয় জীবনের জয় গান
অক্ষয় হ'ক চির নির্ভয় হ'ক প্রিয় জন্মভূমি
প্রিয় পাকিস্তান।।'
[সিকান্দার আবু জাফর]

২. 'জেহাদের ডাকে জেগেছি আবার
আমরা মুসলমান,
বাহুতে শক্তি হৃদয়ে দীপ্ত
ঈমান অনির্বাণ।'
[হাবীবুর রহমান]

www.pathagar.com

৩. 'স্থলে আর জলে আর শূন্যে
শত্রুর সংহার জন্যে
এক প্রাণ একহাত আমরা।
সুমহান দেশপ্রেম বর্মে
কোরবানী উদ্‌বোধ ধর্মে
এক আসা এক ভাষা আমরা।'
[হাসান হাফিজুর রহমান]

৪. 'জাগো জামানা নয়া হায়দার
গর্জনে কাঁপে গিরি-কান্তার
কে আছিস ওরে আল্লাহর পথে
হবি আজ কোরবান।

স্বদেশ আমার পাক আমানত
হাতে হাতিয়ার বুকে হিম্মত,
জেগেছে হাজার সালাদিন আজ
দূর হঠো শয়তান।'

[দুই]
আমরা মুসলমান
আমরা মুসলমান
আল্লাহ ছাড়া কভু কারে নাহি ডরি
যেখানে জুলুম সেখানে জেহাদ করি।।
[সৈয়দ শামসুল হক]

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এসব কবিতায় বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এবং ফররুখ আহ্‌মদের অনেক রচনার বিশেষত তাঁর 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকার অন্তর্গত অনেক কবিতা-গানের প্রভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে 'পশ্চিম পাকিস্তান' (বর্তমানে পাকিস্তান) ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হলেও, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ 'পূর্ব-পাকিস্তান' (বর্তমানে বাংলাদেশ) আক্রান্ত হয়নি। তবুও এ দেশের কবি-সাহিত্যিক-গীতিকাররা 'স্বদেশপ্রেম'-এ উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেরণা-সঞ্চারী কবিতা-গান ইত্যাদি রচনা করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 'পূর্ব পাকিস্তানী'দের (বর্তমানে বাংলাদেশ) এই 'পাকিস্তান-প্রীতি' এবং 'স্বদেশপ্রেম' সত্ত্বেও, পাকিস্তানী অবাঙালী স্বৈরাচারী শাসকরা এদেশের প্রতি বৈরী ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রাখে, এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করে। পশ্চিমা শাসকদের এই গণ-বিরোধী ভূমিকা ও বৈরী আচরণ এ দেশের মানুষের স্বাধীনচেতা মনোভাব, স্বদেশপ্রেম, স্বাধিকারবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নতুন করে জাগিয়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

ঊনসত্তরের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনও জোরদার হয়। এ দেশের তথা তদানীন্তন 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে না নিয়ে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে তথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে শেখ মুজিবকে আসীন হতে না দিয়ে, ন্যায্য অধিকার হতে ষড়যন্ত্রপূর্বক বঞ্চিত করে এবং এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের ডাকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান 'পূর্ব-পাকিস্তান' (বর্তমান বাংলাদেশের)-এর জনগণের ওপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের কালো রাতে তাঁর অবাঙালী সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়, ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহান বিজয়, অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

ফররুখ আহ্‌মদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরা হলো এই কারণে যে, পশ্চিমা অবাঙালীদের শাসনাধীন 'পাকিস্তান' (সাবেক) কোন দিনই 'আজাদ' অর্থাৎ 'স্বাধীন' হতে পারেনি, ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গিয়ে, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমানাধিকার ও ন্যায়-নীতিকে পদদলিত করে, ধর্মের নামে শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রেখে পাকিস্তানী শাসকরা 'পাকিস্তান'-এর মূল আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। সাবেক পাকিস্তান আমলে রচিত 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য'-এ মীরজাফরের উল্লেখ করে ফররুখ আহমদ তাই লিখেছেন ঃ

'আদর্শ বর্জিত জাতি দুশ্চরিত্র সে যুগে যেমন
চারিত্রিক দীনতার ছবি দেখি এ যুগে তেমন!
সেদিন স্বার্থের চক্র দেখেছি যেমন সবখানে
তেমনি চক্রান্ত দেখি এই যুগেও মোহমুগ্ধ প্রাণে
সমাজের সর্বস্তরে সে দিনের মতো দেখি আজ
কাজের বদলে শুধু অপকর্ম অথবা কুকাজ।
জাফরের জামানায় ছিল যত কথার ফানুস
এ যুগেও সবিস্ময়ে দেখি আজ তত অমানুষ !'

পাকিস্তানের অবাঙালী পশ্চিমা শাসকদের অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর একাত্তরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার কারণেই সাবেক পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটেছে। বাস্তবে রূপ লাভ করেছে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন।❑

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদের 'সিন্দবাদ'

ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ

'সিন্দবাদ' ফররুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসাবে এর গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে কবিতাটি নিগুঢ়ভাবে পাঠ করা দরকার। এখানে সেই প্রয়াস করা হয়েছে।

'সিন্দবাদ' একটি ড্রামাটিক মনোলগ জাতীয় কবিতা। এর বক্তা (Speaker) আরব্য উপন্যাসের অন্যতম নায়ক 'সিন্দবাদ'। ড্রামাটিক মনোলগে বক্তা তার কথা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরেন, তাই এখানে আরব্য উপন্যাসের পটভূমিতে তাকে উপস্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই। কবিতাটিতে তিনি কিভাবে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন আমরা সেই দিকে লক্ষ্য করবো।

তিনি একজন নাবিক। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি এক সময় দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন, কিন্তু বেশ কিছুদিন তিনি নিঃষ্ক্রিয় জীবন যাপন করছেন। 'কেটেছে রঙিন মখমল দিন'- এই চিত্রকল্প তার আয়েশী জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এখন তিনি নোনা দরিয়ার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নোনা দরিয়ার একটি চিত্রকল্প তার মানসপটে ভেসে উঠেছে ঃ

ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক।

এই চিত্রকল্পে তার শব্দ-চয়ন লক্ষণীয়: জোরওয়ার, মউজ, শির, সফেদ, তাজ, বুলন্দ, দরিয়া– এগুলো আরবি-ফারসি শব্দ। প্রচলিত বাংলা শব্দের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দ প্রয়োগ কতখানি যুক্তি-যুক্ত হয়েছে? মনে রাখতে হবে যে শব্দ চয়নের ব্যাপারে কবিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রচলিত, অপ্রচলিত, দেশি, বিদেশি যে কোন শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও সুষ্ঠু ভাব প্রকাশের খাতিরে। ফররুখ উপরোক্ত চিত্রকল্পে এবং এই কবিতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ প্রয়োগের এই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছেন। এতে কয়েকটি সুবিধা হয়েছে। প্রথমতঃ কবিতার বক্তা যেহেতু আরব্য উপন্যাসের নায়ক তাই তার মুখে স্বাভাবিকভাবে তার ভাষা ও ঐতিহ্য থেকে শব্দ চয়ন করেছেন। এতে তার চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কবি ভাষায় নতুনত্ব এনেছেন। শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে তা একঘেয়ে হয়ে যায়। তাই নতুন শব্দ বা পুরোনো শব্দের নতুন প্রয়োগ কবির শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত চিত্রকল্পে আরবি-ফারসি শব্দ ধ্বনি-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে 'পাহাড় সমান ঢেউ' আর 'পাহাড় বুলন্দ ঢেউ' ধ্বনির দিক দিয়ে এক নয়। উল্লেখ্য যে, আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ফররুখ আহ্‌মদের আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম করেছেন। ফররুখ সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে উপরে উদ্ধৃত চিত্রকল্পে সমুদ্রের আকর্ষণীয় দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ পাহাড় বুলন্দ ঢেউ এর মাথায় সাদা তাজের চাঁদিয়া বক্তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। বস্তুতঃ প্রথম ৯ লাইনে 'ডাক' শব্দটি ৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এই পুনরুক্তির মাধ্যমে ডাকের অপ্রতিরোধ্য আবেদন প্রকাশ পেয়েছে। তাকে আজ নতুন সফরে যেতেই হবে। তবে এটা তার প্রথম সফর নয়। তিনি আগেও বহুবার সফরে গিয়েছেন। মাঝে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। নতুন সফরের ধারণা থেকে স্বভাবতই তার অতীত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে।

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কত দিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে
ডেকেছে আমাকে জিন্দেগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টানবে আমাকে কোন স্রোতে কেবা জানে।

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ
হাতির দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আব্‌লুস
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

উপরে নীল আকাশ, নীচে নিকষ কালো পানি তাকে কতখানি উতলা করেছে তা 'আহা' শব্দটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। সফরের মধ্যে জীবন-মরণের ব্যাপার আছে; কিন্তু তাতে সিন্দবাদ বিচলিত নন। তার মনে পড়ছে যে সব দেশে তিনি গেছেন সে সবের কথা। ঘন সন্দল কাফুরের বন, শিলাদৃঢ়– আবলুস গাছ, হাতির দাঁতের সাজোয়া, পিপুল গাছের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ– এসব তার চোখে ঘুমের আবেশ আনে। চিত্রকল্পগুলোতে রঙের বৈচিত্র্য আছে: আকীক, নীল, সাদা, আবলুস। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এমন কতকগুলো চিত্রকল্পও আছে যেমন কর্পূর, সন্দল, পিপুল গাছের ঝাঁঝালো হাওয়া। এসব চিত্রকল্পের মাধ্যমে ফররুখ আহমদ ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে সচকিত করেন এবং এ সব একটি রোমান্টিক জগৎ সৃষ্টি করে। কবি পরিচিত জগৎ থেকে আমাদের একটি স্বপ্ন-জগতে নিয়ে যান। সিন্দবাদের কল্পনায় এই স্বপ্ন-জগৎ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তিনি কল্পনা করেছেন এই স্বপ্ন-জগতের উদ্দেশ্যে তার কিশতী (সিন্ধু ঈগল) দরিয়ার হাম্মামে নির্ভীক চিত্তে নেমে পড়েছে।

এবার সিন্দবাদ তার আসন্ন সফরের কথা বলছেন। তিনি মাঝি-মাল্লাদের রঙিন মখমল দিন, হাতীর হাওদা ফেলে, জংগী সাজোয়া নীল বেশ পরে যাত্রার আহবান জানাচ্ছেন। দরিয়ার আকর্ষণীয় চিত্রকল্পের পরিবর্তে তার ভয়ংকর রূপের একটি চিত্র আঁকা হয়েছে! দরিয়ার কালো পানি রোষে ফুলে উঠেছে বিশাল অজগরের মত (সুবিশাল আজদাহা), ঢেউ-এর মুখে সাদা কিশতি ভেসে চলেছে, কোথায় রঙিন উষা খুলবে জানা নেই। জাহাজ ভেঙ্গে যেতে পারে , ভাঙা তক্তার উপরে কতকাল দরিয়ায় ভেসে যেতে হবে তার ঠিক নেই। কিন্তু তাতে কোন ভয় নেই। কারণ নীল দরিয়া তাদের ডেকেছে, যেতে তাদের হবেই। তারা নওজোয়ান বারো মাস দাঁড় টানা তাদের কাজ। মাথার

www.pathagar.com

উপরে প্রচন্ড সূর্য, তুফানে কিশতীর পাটাতন তোলপাড় করছে। কিন্তু তারা নির্ভীক। যারা ভীরু, দুর্বল– তারা মনে করে যারা নি:ক্রিয় বসে থাকে, তারাই শুধু আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু তাদের সাথে সিন্দবাদ ও তার মাঝি-মাল্লাদের তফাৎ এই যে তারা দরিয়ার বুকে কিশতী ভাসিয়ে উত্তেজনা অনুভব করে, নিত্য নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণ পায়।

উল্লেখ্য যে, কবিতাটির শুরু থেকেই এ পর্যন্ত যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ক্রমঅগ্রগতি (development) আছে এবং স্তবকগুলোর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্র logical নয়, emotional– যুক্তির নয়, আবেগের। নোনা দরিয়ার ডাক সিন্দবাদের মনে আলোড়ন তুলেছে, স্বভাবতই পুরোনো সফরের অভিজ্ঞতার কথা তার মানসপটে ভেসে উঠেছে এবং এর ভিত্তিতে আসন্ন সফরের কি অভিজ্ঞতা হতে পারে তার বিবরণ দিয়েছেন। সফরের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা হলোঃ এটা এ্যাডভেঞ্চার, এর মধ্যে উত্তেজনা আছে, এর মধ্যে নিত্য নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।

এই ধরনের বক্তব্য এঙ্গোলো-স্যাকসন কবিতা The Sea-farer ও টেনিসনের Ulysses এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। The Sea-farer-এ সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে এক বৃদ্ধ নাবিক ও এক যুবকের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত হয়েছে। বৃদ্ধ নাবিক সমুদ্রে তার দুর্দশার, তার বিপদ-আপদের বিবরণ দিয়েছে এবং যারা শহরে থাকে তাদের আয়েশ-আরামের জীবন নিয়ে তার আক্ষেপের কথা বলেছে। পক্ষান্তরে যুবকটির বক্তব্য এই :

I should myself adventure
The high streams of the Sea and the sport of the salt waves!
For a passion of the mind evry monent pricks me on.
All my life to set a faring; so that far from hence
I may seek the shore of the strange outlanders.

নোনা দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সে উত্তেজনা অনুভব করে; প্রতিটি মুহূর্তে সমুদ্র যাত্রার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে থাকে, সারা জীবন সে নাবিকের জীবন যাপন করতে চায়, পরিচিত জগৎ থেকে অজানা দেশে যাওয়ার তার তীব্র বাসনা। প্রায় অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হয়েছে Ulysses কবিতায় ঃ

How dull it is to pause, to make an end
to rust unburnished, not to shine in use!

উপরোক্ত ইংরেজি কবিতা দু'টিতে সমুদ্র-যাত্রার প্রতি যে আকর্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে 'সিন্দবাদ'-এ প্রায় একই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটা তফাৎও আছে। The Sea-farer-এ সমুদ্র-যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এডভেঞ্চার; Ulysses -এ অলস, নিষ্ক্রিয় জীবনের প্রতি অনীহা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং নতুন জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে 'সিন্দবাদ'-এ আমরা Complex of atitudes বা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি। এডভেঞ্চার বা উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা আমরা আগেই শুনেছি। কিন্তু এটাই সিন্দবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তিনি ও

www.pathagar.com

তার মাঝি-মাল্লারা এক স্বপ্ন-জগতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে চান এবং সেই জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের একটা পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বাস্তব জগতের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে কতকগুলো চিত্রকল্পের মাধ্যমে যেমন কলুষিত বিয়াবান, গলিজ শহরতলী, বিষ নিঃশ্বাসে বিস্বাদ জিন্দেগী ইত্যাদি। অপরদিকে সন্দলবন, আলমাস, গওহর, জামরুদ, রাঙা প্রবাল ইত্যাদি চিত্রকল্প নতুন জীবনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই জীবনের লক্ষ্যে সিন্দবাদ মাঝি-মাল্লাদের জড়তার রাত, নরম মখমলে ছাওয়া দিন পরিত্যাগ করে, আতশী লেবাস ফেলে মাল্লার নীল সাজ পরে, সিরাজী-মত্ত বুড়োদের পাথর মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দরিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ার আহবান জানাচ্ছেন।

এই দুই জগৎকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা সংঘাত বা নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধরনের কৌশল কীটসের Ode to a Nightingale কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেখানে কবি বাস্তব জগতের একটি চিত্র এঁকেছেন। এই জগতে দুঃখ, যন্ত্রণা, জ্বরা, মৃত্যু মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। পক্ষান্তরে নাইটিঙ্গেলের গান শুনে কবির মনে হয়েছে যে সে বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতা, জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কল্পনার পাখায় ভর করে কবি সেখানে উড়ে গেলেন। সেখানকার জগতের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেনঃ আকাশের চাঁদ-রাণী সিংহাসনে বসে আছেন; তারার পরীরা তাকে ঘিরে রেখেছে, ঘন-পত্র-পল্লব শোভিত গাছের নীচে চাঁদের আলো পৌঁছায় নি। কিন্তু গাছের নীচে নানা রকমের ফুল পড়ে আছে। তাদের বিচিত্র সুবাসে চারিদিক আমোদিত। এই পরিবেশে কবি নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠভরা আনন্দ গান শুনতে শুনতে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরক্ষণে তাকে ফিরে আসতে হলো বাস্তব জগতে কারণ কল্পনার জগৎ ক্ষণস্থায়ী। তবে কীটসের কবিতার সঙ্গে সিন্দবাদ-এর তফাৎ আছে। সিন্দবাদ যে স্বপ্ন-জগতের চিত্র এঁকেছেন সেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। নাবিক হিসেবে তিনি এবং তার মাল্লারা বহু সফরে গিয়েছেন; যেখান থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা এনেছেন, সমৃদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের আছে এবং সেটা তাদের আয়ত্তাধীন। তাছাড়া, কীট্‌স যেমন কল্পনার পাখায় ভর করে নাইটিঙ্গেলের জগতে উড়ে গেলেন, সিন্দবাদের যাত্রাপথ অত সহজ নয়। তিনি বার বার যাত্রার বিপদ-বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন। ক্ষুধার ধমকে তাদেরকে ঘাস খেয়ে থাকতে হয়েছে, জাহাজ ভেঙ্গে গেছে, তক্তার উপর ভেসে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। কিন্তু তারা নির্ভীক। নারকেল শাখার দমকা হাওয়া তাদের সব পেরেশানী ভুলিয়ে দিয়েছে, গজল গেয়ে তারা রাত কাটিয়েছে, রাত জেগে তারা খোদার আলমে বিচিত্র কল্লোল শুনতে পেয়েছে।

আমরা নাবিক জংগী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যাই টুক্‌রা খড়ের মত।
বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীর দরিয়ায় ওঠে চাঁদ
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দবাদ।

আকাশে নতুন চাঁদ, দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার– এসব চিত্রকল্প এক নতুন জীবনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই জীবনের উদ্দেশ্য আয়েসী রাতের মখমল-অবসাদ ছিঁড়ে ফেলে নতুন পানিতে হাল তুলে দেওয়ার আহবান জানিয়ে সিন্দবাদ তার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

www.pathagar.com

এই সফর কি সিন্দবাদ ও তার মাঝি-মাল্লাদের ব্যক্তিগত সফর? না, কারণ এখানে সমাজ বা জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা 'জালিমের চোখ আগুনে পোড়ায়ে, গুঁড়ায়ে পাপের মাথা;/ দেখেছি সবুজ দরিয়া জাজিমে স্বপ্ন রয়েছে পাতা।/ হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপর লানত হানি'/ পলকা নরম আয়েশ আশরত, পরিত্যাগ করে সন্দল বন সন্ধানে অজানা দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে চায়। জাতি হিসেবে তাদের কবজায় মর্চে ধরেছে; তাদের তাজ ম্লান। যারা জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়াহীন কামনায় বুড়া– শিরাজী মত্ত তাদের পাথর হেনে মাথা গুঁড়া করতে চায়, সবাইকে খাকের মমতা ভেঙ্গে ফেলে আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ ছিঁড়ে ফেলে নতুন পানিতে হাল খুলে দেওয়ার আহবান জানানো হচ্ছে। স্পষ্টত সিন্দবাদ ও তার মাঝি-মাল্লারা একটা জাতির প্রতিভূ এবং সে জাতি মুসলমান জাতি। তারা এক সময় পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, নতুন সভ্যতা গড়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন তারা আয়েশ-আরামে কাটিয়েছে, জড়তা তাদের আচ্ছন্ন করেছে। তারা শিরাজী-মত্ত, তাদের জাগাবার জন্য সিন্দবাদের এই উদাত্ত আহবান। দরিয়ার দামাল জোয়ার ও আকাশে নতুন চাঁদ নব জাগরণের প্রতীক।

তিরিশ ও চল্লিশ দশকের এই উপমাহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক জাগরণ আসে তার পটভূমিকায় এই কবিতা তথা কাব্য গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' রচিত হয়। কবিতা পড়ে একটি জাতির জাগরণ আসে কিনা বলা মুশকিল, তবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, আবেগ-অনুভূতি কবিদের ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠে, মানুষ হঠাৎ জেগে ওঠে শুনতে পায় কে যেন তাদের মনের কথার প্রতিধ্বনি করছে। তবে যে ঐতিহাসিক পটভূমির কথা উপরে বলা হলো তার কোন সরাসরি উল্লেখ এই কবিতায় নেই; থাকলে বরং কবিতাটি কালচিহ্নিত হয়ে পড়তো। যে আহবান, যে উজ্জীবনী বাণী এখানে উচ্চারিত হয়েছে তা সকল যুগের সকল কালের অবসাদগ্রস্ত জাতির বেলায় প্রযোজ্য।

তবে একটি কবিতার বক্তব্য উদ্দীপনাপূর্ণ হতে পারে, তার বাণী পাঠকের মনে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা কবিতা হয়েছে কিনা সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রখ্যাত সমালোচক Cleanth Brooks লিখেছেন : "...The least confusing way in which to approach a poem is to think of it as a drama" (The Well Wrought Urn). এই দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্দবাদকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবিতাটি যেভাবে শুরু হয়েছে, সেই ভাবে শেষ হয়েছে, শুরুতে আছে দরিয়ার উত্তাল ঢেউ এবং চাঁদের চিত্রকল্প, এবং শেষে আছে দামাল জোয়ার ও নতুন চাঁদের চিত্রকল্প। সফর শুরু হয় নি, সফরের আহবান জানানো হয়েছে এবং সমস্ত বক্তব্যটিতে অভিজ্ঞতার নাটকীয় উপস্থাপনা আছে। আমরা প্রথমেই দেখি এক সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ অভিজ্ঞ নাবিক যিনি বেশ কিছুকাল আয়েশ-আরামে কাটিয়েছেন হঠাৎ নোনা দরিয়ার ডাক শুনে উতলা হয়েছেন, তার সামনে দরিয়ার আকর্ষণীয় চিত্র উদভাসিত হয়ে উঠেছে। অতীত সফরের অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাকে অভিভূত করেছে এবং সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আসন্ন সফরের একটি বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কিন্তু এটাই একমাত্র নাটকীয়তা নয়। নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্যে Conflict বা সংঘাত থাকে এবং সে সংঘাত দূরীভূত হয়ে resolution বা সমন্বিত রূপ লাভ করে। 'সিন্দবাদ'-এ বাস্তব জগৎ ও স্বপ্ন-জগতের

www.pathagar.com

মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন চিত্রকল্প ও প্রতীকের মাধ্যমে যার বিশ্লেষণ উপরে করা হয়েছে। স্বপ্ন-জগৎ-এর চিত্রকল্প ও প্রতীক অধিকতর আকর্ষণীয় করে এই সংঘাতের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। সফরকে শুধু এ্যাডভেঞ্চার হিসেবে দেখানো হয়নি। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে: সমাজের প্রতি তীব্র কষাঘাত আছে, জাগরণের বাণী আছে, নতুন জীবনের উত্তরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে জটিল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ সত্ত্বেও কবিতাটি একটা unified structure হয়ে উঠেছে।

'সিন্দবাদ' কবিতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এর মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এর ড্রামাটিক মনোলগ ফরম, এর জাগরণের বাণী, এর চিত্রকল্প ও প্রতীক, এর ভাষা এবং সর্বোপরি এর রোমান্টিক mode– বাস্তব জগৎকে অতিক্রম করে একটি স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস– এসবই 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় অনুরণিত হয়েছে। তাই অত্যন্ত সঙ্গত কারণে ফররুখ আহ্‌মদ 'সিন্দবাদ' কবিতাকে তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রথমে স্থান দিয়েছেন। ❑

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক

মুহাম্মদ মতিউর রহমানের সদ্য প্রকাশিত দুটি নতুন গ্রন্থ

স্মৃতির সৈকতে
ও
রবীন্দ্রনাথ

এছাড়া লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ফররুখ প্রতিভা
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য
বাংলা সাহিত্যের ধারা
বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন
ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি
ইবাদত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
মানবাধিকার ও ইসলাম
ইসলামে নারীর মর্যাদা
মাতা-পিতা ও সন্তানের হক

প্রাপ্তিস্থান

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭৩, বড় মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আহসান পাবলিকেশন্স ও কাঁটাবন বুক কর্নার, ঢাকা

www.pathagar.com

ফররুখের কবিতার মূল সুর মানবতা

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

তাজমহল নির্মাণের মূল কারণ খুঁজতে গেলে তার উৎস নিহিত থাকতে দেখা যাবে প্রেম বা ভালবাসায়। অনুরূপভাবে ফররুখের কবিতার উৎস-মূল নিহিত থাকতে দেখা যাবে মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসায়। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ, শব্দ-যোজন কৌশল, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে আমরা শত শত বা হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখতে পারি কিন্তু তাঁর কবিতার স্থাপত্যকর্ম আকর্ষক শিল্প হলেও তার মূল চেতনা-শৈলী মানবতা নামক শরীরকেন্দ্রিক। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'হে বন্য স্বপ্নেরা' থেকে শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দিলরুবা' পর্যন্ত এই মানবতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।

'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যে (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত 'ফররুখ রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত) মোট ৮৪টি কবিতার মধ্যে ৮টি কবিতা 'হে বন্য স্বপ্নেরা', 'লক্ষ ধ্বংস স্তূপ', 'দুর্ভিক্ষের সন্তান', 'আসন্ন শীত', 'সন্ধ্যার জনতা', 'দিন', 'কবন্ধ রাত্রি', 'শকুনেরা'। কবিতাগুলোর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল–

১. এখানে শিশুর কান্না–ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে,
মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শঙ্কিত প্রহরে।
আজিকে কবন্ধ ওরা ভারবাহী বহে সে খবর ঃ
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।
পথে পথে বাঁধা পড়ে। পলাতক সে ভগ্ন মিছিল
দেখে দ্বার রুধিয়াছে বহুদিন আগে এ নিখিল
তাহাদেরি অত্যাচারে। তারপর অদ্ভুত জনতা
মুখ গুঁজে পড়ে আছে শুধু ওঠে অশ্রু-আকুলতা
কণ্ঠতট চেপে ধরা শব্দহীন দুর্বোধ্য ভাষাতে
রাত্রি নামে এ প্রান্তরে ক্রমাগত অন্ধকার সাথে,
দুর্ভেদ্য নিবিড়তায় অন্তস্থলে নাহি যায় দেখা,
সূচী চিহ্নহীন সেই তিমিরের শেষ তটরেখা
শুধু দূরে সরে যায়, অবিরাম হেথা আর্তস্বর ঃ
বাঁকা শির দাঁড়া ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।
–(হে বন্য স্বপ্নেরা : হে বন্য স্বপ্নেরা)

২. আজ যবে মৃত্যু এল কাছে
খুঁজিতেছে মানুষ পিশাচে
আত্মঘাতী কূপ ঃ

www.pathagar.com

লক্ষ ধ্বংস-স্তূপ।
(লক্ষ ধ্বংস-স্তূপ : ঐ)

৩. নর্দমায় ফুটপাতে পড়ে থাকে অগণন লাশ
পড়ে থাকে পচা শব ক্ষুধাগন্ধে ভরায়ে আকাশ;
শকুনেরা হানা দেয় ফিরে ফিরে তবু সেই শবে,
শোণিত বিন্দুর শেষ প্রাণ-কণা নিঙাড়িয়া
পান করে প্রমত্ত উৎসবে।
তোলে তারা প্রেতের নিশান,
তোলে তারা গান,
এ পঙ্কিল সভ্যতার ক্লেদ-লিপ্ত গান।
(দুর্ভিক্ষের সন্তান ঃ ঐ)

৪. হে ক্ষুধিত অজগর! দাঁড়ায়েছ এ কোন সংকটে,
চেয়ে দেখ বালিয়াড়ি, আলো নাই শর্বরীর তটে,
তবুও চলেছ একা দ্বিধাহীন পিশাচের পিছে!
একে একে তিমিরের ক্ষুব্ধ গ্রাসে সকলি কাঁপিছে
বন্দী মন! কোথায় চলেছ তবে এ কোন সংকটে?
পিছনের পথ দেখ মুছে আসে মৃত্যু-নীল পটে!
(সন্ধ্যার জনতা ঃ ঐ)

৫. দিনের সমুদ্র থেকে এবার আসেনি আমন্ত্রণ,
এবার এসেছে ডাক কবন্ধ রাত্রির এক
অন্ধ ম্লান মৃত্যু সুধা থেকে,
নির্বোধ এ জনতার রুগ্নমনে সঞ্চারিয়া বিষ
এবার এসেছে ডাক জড়বুদ্ধি এ অপমৃত্যুর।
দেখেছি নখরে তার সদ্যোজাত শিশুর শোণিত,
শুনেছি নারীর কান্না হিংস্রতার বদ্ধমুষ্টি মাঝে।
অসহায় পথিকের বিপর্যয় দেখেছি সম্মুখে।
এই প্রজ্ঞাহীন রাত্রি এনেছে চরম বিভীষিকা,
তিক্ত হাতিয়ার জ্বালা এনেছে সে খড় ঘূর্ণিস্রোতে
মুক্তিহীন অবরোধ এনেছে সে স্তব্ধ বাতায়ন;
রুধিয়া নিঃশ্বাস বায়ু এনেছে সে মৃত্যুর পাথেয়।
(কবন্ধ রাত্রি ঃ ঐ)

৬. পঞ্চাশ লক্ষের হাড় পড়িয়াছে ঢাকা যে শ্মশানে
সেখানেই বিবস্ত্রের শ্রান্ত হতাশা এ।

www.pathagar.com

পাখি আজ ফেরে না কুলায়
গানের ঘুমন্ত কুঁড়ি ফোটে নি প্রাণের ভাষায়
সর্বনাশা মৃত্যু দেখি ঘরে।
ঐ আসে সেই মৃত্যু অনুর্বর শ্বাস সাহারার
ঐ আসে মৃত্যু বনানীর
পথে পথে পাবে যে সংগীন
দিন কালো দিন
(দিন ঃ ঐ)

৭. অভিশপ্ত শকুনেরা হানা দিলে যদি এই জনতার মুমূর্ষু শিয়রে
তবে নাও শেষ তার লাশ উপহার।
জনপদে, পল্লীতে শহরে
অগণন লাশ উপহার...

মানুষের আর কিছু রাখনি ত' বাকী
শবের সম্মুখে তাই দাঁড়ায়ে একাকী
পাশবিকতার
রূপ করো পূর্ণাঙ্গ তোমার।

ক্ষুধিত মুখের গ্রাস মুখ থেকে কেড়ে নিলে যদি
মানুষের রক্ত শুষি' জাগালে মৃত্যুর মরুভূমি
মুছে দিলে জীবনের পূর্ণস্রোতা নদী
হে অন্ধ শকুন! তবে এখানে শবের মাঝে
চেয়ে দেখ তুমি
তোমার পাশব-কীর্তি দম্ভের মিনার আজ
ছড়ায়েছে কী আঘাত দিগন্ত অবাধ।
(শকুনিরা ঃ ঐ)

দুর্ভিক্ষের করাল ছবি ফররুখের মানস-লোককে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে তাঁকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। যে জন্য তিনি 'শকুনিরা' কবিতায় এই কথা লিখলেন–

অত্যাচারী শকুনিরা, এই নাও; এই নাও, আজ তুলে নাও
যাদের সকল রক্ত শুষে নিলে আর
যাদের ক্ষুধার গ্রাস রুধিরাক্ত করে দিলে তার
এই নাও শেষ উপহার।
মানুষের ধ্বংস শেষ উপহার নাও,
খাও তারে শেষ করে খাও।
আর নাও বিশীর্ণ ক্ষুধিত তরুণের

www.pathagar.com

জীর্ণ শুষ্ক শব।
জঘণ্য পাশব
প্রাণহীনতার
পূর্ণ করো স্বরূপ তোমার।

এই ক্রোধের উদ্গীরণকে তিনি সম্পূর্ণ মনে না করায় লিখলেন 'লাশ' কবিতা। ছদ্মবেশী পাশব সভ্যতার বিরুদ্ধে যে কবিতা হয়ে উঠেছে আলীর জুলফিকার, 'নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ'! ফররুখ নির্মম আঘাত হানতে লিখলেন–

পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।
আকাশ অদৃশ্য হলো দাম্ভিকের খিলানে, গম্বুজে
নিত্য স্ফীতোদর
এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে
ধরণীর পর।
এ পাশব অমানুষী ক্রুর
নির্লজ্জ দস্যুর
পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সভা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার;
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার;
মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলা ঘর।
সাক্ষ্য তার পড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর পর।

তিনি সভ্যতাকে বললেন 'স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা'। যেমন,

এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রুরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী;
রাত্রির আকাশ।

কবিতাটি যতই এগিয়েছে সঙ্গীতের আরোহণের সিঁড়ি বেয়ে ততই ঊর্ধ্বে উঠেছে তার ভাষা। ফররুখ লিখছেন–

এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে করে পরিহাস?
কোন ইবলীশ আজ মানুষেরে ফেলে মৃত্যু পাকে
করে পরিহাস?
কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত কেহ শোণিত আসবে

www.pathagar.com

কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে।

ছলনাময়ী সভ্যতাকে ফররুখ এতটুকু করুণা করেন নি। তাই তাঁর ভাষার মধ্যে বজ্রের দাঁত তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। তিনি লিখলেন–

জড়পিন্ড হে নিঃস্ব সভ্যতা!
তুমি কার দাস?
অথবা তোমারি দাস কোন পশুদল !
মানুষের কী নিকৃষ্ট স্তর।
যার অত্যাচারে আজ প্রশস্তি; মাটির ঘর ;
জীবন্ত কবর
মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরণীর 'পর।

সুসজ্জিত তনু, যারা এই জড় সভ্যতার দাস,
যাদের পায়ের চাপে ডুকরিয়া কেঁদে ওঠে
পৃথিবী আকাশ,
তারা দেখে না কো চেয়ে কী মানুষ দুর্গন্ধপুরীতে
তাদের সমগ্র সভা পশুদের সাথে চলে মিশে!

সভ্যতার বিরুদ্ধে এতেও তাঁর ক্রোধ অপদমিত হল না। চরম ক্রোধের ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন কবিতার শেষ স্তবকে–

হে জড় সভ্যতা !
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি' ;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের
অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।।

দেখা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের আগুনে ফররুখের বিদগ্ধ হৃদয় এই কবিতা লিখেও স্বস্তি পান নি। তাই তিনি মসির কামানে আকাশের বুক ফাটিয়ে দিতে চাইলেন। হৃৎপিন্ড শিহরিত করা ছবি আঁকলেন নিম্নোক্ত কাব্য ভাষায়–

www.pathagar.com

সারে সারে
কাতারে কাতারে
চলে ভারবাহী দল
চলে পশুদল;
গাঁইতি শাবল নিয়ে;
চলে ক্ষুধাতুর শিশু শীর্ণ দাঁড়া আর
চলিতেছে অসংখ্য কাতার
পার হয়ে মরু, মাঠ, বন।
মানুষের আদালত ঘরে
পাথর জমানো প্রহসন।
চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিস্বাদ
মানুষের বুভূক্ষু মুমূর্ষু আর্তনাদ।
... ...
দল বেঁধে চলিয়াছে শিশুরা মড়কের পথে,
কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার সড়কে বিপথে,
যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ
তারি পানে, দুর্নিবার টানে চলে আজ মানুষের
দুর্বল বিশীর্ণ আউলাদ।

দুর্ভিক্ষ যে ফররুখকে কতটা আলোড়িত করেছিল সেটা বোঝা যায় তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় তার চিত্রায়নে। যেখানে তিনি লিখেছেন–

কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্য দিনের পিশাচের হামাগুড়ি
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি।

সুতরাং 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যগ্রন্থে মানবতাপ্রেমী ফররুখের প্রকাশ দেখি। আমরা এর অধিকতর উজ্জ্বল প্রকাশ দেখি 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে।

উল্লেখ্য 'সিরাজুম মুনীরা'তেও তিনি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা), হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হোসেন (রা), হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র), হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (র), খাজা নকশবন্দ (র), মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর স্তুতি বা প্রশংসা গান ও মানবতার স্তুতি ও প্রশংসা গেয়েছেন।

এই মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি লিখেছেন 'নৌফেল ও হাতেম'। 'হাতেম' মানবতার প্রতীক। নওফেল হাতেম-এর প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও শেষ পর্যন্ত নতি

www.pathagar.com

স্বীকার করেন। নিঃস্বার্থ ও ত্যাগের সঙ্গে যুদ্ধে লোভী ও ভোগীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। মুর্শিদ তাই হাতেমের গুণকীর্তন করে বলেন–

এসেছে সে নির্ভীক দিলীর
প্রাণ বিনিময়ে তার, জুলুমের বেদনা মুসিবত;
এসেছে ঘুচাতে দুঃখবঞ্চিত দুঃখীর। এসেছে সে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিষ্কম্প হৃদয়ে। কে দেখেছে
এমন দারাজ দিল, কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে?

আর শায়ের (কবি) হাতেম -এর স্তুতি গেয়ে বললেন–

যে শুনেছে এই ত্যাগ মর্দমীর কথা! প্রবৃত্তির
ঊর্ধ্বে জানে ফেরেশতারা– নূরানী লেবাস; কিন্তু ধূলি
মলিন লেবাস যার সেই লুব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি
ভ্রাতৃত্বকে প্রতিদিন বাড়ায়ে মুনাফা। এ মাটিতে,
হীন স্বার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অন্ধকারে
যেখানে দুর্লভ জানে মনুষ্যত্ব মর্দমী সেখানে
হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুবহে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।

এই বক্তব্যে হাতেম-শত্রু নৌফেলের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। বিদ্বেষের মেঘ তার মলিন হৃদয় আকাশ থেকে দূরে সরে যায়। সে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে–

বুঝেছি খ্যাতির মূল্য এতদিনে, বুঝেছি এখন
যে মানুষ প্রাণ দিয়ে করে যায় বিশ্বের কল্যাণ
কুল মখলুকের বুকে স্থান তার; দুনিয়া জাহানে
পায় সে বিপুল মান জীবনে অথবা মৃত্যু পরে।

উত্তরে মহত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে হাতেম বলেন–

স্থির হও বাদশা নেকনাম। সামান্য খাদিম আমি
ইনসানের, তবু বলি, ইলাহির রেজামন্দী চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিম্বা মখলুকের
হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পূজারী। যে মু'মিন
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;
হয় না সে নতশির আল্লা ছাড়া অন্য কারো কাছে।
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা সে নিজের;

www.pathagar.com

অসত্যের ভারবাহী করে সেই গুমরাহা প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় যদি খ্যাতি অর্থ, স্বার্থের পিঞ্জরে।

আলোকিত চেতনায় দীপ্ত নৌফেল সে কথা শুনে মহৎ বাণী দিয়ে হাতেমকে অভিনন্দিত করল। সে বিনীত ভাষায় বলল–

চিনেছি তোমার রাহা এতদিনে, কামিল ইনসান
'য়েমনি হাতেম তা'য়ী! আমার মনের অন্ধকার
রেখেছিল বন্দী করে সে কালো জিন্দানে
ছিল না যেখানে আলো, ছিল শুধু রাত্রির গুমোট
ঈর্ষা-বিষ-বাষ্পে ভরা। হৃদয়ের স্পর্শে দেখি চেয়ে
উজ্জ্বল কুতুব তারা জ্বলে আজ সম্মুখে আমার
অকলঙ্ক দ্যুতিমান।

এবং পরিশেষে কবি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন–

কাব্য নয়, গান নয় শিল্প নয়,– শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ ত্যাগী ও কর্মী; সেবাব্রতী,– পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ;– ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ;
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথচলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর।।

মানুষের সেবায় আত্ম-সমর্পিত, ত্যাগের প্রভায় প্রজ্জ্বলিত হাতেমের মধ্যে ফররুখ সেই অভিষ্ট মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। তাঁর অভিষ্ট মানবতা যার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল সেই মানবতাপ্রেমিক হাতেমের চরিত্র রূপায়ণে তিনি লিখেছিলেন মহাকাব্যের আলোকে অবগাহিত 'হাতেম তা'য়ী'। হাতেমের মনীষাকে নিজের মনীষা দিয়ে ধারণ করতে পেরেছিলেন বলে ধ্রুপদী ভাষার অসামান্যতা দিয়ে তিনি বলতে পেরেছেন–

ঘুরেছি বৎসর মাস হাবেদার মরু মাঠ থেকে
ঘূর্ণমান হাম্মামের পথে ও প্রান্তরে, জুলমাতের
যখন সিয়াহি থেকে দেখেছি ভোরের উজ্জ্বলতা;
দেখেছি স্বর্ণাভা আমি উদয়াস্তে পৃথিবীর তীরে;
দেখেছি রাত্রি ও দিন আলো ছায়া মনের মহলে,
কখনো বিক্ষুব্ধ হিংস্র অন্ধকারে, কখনো তারার
উজ্জ্বল আলোকে; শান্ত পিশাচের দুয়ারে কখনো।
জেনেছি সত্যের দ্বন্দ্ব অসত্যকে পায়ে পিষে যারা
চলে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পায় কামিয়াবি, পায় না যারা
দুর্বল, ভীরু ও ক্লীব কিংবা যারা প্রবৃত্তি পূজারী।

www.pathagar.com

পূর্ণ প্রাণের যাত্রা পথের শেষ প্রান্তরে ফররুখের পৌঁছতে হয়ত দেরি ছিল কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান লাভের পিপাসা স্তিমিত ছিল না। সে-কথা ফররুখ তাঁর শেষ বক্তব্যে রেখে গেছেন হাতেমের মুখ দিয়ে–

পহেলা সওয়াল শুধু দিল এই আশ্চর্য ইঙ্গিত
মিথ্যার; মৃত্যুর তীরে অনির্বাণ যে ভোগ পিপাসা
পরিতৃপ্ত হয় না সে জীবনে কখনো; অশান্তির
পথকুণ্ডে যতক্ষণ না মরে আঁধারে। সওয়ালের
দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি পূর্ণ মনস্কাম সেই জন
–সঞ্চয় বিলালো তার যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির খিদমতে।
তিস্‌রা সওয়ালের পথে পিঞ্জরের অন্ধ আত্মা এক
জানানো লোভের ফল দৃষ্টিহারা ব্যর্থতা অশেষ।
চৌথা সওয়ালের পথে দেখি মূল্য সাচ্চা জবানের,
জেনেছি সত্যের পথ– অবিশ্রান্ত সাধনার পথ।
পঞ্চম প্রশ্নের পথে দেখি আমি দুনিয়া জাহানে
চলেছে প্রাণের খেলা মরণের পটভূমিকায়;
জেনেছি অপরিহার্য মৃত্যু সব সৃষ্টির জীবনে।
পেয়েছি মোতির জোড়া শশম সওয়ালে, মখলুকের
আশ্চর্য সুন্দর আর যুগ্মরূপ দেখি আমি চেয়ে;
আল্লার কুদরত দেখি শান্তিময় দুই যুক্ত প্রাণে।
সত্যের ঐশ্বর্য পাই বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে
সপ্তম সওয়ালে। কিন্তু যা জেনেছি, যা দেখেছি আমি
পিপাসা মেটেনি তাতে তৃষিত প্রাণের, রয়ে গেছে
এখনো অনেক বাকী,– পূর্ণ জ্ঞান আমি পেতে চাই;
জীবনের অভিজ্ঞতা চায় শুধু খিদমত সৃষ্টির।

হাতেম বুঝেছিল মানুষের শেষ লক্ষ্য মানবতা– যে মানবতা ক্ষমা ভালোবাসা আর প্রেমের অবদান। তাই শেষ দোয়ায় হাতেম বলেন–

এই দোওয়া করি তাই বারিতালা আল্লার দরবারে
–তোমাদের জিন্দেগীতে প্রেম যেন হয় অগ্রগামী
সর্বক্ষণ জান্নাতের ছবি যেন জাগে পৃথিবীতে,
খালেস খিদমত পায় তোমাদের হাতে মুক্ত প্রাণ
আল্লার পিয়ারা সৃষ্টি আশরাফুল মখলুক ইনসান।

অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় করেই বলা যায় ফররুখ-কাব্যের মূল সুর মানবতা– যার উৎস নিহিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমে ও ভালোবাসায়। ফররুখ সকল মহৎ প্রাণের মত এই মানব-প্রেমের চর্চা করে গেছেন। ❑

www.pathagar.com

ফররুখ আহ্‌মদ ঃ তিনি কেমন কবি

ডক্টর মাহবুব হাসান

ফররুখ আহমদ কেমন কবি?

প্রশ্নটা হাস্যকর। কেননা, কবিতার পাঠক মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের পর ফররুখ আহ্‌মদকেই বিশিষ্ট চিহ্নে চিত্রিত করেছে। সে সব মন্তব্য নিশ্চয় পাঠকের অধীত। অতএব 'কেমন কবি' ফররুখ আহ্‌মদ এ প্রশ্ন বালসুলভ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম যে মৌলিকত্ব নির্মাণ করেছেন, ফররুখের মৌলিকত্ব তাদের ধারা-স্নাত না হলেও কক্ষ বহির্ভূত নয়। 'ফররুখ আহ্‌মদ প্রথম থেকেই 'তিমির বিদারী কবি'– এ মন্তব্য কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের। এ মন্তব্য 'হে বন্য স্বপ্নরা' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে। "উত্তরকালে ফররুখ আহমদের কবিতার কেন্দ্রীয় স্বর হিসাবে যা পরিচিহ্নিত– ইসলামী পুনরুজ্জীবন, পুঁথির পুনর্ব্যবহার, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার, অতীতচারিতা"– এ মন্তব্যও আবদুল মান্নান সৈয়দেরই। ফররুখ আহ্‌মদের কবিতা-জীবন শুরু হয়েছে ১৯৩৬-৩৭ সালে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' সেই সময়কার কবিতার সংকলন। তিনি যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন সেখানে বলা হয়েছে এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৩৬-৫০ সাল। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সালে। আর প্রথম পরিকল্পিত পাণ্ডুলিপি 'হে বন্য স্বপ্নেরা' প্রথম প্রকাশ পায় তার মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে কবি-সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায়। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কথা আগে বললাম এজন্যে যে, এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো 'উত্তরকালে পরিচিহ্নিত কবি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একেবারে মেলে না। তার সেই প্রথম পর্যায়েও ফররুখ ছন্দময়। এই সময় গদ্য-ছন্দের প্রবল প্রতাপ চলছে। কিন্তু দেখা যাবে ফররুখ কবিতা লিখছেন ছন্দ-মিলিয়েই, এমন কি তখনি তাঁর প্রবল ঝোঁক সনেটীয় সংগঠনের কবিতা রচনায়। তবে ধ্রুপদের দিকে টান সত্ত্বেও এই কাব্যেও ফররুখ প্রবল রোমান্টিক। বাস্তবতা ও রোমান্টিকিতার মিশেলে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' ফররুখ কাব্যে এক ভিন্ন স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন। [আ.মা. সৈয়দ ঃ ফ-র-রচনাবলী-২-এর ভূমিকা]

ক. জননীর সম্ভ্রম লুটানো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগর্জন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।
[পদ্মার ভাঙ্গন]

খ. নীল স্রোতে ভাসমান সংখ্যাহীন জয়ের স্বাক্ষর
বন্দরের রশি ছিঁড়ে শুরু হল নতুন সফর।
[জোয়ার]

www.pathagar.com

নাগরিক জীবনবোধ সব সাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত, দুর্ভিক্ষের করাল থাবার সঙ্গে পরাক্রমশালী রোমান্টিক হাহাকার ছাপিয়ে স্বপ্নময় চেতনার ছাপ লক্ষ্য করা যায় 'হে বন্য স্বপ্নেরা'য়। ফররুখে অন্য কাব্য-গ্রন্থের নামের পাশে এই গ্রন্থের নামও চমকসৃষ্টি করার মতো। ঐতিহ্য শাসনে লালিত ধ্রুপদী মননের অধিকারী ফররুখের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মীয় উপলব্ধি অনুশাসন ও রিচুআলের সঙ্গে খাপ খায় না এ নাম। তারপরও আমরা যদি নিবিড় অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে কবিতাগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে দৃষ্টি নিবন্ধ করি, দেখবো– ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-বেষ্টিত। অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মদর্শনজাত সত্তার অন্তর্গত শব্দপুঞ্জ তাঁর মননধর্মে নিহিত ছিল। তাঁর 'যৌবসেনা' 'মধুমতী তীরে', 'নাবিক', 'নৈরাজ্য' 'শূন্য মাঠ', 'মরা ঘাস', 'কালো দাগ', 'শাহেরজাদী' প্রভৃতি কবিতায় ব্যবহৃত পংক্তিগুচ্ছ তাঁর মানস-প্যাটার্ন আমাদের নতুন কাব্যধারার ইঙ্গিত দেয়। তিনি যে মুসলিম ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকবেন বা তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আত্মস্থ হবেন, 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে শব্দে তার পরিচয় প্রস্ফুটিত।

ফররুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে অন্যান্যের মতামত উদ্ধৃত করা যাক। কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন রোমান্টিক কবি এবং সুদক্ষ সনেটকার হিসাবেই ফররুখ আহ্‌মদদের আবির্ভাব এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা, তা হলেও তাঁর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠতর ফসল তিনি উপহার দিয়েছেন মুসলিম ঐতিহ্য, বিশেষ করে পুঁথিসাহিত্যের নবব্যবহার ও রূপায়ণের মাধ্যমেই। এ পথেই তিনি অর্জন করেছেন কাব্যে 'প্রতীক' ও 'রূপক' ব্যবহারের কৌশল, কবিতার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পে প্রাণ-সজীবতা ও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির শৈল্পিক ধ্রুতি।" [মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ঃ ফররুখের কবিতা ঃ তার শিল্পরূপ]।

সৈয়দ আবুল মকসুদের ভাষায়, 'ফররুখ ছিলেন মৌলিক ও নিরীক্ষাধর্মী কবি। ইসলামের পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা হয় এবং তা সঙ্গতভাবেই।' [সৈয়দ আবুল মকসুদ ঃ তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা]।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বিবেচনায়, 'ফররুখ আহমদের কবিতায় সমুদ্র মন্থনের শব্দ শোনা যায়।... সুদূরপ্রসারী কল্যাণ, নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে অটল-বিশ্বাস, মুসলিম রেনেসাঁর দিগন্ত উন্মোচন, এসব তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর কাব্যসাধনার শুরু থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ... তাঁর কাব্যের মতোই, সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিজনিত। তার বড় কারণ ফররুখ আহ্‌মদ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। আত্মসচেতন ও স্বতন্ত্র।' [সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঃ কাল-সচেতন ফররুখ ঃ তাঁর কবিতা]।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 'কবিকে অবশ্যই তার বক্তব্যের জন্যে একটি প্রত্যয়যোগ্য ভাষা এবং ছন্দ আবিষ্কার করতে হবে। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি'-এর ভাষা বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক থেকে বৈলক্ষ্যহীন এবং সুনিশ্চিত।' [সৈয়দ আলী আহসান ঃ ফররুখ আহ্‌মদ]।

www.pathagar.com

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন ঃ কবি জীবনের প্রথম স্তর তিনি সভ্যতার এ বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে এ পচনশীল গ্লানি, ও মোহান্ধ আত্মহত্যা থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। তাঁর মানসের ক্রমবিকাশ ধারায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, তিনি ইসলামের ব্যাপক আদর্শের প্রতি ক্রমশই আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁ মনের আগাছা-পরগাছাগুলো ক্রমেই উজাড় হয়ে পথ পরিস্কার করে দিচ্ছে ইসলামের সত্যিকার জ্যোতি ধারণের জন্যে।' [দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ বাংলাকাব্যে কবি ফররুখ আহ্‌মদ]।

মাহবুবা সিদ্দিকী লিখেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ঐতিহ্য এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন বিকাশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ফররুখ আহ্‌মদ, তাতে ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রবল থাকলেও তা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না।' [মাহবুবা সিদ্দিকী ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ ফররুখ আহ্‌মদ]।

কবি শামসুর রাহমান বলেছেন– আরবি-ফারসি শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার, পুঁথি সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটা ডিকশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের আলোচিত কবি তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বাংলা ভাষাকে যে ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করা যায় এ বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

উদ্ধৃতিমালা থেকে কবি ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যিক চৈতন্য-আধার কোন কোন উপাদান এবং কিরূপ পরিগ্রহ করেছেন, তা সম্যকই উপলব্ধি করা যায়। উদ্ধৃতি থেকে এবং অনদ্ধৃত অনেক কাব্য-সমালোচকের মন্তব্য থেকেও ফররুখের মানস গঠনের পরিচয় মেলে।

নজরুল মিথ-ঐতিহ্য ব্যবহারে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা তার মানবিক সাংস্কৃতিক প্যাটার্নের সঙ্গে চলমান সমাজ প্রতিবেশের অন্তর্গত ছিলো বিধায় তিনি সফল হয়েছেন। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কবিতা চলমান জীবনসত্য যতটা প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজস্ব জীবনসংস্কৃতির শব্দ পরিবেশ-সুষমা। তবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সর্বাঙ্গীন আনুগত্য প্রকাশের সূচনা ঘটে "সাত সাগরের মাঝি"র মধ্য দিয়ে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র চৈতন্য আর 'সাত সাগরের মাঝি'র চৈতন্যে ঐক্য আছে মানবিকবোধের কিন্তু নির্মাণ কৌশল ও উপমা-রূপক, চিত্রকল্পের পরিবেশ-পরিধি অনেকটাই ভিন্ন হয়ে গেছে। 'আজাদ করো পাকিস্তান' ১৯৪৬; 'সিরাজাম মুনীরা' ১৯৫২; 'নৌফেল ও হাতেম' ১৯৬১; 'মুহূর্তের কবিতা' ১৯৬৩; 'হাতেম তায়ী' ১৯৬৬ এবং 'অনুস্বার', 'কাফেলা' ১৯৮৬; 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য' ১৯৯১; 'দিলরুবা' ১৯৯৪– প্রভৃতি কাব্যে তার মানস পটভূমি চিহ্নিত ও চিত্রিত। ইসলামী ও মুসলিম মনন-মনীষার পুনরুজ্জীবন বা রূপায়ণ পুঁথি-কাহিনীর নব ভবন নির্মাণের ভেতর দিয়ে তিনি লোকবাংলার নিরক্ষর জনসমাজের ধর্মচেতনার সারাৎসার উৎকীর্ণ করতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, এ কাজে তিনি সফল হয়েছেন।

ইসলাম ও মুসলিম জীবনচর্যা ফররুখ আহ্‌মদের নৈতিক মানবিক সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির

www.pathagar.com

সঙ্গে ওতপ্রোত। এজন্যে ইসলামী ঐতিহ্যের কবি হিসেবে তাকে বিবেচনা করে সবাই, যেহেতু তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই স্বাজাত্যবোধ তার মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে ছিলো। এসব কারণে তাঁর কবিতা বিচার করতে গিয়ে অনেকে তাঁকে মুসলিম মানসের প্রতিভূ কবি হিসেবে চিত্রিত করেন। সন্দেহ নেই বিশ্বাস ও রিচুআল পালনের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহ্‌মদ নিজেকে মুসলমান করে চিত্রিত করেছেন তেমনি শত শত বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক বোধসত্তাকে তিনি পুননির্মাণ করে নতুন কবিতা সৃষ্টি করেছেন। সেই কবিতা বিচার করতে হলে লোকায়ত সাহিত্যের অর্থাৎ পুঁথি সাহিত্যের মুসলিম কিংবদন্তী সম্পর্কে জানা দরকার। জানা দরকার মিথ-কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদি।

মিথ হচ্ছে আদিম দর্শন, লেজেন্ড আদিম ইতিহাস আশ্রিত আর রূপকথা আনন্দ উৎসবের কাহিনী– এ ব্যাখ্যা বার্ণিক রায়ের [কবিতায় মিথঃ বার্ণিক রায় ঃ ১১]। মিথের মধ্যে যুগের ভাষা ও সাংস্কৃতিক চৈতন্যে সমষ্টিগত অবচেতন ক্রিয়াশীল থাকে। এই ক্রিয়াশীলতা ও যুগভাষা লক্ষ্য করে কর্ডওয়েল একে বলেছেন কলেকটিভ ইমোশন বা সমষ্টিগত অনুভূতি। ফররুখ আহ্‌মদ যে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মধ্যযুগী পুঁথিসাহিত্যের মিথ প্রবর্তনাগুলিতে ডুব দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ভেতরে বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো সমষ্টিগত অনুভূতি বা কলেকটিভ ইমোশন। 'বিশ্বজগতের বস্তুর ছবির ছাপ বা চিত্রকল্প আর্কেটাইলের মতো আদিত ও আদিম মানুষের রক্তের মধ্যে আলোছায়া তৈরি করে। ঐ ছবিগুলির মধ্যে অথবা ছবিগুলিই বাসনার অনুরাগে শক্তি হয়ে কাজ করে মানুষের অবচেতনে; এই ছবিগুলি ব্যক্তি মানুষের নয়, সমষ্টিগত মানুষের বলেই একটি দেশের ও জাতির। দেশ ও জাতির মিথের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে ছবির স্পষ্টতায় পৃথক হতে বাধ্য। [বর্ণিক রায় ঃ কবিতায় মিথ ঃ ১৫]। আমরা যদি ফররুখ আহমদের সকল সৃজনের দিকে দৃষ্টি ফেরাই দেখবো পুঁথিবাহিত কাহিনীগুলো যে দেশ-কাল আর সমাজ থেকেই আহৃত হয়ে থাক না কেন, বাংলাদেশে এসে তার আকার আকরণ ও প্রতিবেশ পরিবেশ বর্ণনায় অনেকটাই পাল্টে গেছে। সমষ্টিগত অনুভূতির আনুকূল্য থাকলেও ফররুখ আহ্‌মদ তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টি দিয়ে উপমা ও প্রতীকের সাহায্যে তাকে একটি সর্বজনীন সত্যে নিয়ে গেছেন। কাহিনীর মধ্যে সঙ্কেত, তাৎপর্য, শব্দ ও ছবির প্রতীক এমনভাবে মিশে থাকে যে সেই মিলিত রূপের রহস্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। মানুষের কল্পনা তখন বেহেশত দোযখ, আকাশ পাতাল ব্যাপী ঘুরে বেড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যেও এই কালেকটিভ ইমোশনের সর্বজনীন প্রেক্ষণ লক্ষ্য করছি আমরা। 'হাতেম তায়ী' চরিত্রের শেষ কথায় দেখা যায় মানবধর্মবোধই অনন্য হয়ে উঠেছে।

সন্ততিরা– আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে
"অস্পষ্ট আলোর মত দেখি আমি নিশানা যাদের
(দূর নীহারিকা লোকে), মুক্তি যেন পায় সে আউলাদ
সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার অবিচার থেকে।

www.pathagar.com

বহু খন্ডে বিখন্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে
সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ
সকল বিশ্বাসী প্রাণ– ইনসানে কামিল। আর যারা
পড়ে আছে লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত সেই সব
মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার;
সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে
চল যেন যে মিছিল কেবলি সম্মুখে
[হাতেম তায়ী]

হাতেম তায়ীর উচ্চারণ কি শুধু তার? না, এ উচ্চারণ বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহ্‌মদের। আর কালেকটিভ ইমোশনের চৈতন্য প্রেক্ষিত থেকে এই বিশ্বাস বিশ্ব মানব সমাজের। এ থেকে প্রতীয়মান হয় ফররুখ আহ্‌মদ নিজ জাতি-ধর্মসত্তার উদ্বোধন প্রত্যাশী হয়েও সমষ্টিগত চৈতন্যের প্রেক্ষণ থেকে দূরে যাননি। তিনি লোকবাংলার লোকভাষা-ভঙ্গিকে গ্রহণ করলেও, পরিবেশ রচনায় উভয় প্রেক্ষাপট মনে রেখে শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

একজন কবির মানস-প্যাটার্ন প্রকাশ পায় তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের ভেতর দিয়ে। সে হোক কালেকটিভ ইমোশনজাত, হোক নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি-দর্শনজাত, হোক পরিবেশ-প্রতিবেশজাত। আমি তাই ফররুখ আহ্‌মদের কবিতা থেকে শব্দপুঞ্জ উল্লেখ করবো, যা আমাদের লোকবাংলার জীবনাচারে নিত্যব্যহৃত।

ক. ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন দূর ওয়েসিস কিংবা সাহারায়;
জানি না কোথায়?
[কাফেলা ঃ কাফেলা]

খ. ঘুমের সময় হ'ল রুদ্ধদ্বার। পাখি
উজাড় করিয়া সুর বনপ্রান্তে ফিরিছে একাকী
শূন্য নীড়ে।
কোন নীড়ে?
যেখানে মৃত্যুর ছায়া ঢাকিয়াছে সে পাখির সুর
প্রান্তরের শেষ সীমা যেথা হল কাঁকর-বন্ধুর
রাত্রির পর্দায়
সব জ্বালা ঢেলে যেথা পড়ে আছে কঙ্কালের কামনা নির্বিষ
সেখানে ঘুমের পাখি, আবছায়া হয়ে আসে
তন্দ্রাতুর দোয়েলের শিস।।
[দোয়েলের শিস ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

www.pathagar.com

গ. শুধু গাফিলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়েছে তাদের সেতারা শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।
[পাঞ্জেরী ঃ সাত সাগরের মাঝি]

ঘ. রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা গর্বিত মন জনপদে
দেখে নাকি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের
ষড়যন্ত্র বেড়াজাল শোষকের? দেখে নাকি চারপাশে
অনাহারক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি মাঠ
কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে
[হাতেম তায়ী]

ঙ. নিস্তরঙ্গ জীবন সে তো মৃত্যু মোর,
তুফান তুরঙ্গমে আনো প্রাণ সেথায়,
আকাশ জুড়ে ছড়াও ঝড়ের বর্ণ ঘোর
মৃত্যু নিবিড় বর্ণে পাংশুল রং কে চায়?
দস্যু তুমি প্রলয় আলো নও তো চোর
মৃত্যু মদির জীবন আলো ঝড়-শিখায়।।
[বৈশাখ ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

এখন দেখা যাক, এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতার শব্দপুঞ্জ ফররুখ-মানসের কি পরিচয় তুলে ধরেছে।

আউলাদ, বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, খন্ডে বিখন্ডিত, বিচ্ছিন্ন সমাজ, আবাদ, বিশ্বাসী প্রাণ, ইনসানে কামিল, লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত, মজলুমান, অকুণ্ঠ অধিকার, ধূলির তুফান, রাত্রিদিন, মরুর হাওয়া, ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়, ওয়েসিস কিংবা সাহারায়, কাফেলা, রুদ্ধদ্বার, বনপ্রান্তে, মৃত্যুর ছায়া, কাঁকর-বন্ধুর, রাত্রির পর্দায়, কঙ্কালের কামনা নির্বিষ, তন্দ্রাতুর, দোয়েলের শিস, শুধু গাফিলতে, খেয়ালের ভুলে, দরিয়া অথই, ভ্রান্তি, মুসাফির, অস্ত, সেতারা শশী, বিস্বাদ শর্বরী, রক্ত শোষণের পালা, রাত্রিদিন সংখ্যাহীন, ষড়যন্ত্র, অনাহারক্লিষ্ট প্রাণ, ভারগ্রস্ত, কৃষাণ, উজ্জ্বল আনন্দময়, পরিতুষ্ট শ্রমের, শোষকের ফাঁদে, নিস্তরঙ্গ জীবন, তুফান তুরঙ্গমে, জড়ের বর্ণ ঘোর, পাংশুল রং, প্রলয়, মৃত্যু-মদির, ঝড়-শিখায়, বৈশাখ, পাঞ্জেরী– এই শব্দগুচ্ছ কি প্রমাণ দেয়?

www.pathagar.com

উল্লিখিত শব্দপুঞ্জ হতে তার মনন-পরিসরকে বাংলা-সংস্কৃতি শব্দমালায়ই সজ্জিত, তা কিন্তু স্পষ্ট হয়। তার আরবি-ফারসি শব্দ-প্রীতির সঙ্গে সংস্কৃতজাত শব্দ-প্রীতি কিন্তু কম নয়। উদ্ধৃত কবিতাংশে তার যেমন প্রমাণ মেলে, তেমনি তার সমগ্র কাব্যে রয়েছে তার নিদর্শন। 'কাফেলা' কাব্যের 'এজিদের ছুরি' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক।

আমার দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রুর এজিদের ছুরি
আজ সীমারের তীক্ষ্ণ খঞ্জরের নীচে কাঁপে সংখ্যাহীন
ভারাক্রান্ত প্রাণ

আবার সম্মুখে মোর ঘনালো এ কোন্ মৃত্যু কারবালা ময়দান?

মানুষের মুক্তমাঠে আনিয়াছে কা'রা
এজিদের ছুরির পাহারা !
সম্মুখে মৃত্যুর বাঁধা পশ্চাতে ক্রন্দন অগণন...

হে ইমাম! করো মৃত্যু পণ
পরো আজ শহীদী লেবাস
মা ফাতেমার কান্না ভরায় আকাশ
তোলে তীর-খাওয়া শিশু মৃত আসগর
কাঁদে আজ স্বৈরাচারী তামসিকতায়
মানুষের আজাদীর ঘর।

ঢাকা পড়ে গেছে আজ নর্তকীর নূপুর নিক্কনে
কোরানের ধ্বনি
জালিমের বজ্রমুষ্টি ঢাকিয়াছে নবীজীর উন্মুক্ত সরণি।
মদিনার মুক্ত খিলাফত
বালুকায় হারায়েছে পথ...
হারায়েছে ফোরাতের তটপ্রান্তে, মানুষ সকল অধিকার
গোলামী জিঞ্জিরে শোনো ক্রমাগত ওঠে হাহাকার
অযুত প্রাণের নাভিশ্বাস !
তোমাকে ডাকিছে আজ হে ইমাম! কারবালা আকাশ
তোমাকে ডাকিছে আজ অবরুদ্ধ ফোরাতের তীর
তোমাকে ডাকিছে আজ মারণাস্ত্র এজিদের দুর্ধষ সান্ত্রীর।

ইসলামের ইতিহাসে এজিদের রাজনৈতিক নৃশংসতার কথা ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর সমকালীন জীবন পরিপ্রেক্ষিত হতে দেখেছেন বলেই প্রথম পঙক্তিতেই উচ্চারণ করেছেন সেই দুঃস্বপ্নের কথা, যেন সেই এজিদি ছুরি পাহারা বসিয়েছে আজ মুক্ত মানুষের মাঠে, আঙ্গিনায়। নর্তকীর নুপুর নিক্কনের নিচে কোরানের তেলাওয়াতের ধ্বনি চাপা হয়ে গেছে, জালিমের বজ্রমুষ্টি যেমন ঢেকেছিলো নবীজীর পথ, মরুবালুকায় যেমন ডুবে যায়

www.pathagar.com

পরিচিত পথ তেমনভাবেই মদিনার খেলাফত হারিয়ে গেছে এজিদের হাতের রক্তগঙ্গায়। ফোরাতের অববাহিকার মানুষ এভাবেই হারায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার। ফররুখ ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ পাঠে শাদা চোখে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য থাকলেও মুসলিম মানসে এবং উপমহাদেশিক সাংস্কৃতিক বীক্ষণে ওই শব্দগুচ্ছ অজানা-অচেনা নয়। সাতশো বছরের পাঠান-মোগল শাসনামলে গোটা উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মা ছিলো ইসলাম। ইসলামী শব্দ তাই আরবির মাধ্যমে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যেমন এসেছে তেমনি এসেছে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কারণেও। চলমান জীবনধারণের প্রয়োজনে যেমন উপমহাদেশের ভাষায় আরবি-ফারসি এসেছে তেমনি এসেছে ল্যাটিন বর্ণাক্ষরের মাধ্যমে পর্তুগীজ, ফরাসি ও ইংরেজি। দেশি শব্দ ভাণ্ডারে এসে সেইসব ভাষার শব্দপুঞ্জ যোগ হওয়ায় বাংলা ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি বাংলা সাহিত্যও। এই বিবেচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বাংলা ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা যেমন বিপুল তেমনি তার সাহিত্যের স্বভার ও সম্ভারও বিপুলায়তন।

হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাস্নান শেষে ফররুখ আহ্‌মদ পর্যন্ত কবিতা শিল্পের যাত্রাপথ যদি অবলোকন করা যায় তাহলে দেখবো মধ্যযুগের সাহিত্য নতুন বীক্ষাকাশ নির্মাণ করেছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পর মানবীয় গুণসম্পন্ন মানবিক প্রেমের কাব্য রচিত হয়েছে মুসলমান লেখকদের হাতে। তারা ফারসি প্রেম-উপাখ্যানমূলক কাহিনীকাব্য, অনুবাদের মাধ্যমে দেবী-দেবতা নির্ভর অবাস্ত ব কাহিনী-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টিকে মানবনির্ভর প্রেমাখ্যান রচনা করে মর্ত্যের বাস্তবতাকে রাঙিয়ে তুলেছেন। আমরা যে ফররুখ আহ্‌মদের কবিতায়, গুলে বকাওলী, শাহেরজাদী, জাফরানী, গোলাব, বাঁদী, লালী, রুধিরে, মুজাহিদ, দ্বীনি, নিশানা, দুনিয়া জাহান, শহীদী, আসমান, জেহাদ, হযরত আলী, আল্লার রেজামন্দির, নবীর খলিফা, খুন, আজদাহা, জাহান্নাম, জালিম, মজলুম, খিদমত, কিশতি, হালাল, সওয়ার, সফর, জিন্দেগী, আল্লাহ, ইবলিস, বনি আদম, আল-হেলাল, খঞ্জর, নকীব, ইসরাফিল, সূরা, ফেরাউন, মুসাফির, খোর্মা-বীথিকা, খলীফা ওমর, আলী হায়দর, সিদ্দিক, মিনার, আজাব, ওসমান, সওদাগর, সিন্দবাদ, খলিফাতুল মুসলেমিন, মদীনার শামাদানে প্রভৃতি শব্দপুঞ্জ এন্তার ব্যবহৃত হতে দেখি তা কি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনাচারে বহু শতাব্দী ধরে গণ-জীবনে ব্যবহৃত নয়? যে কোনো মু'মিন মুসলমান যেমন এ সকল শব্দ ও শব্দার্থ জানেন, তেমনি জিন্দেগীভর সে সব শব্দ জীবনকর্মে ব্যবহার করে আসছে। ফররুখ আহ্‌মদ সেই গণশব্দপুঞ্জই তার ধর্মবিশ্বাস ও রিচুয়াল কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক স্রোতস্বিনী থেকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও সৃজনচিন্তা একই ঐক্য রচনা করেছে। এই ঐক্যের বাণীবদ্ধ কবি ফররুখ আহ্‌মদ। তিনি মূলত মজলুম জনতার নন্দিত কবি। গণমানুষের কথাই তাঁর কবিতায় সম্যক উচ্চারিত হয়েছে। আমরা যদি তাঁর কবিতার পূর্বাপর অবলোকন করি, দেখবো, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষদের পক্ষে কথা বলছেন তিনি। আর প্রতিবাদ করছেন এজিদতুল্য শাসক-শোষক গোষ্ঠীর। এই সাম্যচেতন কবিকে সে জন্যেই একান্ত আমাদের, গণমানুষের কবি বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলি– তিনি কবিতায় নতুন ডিকশন রচয়িতা। ❑

www.pathagar.com

অমর কবি ফররুখ আহ্‌মদ

মাসুদ মজুমদার

বাংলা কাব্যের অনন্য দিকপাল কবি ফররুখ আহমদ। নজরুল যুগের পর দিগন্ত উন্মোচন করে এ কবির আবির্ভাব। যুগ বিচারে ফররুখ যুগের সৃষ্টি নয়, স্রষ্টা। কাব্য-ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন ভাবধারার সন্ধান এবং সর্বপ্লাবী সাহিত্য চর্চায় কালোত্তীর্ণ ধারা সৃষ্টিতে তিনিই তাঁর উপমা। জীবন সত্য এবং কাব্য সত্যের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিলো ফররুখ-এর জীবনে। যে আদর্শ এবং চেতনায় তিনি অবগাহন করেছিলেন কাব্য সৃষ্টির দিগন্ত উন্মোচনে সেই চৈতন্যই ছিল তাঁর উপলব্ধির সহজাত প্রেরণা। তাই তিনি রেনেসাঁর চেতানাদীপ্ত কবি। তুলনাহীন মানবতাবাদী।

কাব্যে তিনি সন্ধান করেছেন সৃষ্টি সুন্দরকে। স্রষ্টার মহত্ত্বকে। জাতিসত্তার তর্কাতীত উৎস মূল এবং সতত প্রবাহমান মূল স্রোতধারাকে। সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্য ভর করেছে মানবতার আকুতি, স্বপ্ন এবং কাঙ্ক্ষিত প্রগতি। সাহিত্যের প্রতিযোগী তিনি ছিলেন না। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র ধারা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁর যোগ্য আসনে। তাঁর কাব্যের লক্ষ্য নদী, ফুল, নারী কিংবা প্রকৃতির মাঝেই শুধু বিচরণ করেনি, সিন্দবাদ, নৌফেল ও হাতেমের হাত ধরে সাত সাগর পাড়ি দিয়েছে। দুর্ভিক্ষের সাথে লড়েছে, লাশের মিছিলে হেঁটেছে, জড় সভ্যতাকে জঞ্জালের মত ঠেলেছে। সামনে এগিয়ে যাবার কোরাসে নব উত্থানের জয়গান গেয়েছে।

ঈগল চোখে সমাজ, সভ্যতা, যুগ, কাল এবং সময় পর্যবেক্ষণ করার এমন আশ্চর্য শক্তি আর কার ছিলো! স্থবিরতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে জাগরণের গান গেয়ে হেরার রাজতোরণ প্রদর্শনের অঙ্গীকার শুধুই ভর করছিলো ফররুখের কাব্যে, ব্যক্তি-সত্তায়, কাব্যসত্তায়। স্বপ্ন রাজ্যের দুঃসাহসী নায়ক সিন্দবাদকে দিয়ে তিনি জাগরণের ঢেউ তুলেছেন। যুগ-প্রবর্তক এ কবি অসাধারণ দক্ষতায় আকাশের মুক্তবিহঙ্গ শাহীনকে উড়িয়েছেন– সেই সাথে মর্যাদাবোধের প্রতীক হয়ে অনমনীয় ফররুখ আপোষহীন থেকে এক বিস্ময়কর কবির আসনকে তর্কাতীতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক কবিতার ব্যতিক্রমী এ শিল্পী ন্যায়ের পথে তাৎক্ষণিক হয়তো এক নিঃসঙ্গ কবি। কিন্তু যারা তাকে নিয়ে হেঁয়ালী প্রদর্শন করেছেন তারা কেউ বিষয়, ছন্দ, সমীক্ষা, কবিতার শরীর নির্মাণ এবং অভিনবত্বে তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই তাঁর শত্রুদের পক্ষেও তাঁকে অস্বীকার করা অসম্ভব মনে হয়েছে। অনেকের ধারণা কবি ফররুখ তাঁর স্বপ্নরাজ্যে নিঃসঙ্গ এবং একা। তাদের ধারণা কতটা স্ববিরোধী এবং রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি তাড়িত বাংলা সাহিত্যের আজকের সমৃদ্ধ অবয়ব দেখেই তা অনুভব করা সম্ভব।

তাঁর *ডাহুক* এখনও ডাকছে। তাঁর *সমুদ্র-নাবিক* এখনও পাল তুলছে। তাঁর *হাতেম* এখনও মানবতার জয়গান গায়। কিন্তু নিন্দুকেরা সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায়নি, কাব্যের জগতে টিকেনি, স্থায়ী আসন সৃষ্টিতো দূরের কথা; সমকালীন আসন থেকেও ছিটকে

www.pathagar.com

পড়েছে। ঐতিহ্যের রূপকার ফররুখ এখনো *নারঙ্গী বনের সবুজ পাতায়* কাঁপন তুলছেন।

ফররুখ মানস কাব্য সচেতন, স্ববিরোধী, সচেতন এক কাব্য সম্রাট, কাব্য নাট্যের দিকপাল, অমূল্য সনেটের স্রষ্টা, আধুনিক কাব্য সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা।

যে সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা লালন করেছেন সাহিত্যের স্মৃতিতে তা অশেষ। তাঁর কবি-কৃতি, জীবনবোধ, জাতীয় চেতনা আমাদের চেতনার উচ্চারণে এতটা ভাস্বর যে ফররুখের আকাঙ্ক্ষা মানে আজকের জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষা, তাঁর অকৃত্রিম বিশ্বাস আজকের নব জাগ্রতির সিপাহসালারদের বিশ্বাস। তার স্বপ্ন একজন প্রগতিশীল সমাজকর্মীর স্বপ্ন। জীবনবোধে উজ্জীবিত লড়াকু বিপ্লবীর স্বপ্ন। বাংলা কাব্যে ফররুখের অবস্থান হুইটম্যান, গ্যেটে, মিল্টন, এলিয়ট, কীটস, শেলীর সাথে তুল্য মনে করা হয়। শব্দ, উপমা, ইমেজ এবং রূপকল্প সৃষ্টির কুশলতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নজরুল আরবি-ফারসি শব্দ তুলে এনেছেন কাব্যের শরীরে, ফররুখ সে ধারাকে করেছেন ঐশ্বর্যমন্ডিত, প্রাণবন্ত ও শিল্প-সুষমায় অভিনব।

ছন্দে তিনি যাদুকর ছিলেন না, ছিলেন বিপ্লবী। মধু কবি, রবি ঠাকুর, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব-এর সাথে মিলিয়ে দেখলে এ সত্য আবিষ্কার করা যাবে না।

প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র পথ রচনায় অন্যদের কৃতিত্ব যেখানে গৌণ, ফররুখ সেখানে সমুজ্জ্বল। বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় বিশেষত কাব্য-নাট্যের জগতে ফররুখের উপস্থিতি সমসাময়িক সকল কবিকেই ঈর্ষাকাতর করেছে। সুনির্দিষ্ট মাত্রা, যতি, পর্ব, প্রয়োগে নিয়মরীতির অধীনে ছন্দবদ্ধ কবিতা ও গদ্য ছন্দের কবিতা রচনায়ও ফররুখের সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। ফররুখ কাব্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, ভাব-ভাষা নিয়ে যে অবলম্বন তাতে কবি আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

কালজয়ী ঐতিহ্য-সচেতন আধুনিক মানসের যুগ-প্রবর্তক এ কবির জন্ম উনিশ শ' আঠারো সালের দশ জুন। যশোহর জেলার মাঝ আইলে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। বাবা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী, মা বেগম্ রওশন আখতার। কবির পুরো নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ। মা-বাবার দ্বিতীয় পুত্র ফররুখ নিজের নামের সাথে সাধারণত 'সৈয়দ' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। শৈশবে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে, কৈশোরে কলকাতার তালতলা মডেল স্কুলে, বালিগঞ্জ হাইস্কুলে ও পরে খুলনা জেলা স্কুলে লেখাপড়া করেন। খুলনা জেলা স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। উনিশ শ' উনচল্লিশ সালে রিপন কলেজ থেকে আই এ পাস করার পর প্রথমে তিনি দর্শন এবং পরে ইংরেজিতে অনার্স পড়ার জন্যে বি এ'তে ভর্তি হন। কিন্তু তার অনার্স পরীক্ষা দেয়া হয় নি। অনেকেই মনে করেন, সম্ভবত কাব্য-চর্চায় মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের প্রবণতা তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে টিকে থাকতে দেয় নি।

বিয়াল্লিশ সালে আপন খালাতো বোন তৈয়বা খাতুনকে বিয়ে করেন। তেতাল্লিশ সালে কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রথমে আইজি প্রিজন অফিস এবং সিভিল সাপ্লাইতে চাকুরি করেন। স্বল্পকালের এ চাকুরি ছেড়ে পঁয়তাল্লিশ সালে স্বল্প সময়ের জন্য মাসিক মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে জলপাইগুড়িতে সামান্য

www.pathagar.com

কিছুদিন চাকুরি করেন। দেশ বিভাগের পর প্রথমে খন্ডকালীন এবং পরে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে কাজ করেন। একাত্তর সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে উনিশ শ' চুয়াত্তর সালের উনিশ অক্টোবর মৃত্যু পর্যন্ত এ চাকুরিতে বহাল ছিলেন।

বিস্ময়কর এ প্রতিভার প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আসে ষাট সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার-এর মাধ্যমে। একই সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। ছেষট্টি সালে 'হাতেম তায়ী' গ্রন্থটির জন্যে তিনি আদমজী পুরস্কার, একই সালে 'পাখির বাসা' গ্রন্থটির জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। জীবদ্দশায় একষট্টি সালে তৎকালীন ঢাকা হলে সর্বস্তরের সংস্কৃতিসেবীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত হন।

মৃত্যুর পর এ যুগস্রষ্টা কবিকে সাতাত্তর সালে মরণোত্তর একুশে পদক, আশি সালে স্বাধীনতা পুরস্কার, চুরাশি সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার এবং দুই হাজার সালে ভাষা-সৈনিক পদক ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চুয়াল্লিশ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে কবির অমর কাব্য '*সাত সাগরের মাঝি*' পঁচাত্তর সাল নাগাদ তিনবার প্রকাশিত হয়েছে। তারপর একে একে প্রকাশ পায় *আজাদ করো পাকিস্তান, সিরাজুম মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, হাতেম তায়ী, পাখির বাসা, হরফের ছড়া, নতুন লেখা, ছড়ার আসর* (এক), *শ্রেষ্ঠ কবিতা, হে বন্য স্বপ্নেরা, নয়া জামাত (চার খন্ড), ফররুখ রচনাবলী* (প্রথম খন্ড), *ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, চিড়িয়াখানা, কাফেলা, হাবেদা মরুর কাহিনী, সিন্দবাদ*– নামে চুরাশি সাল নাগাদ বিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন পর্যন্ত ছাপার অপেক্ষায় ছিলো; *দিলরুবা, ফুলের জলসা, সাঁঝ সকালের কিস্‌সা ও কিস্‌সা কাহিনী* নামক চারটি গ্রন্থ। শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশের অপেক্ষায় পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিলো সাতটি, *ছড়ার আসর* (দুই, তিন) *আলোক লতা, খুশির ছড়া, ছড়াছবির দেশে, মজার ছড়া, পাখির ছড়া, রং মশলা*। ব্যঙ্গ কবিতা, গান ও অনুবাদের সমাহার নিয়ে আরো দশটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলেছে। *অনুস্বার বিসর্গ, ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য, হাল্কা লেখা, তসবির নামা, রসরঙ্গ, রাজ-রাজড়া, কাব্যগীতি, রক্ত গোলাপ, মাহফিল, কোরান মঞ্জুষা*। পারিবারিক সূত্রে যদ্দুর জানা যায় কবির আরো কিছু পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলে যেতে পারে।

ফররুখের অন্য এক পরিচয় রোমান্টিক হিসেবে। বিশ্বাসের কবি হিসেবে অন্য পরিচয়টি তাঁকে নতুন প্রজন্মের কাছে স্বতন্ত্রধারার পথিকৃত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন কবি শিশু-কিশোরদের জন্যে এতোবেশি লেখালেখি করেন নি। সাহিত্য বিচারে, শিল্পমান, নৈতিক ভিত্তি তাঁর সৃষ্ট শিশু সাহিত্যকে বিশেষত্ব দিয়েছে। অনুসন্ধিৎসু শিশু-মনে তাঁর *পাখির বাসা, চিড়িয়াখানা* প্রভৃতি দোলা দিবে অমর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

ফররুখের কবি-মানস এবং ব্যক্তি-মানস ছিলো বিরোধহীন, অভিন্ন। কবিতার বিভিন্ন বাঁকে কবির উপস্থিতি এতটা বলিষ্ঠ ও বক্তব্য-প্রধান হয়েও আধুনিক এ কবির কাব্য-চর্চার পরিধি এতটা বিস্তৃত হতে পেরেছে শুধুই বড় মাপের স্বভাব কবি হবার সুবাদে। কবির কবিতা সমালোচনা এবং কাব্য মান বিচার করার সামর্থ আমার নেই,

www.pathagar.com

কিন্তু ভালো লাগা কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

১. হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।
তবে নোঙ্গর তোলো,
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো।।
(সাত-সাগরের মাঝি)

২. সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুন্‌ছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার, ওকি
রোণাজারি ক্ষুধিতের।
ওকি দরিয়ার গর্জন– ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয় ভেরী!
পাঞ্জেরী!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী।।
(পাঞ্জেরী)

৩. কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা,
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
(সাত-সাগরের মাঝি)

৪. কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
(সিন্দবাদ)

৫. হে জড় সভ্যতা !
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি',

www.pathagar.com

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি',
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।।
(লাশ)

৬. রাত্রিভ'র ডাহুকের ডাক...

এখানে ঘুমের পাড়া স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।

ছলনার পাশাখেলা আজ প'ড়ে থাক;
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।
(ডাহুক)

৭. আজ সংগ্রাম নিজেকে চেনার,
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার
হাটের ভীড়ে,
সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।
ঋণ শুধবার দিন–
আজ সংগ্রাম নিজের সংঙ্গে
নিজেকে চেনার দিন।
(আজ সংগ্রাম)

যতই উদ্ধৃতি দেয়া যাবে শক্তিশালী এ শিল্পীর কাব্য-সৌন্দর্য ততই ধরা যাবে, ছোঁয়া যাবে, অনুভব করা যাবে। অনুভবের অলিন্দে এমন হৃদয়-ছোঁয়া ধ্বনি শুধুই আপ্লুত করে, হৃদয়তন্ত্রিতে সুর তোলে। এ অনুভব তাঁর গানে, শিশু সাহিত্যে, সনেটে, প্রতিটি কাব্যের পংক্তিতে।

অনেকেই মনে করেন ফররুখ অভিমান করে চলে গেছেন। নির্দয়, নিষ্ঠুর, পাষাণ সমাজের উপর ছিলো তাঁর সীমাহীন ও নিদারুণ অভিমান। ফররুখের মৃত্যু নিছক মৃত্যু নয়, তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অবজ্ঞা, অবমূল্যায়ন তাঁকে জীবনের শেষ দিনগুলোতে অর্ধাহারে ও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলো। এক রকম চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় এ অমর কবির নিষ্ঠুর মৃত্যুতে আমরা নতুন প্রজন্ম দায়বোধে আবদ্ধ। ক্ষমতার দাপটে মিথ্যা অহমিকায় একদল মানুষ তাঁর বিশ্বাসকে খন্ডিত করতে চেয়েছিলো, সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা অভিযোগে দায়ী করার হীন মানসিকতা ছিলো। তাদের সাথে অনন্যসাধারণ এ প্রতিভা সামান্যতমও আপোষ করেন নি। বিশ্বাসকে অহংকার ভেবে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছেন। ব্যথাতুর হৃদয়ে আজ ভাবতে অবাক লাগে,

www.pathagar.com

জাতির এ অহংকার, কবি ফররুখ-এর কবরের জন্য সাড়ে তিন হাত জায়গা মিলেনি। জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মাজারের পাশে এক টুকরো জায়গার আকুতি এক শ্রেণীর মানুষ মঞ্জুর করেনি। বাধ্য হয়ে কবি বেনজীর আহমদ তাঁর কাব্য-সতীর্থের লাশ আগলে বলেছিলেন, 'আমার ভাইকে আমি আমার ডেরায় নিয়ে যাই।' শাহাজাহনপুরে কবি বেনজীরের আম্রকাননে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন যুগশ্রেষ্ঠ, ঐতিহ্য-সচেতন, সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহ্‌মদ– অপরাজেয় কবি মরেও হলেন অমর। কবি লিখেছিলেন ঃ

তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া,
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

জীবনের শেষ মুহূর্তেও লেখায় এবং বিশ্বাসে তিনি ছিলেন এক ও অভিন্ন। তাঁর আহবান ছিলো শাশ্বত সত্যের আহবান। হে কবি! আমাদের সামনে আজও তোমার স্বপ্নের হেরার রাজ-তোরণ, তোমার সামনে চিরন্তন শান্তির আবাস জান্নাত। তুমি বিজয়ী, অপরাজেয়। নাবিকের প্রতি তোমার মিনতি, জড় সভ্যতাকে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে টেনে নেবার আকুতি, আমদেরও অঙ্গীকার। তুমি বলেছিলে, "জান্নাতে ফিরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে"। সত্যি তোমাকে ডাকছে জান্নাত। তুমি পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, এবার ঘুমাও। তোমার শান্তির ঘুমে সংবিত ফিরিয়ে দিক আমাদের মুক্তির কোরাস, তোমার প্রিয় আবেহায়াত। ❑

ফররুখ একাডেমীর সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

একাডেমীর সদস্য দু'প্রকার–
(১) সাধারণ সদস্য ও (২) জীবন সদস্য।

সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফি– পঁচিশ টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা একশত টাকা মাত্র এবং জীবন সদস্য ফি– এককালীন এক হাজার টাকা মাত্র। একাডেমীর নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে যে কোন ফররুখ-অনুরাগী একাডেমীর নিয়মকানুন মেনে চলার শর্তে সদস্য হতে পারেন।

যোগাযোগ করুন
ফররুখ একাডেমী
৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের ছন্দ ঃ সাত সাগরের মাঝি

হাসান আলীম

১. ১৯৪১ সালে বিশিষ্ট লেখক আবু রুশদ 'আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধের মুসলিম কবিগণ ছিলেন ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস ও শওকত ওসমান।

আবু রুশদ ফররুখ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "ফররুখ আহমদ– ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি অর্থাৎ তার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক বাস্তব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের জয়গান অকুণ্ঠ, সুদূরের প্রতি আকর্ষণও তার কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।"

ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'। এ গ্রন্থের কাব্য বিষয়, বাক্য গঠনকৌশল, ছন্দ ও চিত্রকল্প বিশেষত প্রতীকাশ্রয়ে নির্মিত কবিতা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় "ফররুখ আহমদের মধ্যে রোমান্টিক আবেগের উত্তালতা ছিলো– তাকে তিনি প্রকাশিত করেছিলেন শব্দে-ছন্দে যতো না তার চেয়ে বেশি ইমেজে-প্রতীকে। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' (১৯০৬), ও সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী'-র (১৯৫৬) মত এই আরেকটি প্রতীকী কাব্যগ্রন্থ পেলাম আমরা বাংলা ভাষায়।" ১৯৯০ পর্যন্ত 'সাত সাগরের মাঝি'র চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর সংস্করণগুলো হলো ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৫২, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৭৫, চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৯০। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশের প্রকাশক ছিলেন কবি বেনজীর আহমদ। ১০৬-এ সার্কাস রোড, কলিকাতার নওরোজ পাবলিশিং হাউস থেকে এ গ্রন্থটি বের হয়েছিল।

গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো ছিলো ঃ ১. সিন্দবাদ ২. বা'র দরিয়ায়, ৩. দরিয়ার শেষ রাত্রি, ৪. শাহরিয়ার ৫. আকাশ-নাবিক, ৬. বন্দরে সন্ধ্যা, ৭. ঝরোকায়, ৮. ডাহুক, ৯. এইসব রাত্রি ১০. পুরানো মাজারে, ১১. পাঞ্জেরী, ১২. স্বর্ণ-ঈগল, ১৩. লাশ, ১৪. তুফান, ১৫. হে নিশানবাহী ১৬. নিশান ১৭. নিশান বরদার ১৮. আউলাদ ১৯. সাত সাগরের মাঝি।

গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকেই আলোচনা লিখেছিলেন এবং তার কাব্যবোধ, বিষয় ও শিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সওগাত পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫২ সংখ্যায় এক আলোচনায় বসুধা চক্রবর্তী লিখেছিলেন ঃ "মানুষের ব্যক্তিজীবনও এতে চরম আশ্রয় যাঞ্চা করবে। রাজনীতি-অর্থনীতি পেরিয়ে এতে আত্মার পরম আকুতি। তাইতো এ কাব্যে ছন্দ ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হলো। কবিতার পর কবিতা পড়ে চলি; অনুভব করি পূর্ণ প্রাণের তরে জাগ্রত মানুষের আকুলি-বিকুলি।"

২. ফররুখ আহমদ ছন্দে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রকম ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের ১. সিন্দবাদ ২. বা'র দরিয়ায়, ৩. দরিয়ায়

www.pathagar.com

শেষ রাত্রি ৪. আকাশ-নাবিক, ৫. পাঞ্জেরী ৬. হে নিশান-বাহী ৭. নিশান ৮. নিশান-বরদার ৯. সাত সাগরের মাঝি এই ৯টি কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয়মাত্রার চালে রচিত।

একটি কথা বলে রাখা ভাল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছয়মাত্রার চালে সর্বাধিক কবিতা রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। কাজী নজরুল ইসলাম ছয়মাত্রার চালে মাত্রাবৃত্তে মুক্তকরীতিতে প্রথম কবিতা রচনারীতি শুরু করেন। যেমন ঃ

বল বীর
বল উন্নত মমশির।
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির
(বিদ্রোহী)

এ কবিতার ক্ষুদ্রতম পংক্তি ২+২ মাত্রা এবং দীর্ঘতম পংক্তির প্রসারণ ২+৬+৬+৬+৬+৪=৩০ মাত্রার।

ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝির ৯টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলোর কোনটি সমিলমুক্তক কোনটি অমিলমুক্তক কোনটি আবার বিবর্ত (alternate) মিল মুক্তক রীতির।

নজরুল তার বেশ কিছু কবিতায় বিশেষত বিদ্রোহী কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয়মাত্রায় এক আশ্চর্য বিদ্রোহ ও প্রেমোজ্জ্বল সৃষ্টি করেছিলেন। তার শব্দেরা একই কবিতায় একই ছন্দশাসনে দু'প্রকার জাগরণ ও আত্মশক্তির উত্তোরণ সৃষ্টি করেছিলেন। আবার প্রেমের শব্দ সংযোজনায় তিনি অপূর্ব প্রেম নির্ঝর সৃষ্টি করেছিলেন। পর্বের কমবেশি করে বক্তব্যকে স্বাধীন করেছিলেন। ফররুখের সিন্দবাদ কবিতাটি বিবর্ত (alternate) মিল মুক্তক মাত্রাবৃত্তের। এর পংক্তি ১৪ থেকে ২০ মাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। উদ্ধৃতি ঃ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ
শুনেছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ

এখানে, ছন্দের মাত্রা বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ ৬+৬+৬+২ = ২০ ৬+৬+২ = ১৪, ৬+৬+৬+২=২০, ৬+৬+৬+২=২০, ৬+৬+৬+২=২০,

তবে এর ৪র্থ পংক্তিতে পাহাড় বুলন্দ সাত মাত্রার যেহেতু, ন্দ = ২ মাত্রা মান পাবে কিন্তু কবি এখানে যোজন শব্দ যোগে একে ছয়মাত্রা দিতে আগ্রহী। যদিও এ কবিতায় আরও অনেক যুক্তবর্ণ যেমন– জিন্দেগী (ন্দ = ২), সন্দশ (ন্দ =২) সিন্ধু (ন্ধ = ২), হাম্মামে (ম্ম = ২), বন্দরে (ন্দ = ২), প্রভৃতিতে ২ মাত্রা মান পেয়েছে।

বা'র দরিয়ায় কবিতাটিও মাত্রাবৃত্তের ছয় মাত্রার বিবর্ত মিল মুক্তক রীতির। এ কবিতায় ৮ মাত্রার পংক্তি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যেমন, 'সমুদ্র কল্লোল', 'দিগ কাওসের কোলে' প্রভৃতি এবং সর্বোচ্চ ২০ মাত্রার পংক্তি; 'সমুদ্র থেকে সমুদ্রে দরিয়ার শাদা তাজী' প্রভৃতি।

সিন্দবাদ, বার দরিয়ায়, হে নিশান-বাহী। এই তিনটি কবিতা বিবর্ত (Alternate) মিল মুক্তক মাত্রা বৃত্ত ছন্দের। এটাও ফররুখের একটি আলাদা প্রকরণ।

'শাহরিয়ার' 'আকাশ নাবিক', 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা তিনটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। উদ্ধৃতি ঃ

www.pathagar.com

১. কত যে আধার পর্দা পারায়ে,
ভোর হল জানি না তা
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজপাতা
(সাত সাগরের মাঝি)

২. শাহেরজাদীর ঝরোকা'য় এসে সাইমুম স্নায়ু
শ্রান্ত শিথিল,
খোঁজে ওয়েসিস মরু-সাহারার চিড় খাওয়া দিল
শূন্য নিখিল
(শাহরিয়ার)

৩. আখরোট বনে,
বাদাম খুবানি বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখী শুভ্রতণু,
সফেদ পালকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু,
সোনালী, রূপালি রক্তিম রংগিন।
(আকাশ নাবিক)

এসব কবিতার পংক্তি ৬ মাত্রা থেকে ২৪ মাত্রা মান পর্যন্ত বিস্তৃত।

'দরিয়ার শেষ রাত্রি' কাব্য নাটকটি ছয় মাত্রার মাত্রা বৃত্তের অমিল মুক্তক ও সমিল মুক্তকের মিশ্রণ। বক্তব্য অনুযায়ী কোথাও অন্তানুপ্রাস রয়েছে কোথাও অন্তানুপ্রাস রাখা হয়নি কিন্তু পুরো কাব্য নাটকটির ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তছন্দ শাসন ঠিকই রয়েছে।

ডাহুক, বন্দরে সন্ধ্যা, ঝরোকায়, এইসব রাত্রি, পুরানো মাজারে, স্বর্ণ-ঈগল, লাশ, তুফান, আউলাদ এই ৯টি কবিতা অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্তের এই কবিতাগুলো মূলত অক্ষরবৃত্তের পয়ার ছন্দের। 'ঝরোকায়' কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্তের। 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'স্বর্ণ ঈগল', 'পুরানো মাজারে', তুফান, কবিতা তিনটি সনেট।

'বন্দরে সন্ধ্যা' সনেটটি বিবর্তিত পেত্রার্কীয়ান ফর্মে রচিত। অর্থাৎ এর অষ্টকের ২য় চতুষ্ক এবং ষষ্টকে মিল বিন্যাস রীতির ক্ষেত্রে বিবর্তন আনা হয়েছে। এটি ১৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের। এর মিল বিন্যাস রীতি ঃ কখখক ঃ গঘঘগ ঃঃ ঙচঙঙচঙ। 'স্বর্ণ-ঈগল' অক্ষর বৃত্তের ১৮ মাত্রার সনেট। এটিও বিবর্তিত পেত্রার্কীয়ান ফর্মের। এর মিল বিন্যাসরীতি ঃ কখখক ঃ কগগক ঃঃ ঙচছঙচছ। 'পুরানো মাজারে' অক্ষর বৃত্তের ১৮ মাত্রার সনেট। এটি পেত্রার্কিয়ান ও শেক্সপিরীয়ান ফর্মের মিশ্র মিল বিন্যাস রীতির। এর মিল বিন্যাস রীতি ঃ কখকখ ঃ গঘগঘ ঃঃঙচছঃঙচছ। 'তুফান' অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ১৮ মাত্রার সনেট। এটি পেত্রার্কীয়ান ফর্মের বিবর্তিত রীতির সনেট। এর মিল বিন্যাস রীতি ঃ কখখক ঃ কগগক ঃঃ ঘঙঘ ঃ চ ঘ চ। 'তুফান' কবিতার ষষ্টকের এই বিন্যাস রীতির মিল ফররুখের নিজের সৃষ্টি।

'এই সব রাত্রি' ও 'লাশ' কবিতাটি ফররুখের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সমিল মুক্তক ছন্দরীতির। উদ্ধৃতি ঃ

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,

www.pathagar.com

কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের'পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখেনা সে মৃতের খবর।
(লাশ)

'ঝরোকায়' সমিলমুক্তক অক্ষর বৃত্ত ছন্দের তবে এর ব্যতিক্রম প্রতি স্তবকের প্রথম পংক্তি অমিল। কিন্তু অন্যান্য পংক্তি সমিল রীতিতে বিন্যস্ত। কোথাও কোথাও এর কিঞ্চিত ব্যতিক্রম ঘটেছে অর্থাৎ এক স্তবকের শেষ পংক্তি অন্য স্তবকের প্রথম পংক্তির সাথে মিল বিন্যাস ঠিক রেখেছে। এই কবিতায় পংক্তি তিন মাত্রা থেকে শুরু করে ২২ মাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে এই কবিতার প্রথম স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে ১৭ মাত্রার বিন্যাস ৭+৪+৪+২ মত হয়েছে এর বিন্যাস ৮+৪+৪+২ রূপ ইচ্ছে করলে দিতে পারতেন– এটা তার একটি ব্যতিক্রম। উদ্ধৃতি ঃ

মুসাফির জনতার মৃদুশব্দ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়
মিশে গেল আকাশের স্তব্ধ ঝরোকায়।
সুর্মা পাহাড়ে লুপ্ত অগ্নিবর্ণ গুলরুখ শিখা।

'ডাহুক' ও এ কাব্যের অন্যান্য বিখ্যাত কবিতা যেমন ঃ 'সিন্দবাদ' ও 'সাত-সাগরের মাঝি'র মত তীব্র রোমান্টিক প্রতীকী কবিতা। তবে 'সিন্দবাদ' আর 'ডাহুক' অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সমিল মুক্তক মিল বিন্যাস রীতির।

এ কবিতায় রয়েছে ভাব-আবেগের তীব্র রোমান্টিক তন্ময়তা, আশ্চর্য গীতলতা ও গতিময়তা– এর পংক্তি ৬ মাত্রা থেকে ২৬ মাত্রা মান পর্যন্ত সুবিস্তৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি ঃ

রাত্রিভ'র ডাহুকের ডাক...

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘরাত্রি একা জেগে আছি।

ছলনার পাশা খেলা আজ প'ড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

তীব্র রোমান্টিকতা, ভাবোচ্ছ্বাস এবং প্রতীকীকরণের কারণে হয়ত এ কাব্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের চটুল নির্ঝর কবিতা নেই। এ ব্যাপারে প্রত্যেক কবির স্বাধীনতা রয়েছে। এ কাব্যে ফররুখের একটি সনেট (তুফান) এবং মাত্রাবৃত্তের বিবর্ত মিল (alternate ryme) মুক্তক ছন্দের কবিতা সর্বোপরি তীব্র রোমান্টিকতা নিয়ে নতুন নিরীক্ষা করেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। শুধু নতুন বক্তব্য স্টাইল, কাব্যভাষার বা ছন্দ-নিরীক্ষার কারণেই নয় বরং ব্যাপক পাঠ-প্রিয়তা এবং আবৃত্তি গম্ভীরতার কারণে এটি বহুল পঠিত, পাঠক প্রিয়, কবিপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। ❑

www.pathagar.com

স্মৃতিচারণ

একান্ত অনুভবে ফররুখ আহমদ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

কবি ফররুখ আহমদকে কাছে থেকে প্রথম দেখি ১৯৬৮ সালে। পুরনো ঢাকার ১৩নং কারকুন বাড়ী লেনে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' অফিসে বসে কবি কথা বলছিলেন ক'জন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার সামনে। পত্রিকা অফিসের ক্ষুদ্র কক্ষটি বাংলা কাব্য-গগনের এই উজ্জল জ্যোতিষ্ককে ধারণ করে যেন আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। আমিও মুহূর্তেই নিজেকে তাতে হারিয়ে ফেললাম। 'সাত সাগরের মাঝি'র অমর স্রষ্টা, 'হাতেম তায়ী'র মহান রূপকার, 'লাশ', 'ডাহুক' আর 'ঝরোকার' কবি আমার এত কাছে বসে বাবরী চুল আন্দোলিত করে কথা বলছেন, এ ছিল আমার কাছে এক অনাস্বাদিত স্বপ্নের মতো। কবি-সন্দর্শনের এই ঘটনা ছিল আমার জীবনের এক পরম শুভ লগ্ন।

প্রথমেই কবির যে জিনিসটি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল, তা তাঁর রাতজাগা পাখির মতো উজ্জ্বল দু'টি চোখ। সে চোখে ছিল এক প্রচন্ড অস্থিরতা। আরব্যোপন্যাসের সিন্দাবাদ নাবিকের মতোই কবির সারা অবয়ব জুড়ে গভীর অতৃপ্তি, আর সুদূরচারী কল্পনার সীমাহীন আর্তি। বিস্মিত আনন্দিত পলকহীন চোখে আমি সমুদ্রচারী কবিকে দেখছিলাম। কবি কথা বলছিলেন, আর ধীরে ধীরে তাঁর রাতজাগা চোখের অস্থিরতা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে তীব্র আকাংক্ষা আর জিজ্ঞাসার বিদ্যুতমোহন দ্যুতি যেন ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি কখনো আনন্দ-উদ্দীপনায় চঞ্চল হচ্ছিলেন, আবার কখনো বেদনামথিত হাহাকার তাঁকে যেন অস্থির করে তুলছিল। কবি-হৃদয়ের আবেগ-উত্তাপে আমরা সবাই কখন যে গলে গলে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম, টের পাইনি। কবিকে কাছে থেকে প্রথম দেখার সেদিনের সেই স্মৃতি আমার হৃদয়ে আজো আলোর পাখির মতো ডানা ঝাপ্‌টায়।

সেই প্রথম দেখার পর বারবার আমি কবির কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কখনো কারো সাঈ হয়ে, কখনো দল বেঁধে, আবার কখনো একাকী ছুটে গেছি তাঁর কাছে। একটা উপলক্ষ জুটে গেলে সে সুযোগ হাতছাড়া করিনি পারতপক্ষে। তাঁর সাথে প্রতিটি সাক্ষাতকার ছিল প্রত্যয় ও প্রত্যাশার এক অনির্বচনীয় আনন্দধারায় অবগাহনের মতো। স্বপ্নচারী কবি নিজে শুধু স্বপ্ন দেখতেন না, তাঁর কাছে যাঁরা যেতেন, সবাইকে তিনি স্বপ্নের সেই আনন্দলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনতেন। কবি ফররুখের চাইতে মানুষ ফররুখ এভাবেই আমার কাছে হয়ে উঠেছেন মহত্তর অনুপ্রেরণা। এমন প্রাণময়, ওজস্বী, উদ্দীপ্ত ও বেগবান কোন মানুষের সাথে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

ফররুখ আহমদ ছিলেন বিশাল কবি-সত্তার অধিকারী। প্রচন্ড আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন মানুষ। চিন্তা ও কর্মে, কথায় ও বাস্তব জীবনাচরণে অসামান্য সংহতি ছিল ফররুখ-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় বৈশিষ্ট্য। কবি-মানস ও ব্যক্তি মানসের অনুপম

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যের কারণে ফররুখ আহমদ ছিলেন ধনুকের ছিলার মতো সটান মানুষ। আগে জানতাম, পর্বত দেখতে দূর থেকেই সুন্দর। অনেক বড় মাপের মানুষের ক্ষেত্রেও দেখেছি এ কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ দূর থেকে যত সুন্দর ছিলেন, মানুষ ফররুখকে কাছে গিয়ে দেখেছি তার চে' এতটুকু কম আকর্ষণীয় নন।

ফররুখ আহমদ কবিতা লিখেছেন মানুষের জন্য। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন। তাঁর প্রেরণা ছিল 'হেরার রাজতোরণ'। আজীবন তিনি সাধারণ মানুষের মাঝখানে থেকেছেন। রাজানুকূল্যের কোন লোভনীয় হাতছানিই কবিকে তাঁর অবস্থান থেকে কখনো টলাতে পারেনি এক চুল। সরকারী খেতাব 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীত করতে কবির অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' দেয়া হয়েছিল। কবি সে সম্মানও প্রত্যাখান করেন। সরকারী মেহমান হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সংহতি সফর কিংবা সরকারের ভ্রাম্যমান দূতরূপে বিশ্ব ভ্রমণের আমন্ত্রণ নিয়ে পাকিস্তানের 'লৌহ মানব' আইউব খানের বিশেষ দূত তাঁর বাসায় ছুটে গেছেন। সে প্রস্তাবও কবি বিনা বাক্য ব্যয়ে দৃঢ়তার সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। জাতির খেদমত আর সরকারের সেবা তাঁর কাছে ছিল স্পষ্ট দু'টি ভিন্ন জিনিস। সরকারী কবি ও দরবারী কবিদের প্রচন্ড প্রাদুর্ভাবের যুগেও কবি নিজেকে এভাবে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বি এন আর) থেকে বই প্রকাশ করেন নি, এমন কবি-সাহিত্যিক খুব কম ছিলেন। কিছু কিছু বড় মাপের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে জানি, বই লেখার নামে বি এন আর থেকে তখনকার দিনের ষাট-সত্তুর হাজার টাকা আগাম নিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির বিবেকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। কেউ বা মন্ত্রীও হয়েছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ এক্ষেত্রেও ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর আপন ভাগ্নে ডক্টর হাসান জামান বি এন আর-এর পরিচালক ছিলেন। তিনি মত-পথ নির্বিচারে সকলের বইপত্র প্রকাশ করে খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখকের হাতে প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছেন। সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের রচনা সমগ্র প্রকাশ করতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। কবির অধিকাংশ বই তখনও অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু অনেক অনুরোধ করেও ডক্টর হাসান জামান এ ব্যাপারে কবিকে রাযী করাতে পারেননি। ফররুখ আহমদ চাইলে বিএনআর-এর রয়্যালটির টাকায় তখন ঢাকায় বাড়ী বানাতে পারতেন এবং তাঁর সন্তানদের জন্য মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই রেখে যেতে পারতেন।

ফররুখ আহমদ রেডিওর চাকুরী থেকে যে আয় করতেন তার পরিমাণ ছিল সামান্য। কিন্তু সেই আয় থেকে এমন সব কাজ তিনি করেছেন যার সাথে তাঁর কাব্যগ্রন্থের 'হাতেম তা'য়ী'র চরিত্রেরই শুধু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পর 'কবি ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি কমিটি'র উদ্যোগে ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত শোকসভায় দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক জনাব আসফউদ্দৌলাহ রেজা এমনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আইউব আমলে রাজনৈতিক কারণে দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়। সাংবাদিকরা বেকার হন। এ

www.pathagar.com

সময় আসফউদ্দৌলাহ সাহেব একটি খাম পেলেন। তাতে দুটি একশ টাকার নোট আর একটি চিরকুট। চিরকুটে ফররুখ আহমদ লিখেছেন ঃ 'রেজা, আমার কাছে বেশী নেই। থাকলে তোর এই প্রয়োজনের সময় আরো বেশী দিতাম।' এ রূপ খাম জনাব সিরাউদ্দীন হোসেনের কাছেও কবি পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্য প্রকাশ করার সময় রেজা সাহেবের ভরাট কণ্ঠ ছিল বাষ্পরুদ্ধ। তাঁর বক্তৃতা থেমে গিয়েছিল। এমনি ধরনের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেই অনেক বড় মাপের মানুষ ফররুখ আহমদ নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন।

কবি ফররুখ আহমদ হাতেম-হাতে বিলিয়ে গেছেন সারাজীবন। কিন্তু কারো দান তিনি গ্রহণ করেননি কখনো। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁর অর্থকষ্ট ছিল চরম। তাঁর বড় মেয়ে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখা-লেখি হয়। ভক্ত-অনুরক্তজনেরা অনেকে ছুটে গেছেন কবিকে সাহায্য করার জন্য। কবি তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এমনভাবে কথা বলেছেন, যার ফলে সাহায্যের কথা তাঁরা মুখে আনতেও সাহসী হননি। অর্থ-সংকটের কারণে কেউ তাঁকে সাহায্য করার ভাবনা-চিন্তা করুন, এটা অসামান্য আত্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন কবিকে দারুণভাবে আহত করতো। দাতার হাতকে গ্রহিতার হাতে রূপান্তরিত করেননি তিনি কখনো।

কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন কঠোরভাবে আত্মপ্রচার বিমুখ। সস্তা জনপ্রিয়তায় তাঁর আস্থা ছিল না। স্তাবকতাকে তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। সস্তা প্রশংসা-স্তুতিতে তিনি বিরক্ত হতেন। সাহিত্য-চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যাপারে সকলকে উৎসাহ দিতেন তিনি। কিন্তু সাহিত্য সভা-সমাবেশকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি তিনি কাউকে দিতেন না। কবি হয়তো বিশেষ কোন সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন। ভক্তরা পরম উৎসাহে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করতে চেয়েছেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে সময় ব্যয় না করে মৌলিক সাহিত্য-কর্মে মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে তিনি তাদেরকে বিদায় করেছেন। কবির এই পরামর্শ উৎসাহী অনুরাগী-উদ্যোক্তাদের মনোকষ্টের কারণ হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু কবির মত পরিবর্তনের সাধ্য কারো ছিলো না। ফররুখ আহমদ বুঝতেন, সংবর্ধনা নয়, মৌলিক সৃষ্টি-কর্মই কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কোন অনুষ্ঠানে কবিকে প্রধান অতিথি বা সভাপতি হবার অনুরোধ জানাতে গেলে উদ্যোক্তাদেরকে কবি অনেক সময় খোলা দরোজা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, কবির শুভাকাংক্ষীরা নয়, শত্রুরাই এমন প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে। একবার একটি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরকে কবি বলেছিলেন, কবিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার যে তাগিদ, তা বক্তৃতা দিতে দিতে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে কবিতা লেখার তীব্র বেদনা আর থাকে না। প্রধান অতিথি আর সভাপতির বক্তৃতার বাণী আওড়াতে আওড়াতে নিজেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার তাগিদ ফুরিয়ে যায়। তিনি মনে করতেন, নিজেদের আদর্শিক প্রয়োজনে সভা-সমিতিতে প্রধান অতিথি আর সভাপতি করে বেগম সুফিয়া কামালের মতো কবি প্রতিভাকে বামপন্থীরা নষ্ট করেছেন। আর ডানপন্থীরা এভাবেই শেষ করেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে। তাঁর ধারণা ছিল, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণাণের মতো বিশ্বখ্যাত দার্শনিক হতে পারতেন। কিন্তু সভাপতি আর

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে আজরফ সাহেবের পক্ষে তাঁর যোগ্যতানুযায়ী কোন বড় মাপের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

ফররুখ আহমদের বিশ্বাস ও আদর্শ ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বক্তব্য প্রকাশে কবি অন্য কোন মাধ্যমকে অবলম্বন করেননি। পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা বা সাক্ষাতকার ছেপে প্রচার করা তিনি কবির কাজ মনে করতেন না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের কাছে অনেক কিছু শুনেছি। আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে এ ব্যাপারে। ছোট্ট সে অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। একটি ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের হাতে শহীদ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবি ছাত্রনেতা আবদুল মালেক। সে ঘটনার জের চললো অনেক দিন। ১৯৭০ সালে এসেও শিক্ষানীতির বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল। দেশের ভবিষ্যত শিক্ষানীতি সম্পর্কে 'ইয়ং পাকিস্তান' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তখন ধারাবাহিকভাবে সাক্ষাতকার ছাপা হচ্ছিল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ-কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের। এই সাক্ষাতকার গ্রহণের কাজে আমি নিয়োজিত হয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব আমাদেরকে কবি ফররুখ আহমদের সাক্ষাতকার গ্রহণের দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, এ কাজে সফল হলে তা হবে বিরাট কৃতিত্ব। তবে সে সাফল্যের ব্যাপারে সম্পাদক সাহেব আশাবাদী ছিলেন না।

কবির সাথে কিছু দিনের পরিচয়ের সুবাদে আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। তেমন একটা ভাব নিয়েই পত্রিকার রিপোর্টার শওকত সাহেবসহ হাজির হলাম কবির নিউ ইস্কাটনের বাসায়। কবি নিজেই দরোজা খুলে আন্তরিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বরাবরের মতোই নানা প্রসঙ্গে আমাদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। খবরতো ভালোমন্দ সব রকমই থাকে। আমরা সচেতনভাবে যথাসম্ভব ভালো খবরগুলি পরিবেশন করে কবিকে খুশি করতে চাইলাম। ইতোমধ্যে চা এলো। সেই সাথে ফিরনী। চা-নাশতা খেতে খেতে কবির সাথে কথা বলছিলাম। আমাদের সাথে আলোচনায় কবির চোখে-মুখে খুশির আভাস স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সুযোগ বুঝে আসল প্রসংগ তুলতে চেষ্টা করলাম। বললাম, শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইয়ং পাকিস্তানে কয়েকটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে, আপনি দেখেছেন কি? কবি সেগুলি দেখেছেন। ভালো বলে প্রশংসা করলেন। সেই সাথে দুঃখ করে বললেন, দেশটার তেইশ বছর বয়স হলো। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য আজো একটা শিক্ষানীতি হলো না। আদর্শহীন, লক্ষ্য-বঞ্চিত শিক্ষা নিয়ে জাতি আগে বাড়বে কিভাবে? তিনি আমাদেরকে সাক্ষাতকারের ব্যাপারে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। এবারে সাহসী হয়ে আমতা আমতা করে বললাম, সম্পাদক সাহেব আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেন, জাতির জন্য খুবই মূল্যবান হবে...। আমার কথা শেষ করার সুযোগ পেলাম না। ধনুকের ছিলায় যেন আচমকা টান পড়লো। কবি সোজা উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। তারপর সিঁড়ির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে কঠোর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন ঃ 'বেরোও!' আমরা দ্বিতীয় কোন কথা বলার সাহস না পেয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম ঃ আসসালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

ঘটনাটি ছিল একটি সুন্দর স্বপ্ন থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার মতো। কিছুক্ষণ আগেও কবি কাছে বসিয়ে আদর করে কথা বলছিলেন। স্নেহ-মাখা হাতে ফিরনী তুলে দিচ্ছিলেন পাতে। আর এই তো কিছু দিন আগে কবির সাথে আমার দেখা হয়েছিল রমনা রেসকোর্স ময়দানের পাশে। ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউটের অদূরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কবি তাকিয়েছিলেন রেসকোর্সের ঘন সবুজঘেরা বিশাল চত্বরের দিকে। একটি বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর। কিছুদিন আগে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের জের হিসাবে এই স্থানটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র আবদুল মালেককে আহত করা হয়। সে আঘাতের তিন দিন পর পনেরোই আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। ফররুখ আহমদ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবীর ওপর একটা চাদর জড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন সেদিকে। কি কাজে সে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি। তাঁকে দেখে দূর থেকে ছুটে গেলাম কাছে। সালাম দিলাম। কবি ফিরে তাকালেন আমার দিকে। আত্মগতভাবে উচ্চারণ করলেন, ১৯৪২ সালে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শিক কারণে শহীদ হয়েছিলেন নযীর আহমদ নামক একজন ছাত্রনেতা। তখনকার পটভূমি ভিন্ন ছিল। এতগুলি বছর পর আবদুল মালেক এখানে জীবন দিলেন ইসলামী আদর্শ তথা ইসলামী-শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি পূরণের লক্ষ্যে। আদর্শহীন শাসকদের ভুলের চড়া মাশুল এভাবেই জাতিকে শুধতে হবে। কবির হৃদয়-মথিত হাহাকার সেদিনও আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল।

এই তো কবি ফররুখ আহমদ। জাতির সকল স্পর্শকাতর বিষয়ে সদা সজাগ-সচেতন মানুষ। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায় দেখেছি, সব সময় উঠে এসেছে মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা। মানুষের মুক্তির কথা। জাতির জাগরণের কথা। বিশ্বের মজলুম মানবতার অন্তর্ভেদী ফরিয়াদ ভাষা পেয়েছে তাঁর কথায়, তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়। তিনি অস্থিমজ্জায় কবি ছিলেন বলে তাঁর সাহিত্য-ভাবনা, সংস্কৃতি-চেতনা ও সমাজ-ভাবনা এবং সব রকমের সংস্কার উদ্যোগে কবিতাই ছিল অবলম্বন। কবিতাকেই তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন কাজের হাতিয়ার মনে করেছেন। আবদুল মালেককে নিয়েও তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতা আমাদেরকে আলোড়িত করেছিল দারুণভাবে। তখনকার একটি সংকলনে কবির কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন নামে। সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকায় গভীর প্রত্যয়ী থেকে বিশ্বাসের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার তাগিদে কবিতা ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ারকে অবলম্বন করেননি তিনি। সে কথা কিছুটা দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছি বলে সে দিনের সাক্ষাতকার গ্রহণের ব্যর্থতার কথা ভাবতে আজ আমার আশ্চর্য রকমের ভালো লাগে।

ফররুখ আহমদ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিধাবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। যা বিশ্বাস করতেন, স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা প্রকাশ করতেন। কবি ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর তুর্যবাদক। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শবাদের রূপায়ণের জন্যই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি আদর্শিক পাকিস্তানের। তাঁর স্বপ্নের সেই পাকিস্তান নিছক কোন ভৌগলিক এলাকার নাম ছিল না। ছিল একটি আদর্শের নাম। পাকিস্তানের জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই কবি দেখেছেন তাঁর আদর্শ সেখানে মুখ থুবরে পড়ছে । তাঁর সেই স্বপ্নের মৃত্যুতে কবি যে আঘাত পেয়েছেন,

www.pathagar.com

সে আঘাতের প্রতিধ্বনি বেজেছে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। তাঁর সেই মনোবেদনা ফুটে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত 'ক্লান্তি' নামক অসাধারণ একটি সনেটে এবং অন্যান্য অনেক রচনায়।

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়,
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফিরে না বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।
যখন সকল সুর থেমে যায়, তারা-রা হারায়,
নিভে যায় অনুভূতি– আঘাতে, কঠিন প্রতিঘাতে,
নিঃস্পন্দ নিঃসাড় হয়ে থাকে পাখী পায়না পাখাতে
সমুদ্রপারের ঝড় ক্ষিপ্রগতি নিশান্ত হাওয়ায়।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে পাখীর মত এ হৃদয়
রক্তক্ষরা। ভারগ্রস্ত এ জীবন আজ ফিরে চায়
প্রাণের মূর্ছনা আর নবতর সৃষ্টির বিস্ময়,
উদ্দাম অবাধ গতি, বজ্রবেগ প্রমুক্ত হাওয়ায়
অথচ এখানে এই মৃত্যুস্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়
রুদ্ধ আবেষ্টনে আজ লুপ্ত হয় সকল সঞ্চয়।।

কবি ফররুখ আহমদের স্বপ্নের পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানী শাসকগণ যে আচরণ করেছেন, তার প্রতিবাদ করেছেন কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। মুসলিম লীগ শাসনামলের অনাচার ও দুর্নীতির চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'রাজ-রাজড়া' নামক বিখ্যাত প্রহসনে। মীর জাফরের জবানীতে পাকিস্তানী শাসকদের মুনাফেকী ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'। এ কারণে শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ কবিকে কম্যুনিস্ট আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। শাসকদের তীব্র ভ্রুকুটি কবিকে টলাতে পারেনি। 'তসবির নামা', 'নসিহত নামা' প্রভৃতি কাব্যের মাধ্যমে কবি তাদের জবাব দিয়েছেন।

আদর্শিক পাকিস্তানের যে স্বপ্ন কবি দেখেছেন, সে স্বপ্ন-ভংগের যাতনার থেকে ভৌগলিক পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হওয়ার কষ্ট কবির কাছে সম্ভবত বেশী মর্মান্তিক ছিল না। বাংলাদেশ আমলে সীমাহীন ষড়যন্ত্রের শিকার হন কবি। তাঁর বিরুদ্ধে অবরোধের দেয়াল তোলা হয়। রেডিওর চাকুরীটিও তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্মুখী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কবি আত্মসমর্পণ করেননি কোন শক্তির কাছে। ঘরে বসে একান্ত মনে তিনি কবিতার ডালি সাজিয়েছেন। এ সময়ে কবি স্বনামে কোথাও কোন কবিতা ছাপতে দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

বাংলাদেশ আমলে কবি ফররুখ আহমদের কিছু কবিতা আমরা সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য় ছেপেছি তাঁর দেয়া ছদ্মনামে। কবির মৃত্যুর প্রাক্কালে সোনার বাংলার ঈদ সংখ্যায় কবির একটি কবিতা ছাপা হয় আহমদ আবদুল্লাহ ছদ্ম নামে। কবি অসুস্থ শরীরে এ কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন আমাদেরকে। সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর লেখা শেষ কবিতা। এর আগে অবশ্য আমরা তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'সোনার বাংলা'য় মুদ্রণ

www.pathagar.com

করেছিলাম। বাংলা নববর্ষের একটি বিশেষ সংখ্যায় আমরা একই পাতায় এক পাশে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' কবিতা ছাপলে বিষয়টি তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবির মৃত্যুর কিছুদিন আগে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের মৃত্যুছায়া গ্রাস করেছিল বাংলাদেশকে। তখন আমরা 'সোনার বাংলা'য় ছেপেছিলাম ফররুখ আহমদের 'লাশ'। মনে হয়েছিল, কবি যেন এই মাত্র কবিতাটি লিখে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশ তখন কার্যত এক অতি বড় লাশে রূপান্তরিত। ফররুখ-এর 'লাশ' তারই সমান্তরালে দাঁড়িয়েছিল 'মৃত সভ্যতার দাস'দের প্রতি অভিশাপ উচ্চারণে।

এর ক'দিন পর কবি নিজেই লাশ হয়ে গেলেন। ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর সন্ধ্যায় নারিন্দায় এক চাচার বাসায় বসে টিভিতে খবর দেখছিলাম। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। বিটিভিতে গত ক'বছরে একবারও যে কবির নাম শুনতে পাইনি, সে টিভির পর্দা জুড়ে কবি ফররুখ আহমদের ছবি ভেসে উঠলো। কাউকে কিছু না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

পরদিন সকালে কবিকে তাঁর ইস্কাটনের সরকারী বাসার ভেতর গোসল করানো হলো। সাদা কাফনে আবৃত কবিকে তিন তলা থেকে স্বল্প প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে কোলে করে নীচে নামানোর দায়িত্বটা রুরুদ্ধ আবেগে ছিনিয়ে নিলাম। চারদিক থেকে ভক্তরা এসে জড়ো হচ্ছিলেন নিউ ইস্কাটন মসজিদের সামনে। সরকারী দায়িত্বশীলরা কেউ আসেননি। কবি আজীবন রাজ-রাজড়াদেরকে এড়িয়ে চলেছেন। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় তাঁরা কবির লাশের কাছে ঘেঁষতে সাহস করলেন না।

কবির কবর কোথায় হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সকাল থেকেই। অনেকের ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কিংবা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মাযারের পাশে কবর দেওয়া হবে কবিকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কারো সাড়া মিললো না। কবি শহরের বুকে কোন জায়গা রেখে যাননি যেখানে তাঁর কবর হতে পারে। এ সময় ছুটে এলেন কবি বেনযীর আহমদ। দু'হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে বললেন: 'আমার ভাইকে আমার কাছে নিয়ে যেতে দিন।' এভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো। জানাযা শুরু হবে। এ সময় এক ব্যক্তি ছুটে এলেন। তাঁর হাতে একটি আতরের শিশি। 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিকে উপহার দেয়ার জন্য কে যেন এই আতর পাঠিয়েছেন নবীর মদীনা থেকে। সে আতরে কবির কাফন সিক্ত হলো। জানাযার পর লাশ নিয়ে মিছিল শুরু হলো শাহজাহানপুরে কবি বেনযীর আহমদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

ফররুখ আহমদ প্রথম বার ঢাকা এসে উঠেছিলেন কবি বেনযীর আহমদের বাসায়, আগা মসিহ লেনে। কবির প্রথম কাব্য 'সাত-সাগরে মাঝি' কবি বেনযীর আহমদের উদ্যোগেই ছাপা হয়েছিল। তাঁর শেষ শয্যাও রচিত হলো বেনযীর আহমদেরই শাহজাহানপুরস্থ বাড়ীর সবুজ-শ্যামল, ছায়া-ঘেরা, শান্ত-সুশীতল আম্রকাননে। কবির লাশ কবরে নামানোর সময় সামরিক বাদ্যযন্ত্রে লাস্ট পোস্টের সুর মূর্ছিত হলো না। কিন্তু হাজারো অশ্রুসিক্ত ভক্তের সাথে সমগ্র প্রকৃতি নিথর দাঁড়িয়ে সমুদ্রযাত্রী সিন্দবাদ নাবিককে গভীর আবেগে ও পরম শ্রদ্ধায় বিদায়ী সালাম জানালো। পরবর্তীতে কবি বে-নযীর আহ্‌মদও শেষ শয্যা গ্রহণ করেন কবি ফররুখ আহ্‌মদের কবরের পাশেই। ❑

www.pathagar.com

ফররুখ-চর্চা ঃ নতুন বই

ফররুখ-প্রতিভার মূল্যায়নে এক অনবদ্য গ্রন্থ

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী

খ্যাতিমান কবি, সমালোচক, জীবনীকার এবং নিবেদিত-প্রাণ লেখক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবি ফররুখ আহমদের উপর রচিত এই শ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলাম। প্রারম্ভিক কথাসহ মোট ৩৮টি অধ্যায়ে একটি সুলিখিত পরিশিষ্ট এই সুদৃশ্য, প্রায় নির্ভুলভাবে মুদ্রিত এই গ্রন্থটি কবি ফররুখ আহমদকে জানার ও বুঝার এক নতুন দলিল হিসাবে অবশ্যই প্রসংশিত হবে। প্রারম্ভিক কথায় গবেষক বলেছেন– বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রতীকায়নে এবং ভাষার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যবহারে ফররুখ আহমদ অনন্য। তাঁর ডিকশন, ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় কবিকণ্ঠ তাঁকে অনায়াসেই চিনিয়ে দেয়। বাংলা-কাব্যের সব যুগের প্রতিভাবানদের পাশেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ও মহীয়ান। তাঁর যে কোন কবিতা পাঠ করেই তাঁকে সনাক্ত করে নেয়া যায়, অন্য সব কবির ভিড়ে, তিনি কখনো হারিয়ে যান না...' মাত্র দুই পৃষ্ঠার এই প্রারম্ভিক কথার প্রতিটি লাইনই উদ্ধৃতিযোগ্য– শক্তিশালী গবেষকের পক্ষেই যা সম্ভব।

প্রথম অধ্যায় 'ফররুখ আহমদ ঃ কবি ও ব্যক্তি'– (২৩-৩৫) অধ্যায়ে গবেষক অত্যন্ত শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। কবির ব্যক্তি ও কবি পরিচয় তুলে ধরতে– যা পাঠ করলেই মোটামুটি ফররুখ সাহিত্য-খনির সন্ধান মিলতে পারে। পরবর্তী অধ্যায় 'ফররুখ আহমদের কবি প্রতিভা ঃ তার শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' (৩৬-৩৯) অল্পকথায় তাঁর কাব্য-স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিকে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি। পরবর্তী অধ্যায় 'ফররুখের রচনার ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য' (৪০-৪৬), 'ফররুখ কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও তাঁর প্রকৃতি' (৪৭-৫২), 'চল্লিশের দশকের পঞ্চ প্রধান কবি ও ফররুখের স্বাতন্ত্র্য' (৫৩-৭৩) অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও সুলিখিত আলোচনা। পরের অধ্যায় 'ফররুখের কাব্য-সাধনার পথ' (৭৪-৭৯) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাউকে অবমূল্যায়ন না করে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে 'ফররুখ কবিতা ঃ তাঁর শিল্প বৈশিষ্ট্য' (৮০-৮৩); 'স্বকীয়তার সন্ধানে' (৮৪-৯১) পূর্বাপর সতর্ক ও শ্রমসাধ্য মূল্যায়ন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাঁর কাব্যগ্রন্থে বহুল আলোচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' (৯২-১০১) 'ফররুখ আহমদের কবিতা' (১০২-১০৮), এই সঙ্গে 'ফররুখ আহমদ ও 'সাত-সাগরের মাঝি' (১০৯-১১৭) প্রাজ্ঞ আলোচকের প্রজ্ঞার পরিচয় রাখতে পরিপূর্ণভাবেই সার্থকতার পরিচায়ক। এছাড়া কবির বহুল আলোচিত 'ডাহুক' (১১৮-১২৫); পরবর্তী অধ্যায়ে কবির 'সাত-সাগরে মাঝি' ও 'ডাহুক' (১২৬-১৩৪) তাঁর বহুল আলোচিত 'লাশ

www.pathagar.com

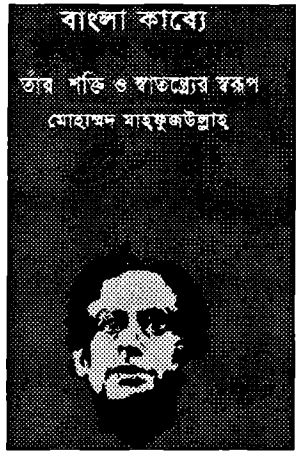

ও অন্যান্য কবিতা' (১৩৫-১৩৯) স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ এই দু'টি কবিতার উপর– যা বিশ্বশ্রেষ্ঠ কবিতার আসন পাওয়ার যোগ্য– প্রাঞ্জল অথচ সহজভাবে তুলে ধরেছেন– যে জন্য গবেষকের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। কবির অন্যান্য গ্রন্থ 'হে বন্য স্বপ্নেরা' (১৪০-১৪৭), 'কাফেলা' (১৪৮-১৫৬), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৫৭-১৬৫), 'দিলরুবা' (১৬৬-১৭১), কবির 'বৈশাখ' কবিতা ঃ শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' (১৭২-১৭৬) প্রতিটি পর্যায়েই উপযুক্ত উদ্ধৃতি এবং প্রাজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে কবিতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অপূর্ব সাহিত্য প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থাপিত।

এ গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্ভবত 'ফররুখ আহমদ ও রেনেসাঁ আন্দোলন' (১৭৭-১৮৬) যাতে ধীরে ধীরে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে কী ভাবে রেনেসাঁ এসেছে এবং আসছে তার চালচিত্র ফুটে উঠেছে গবেষকের ভাষাশিল্পীর হৃদয়মোহন তুলিতে। পরবর্তী অধ্যায়ে 'মনীষীদের জীবনভিত্তিক ও নিবেদিত কবিতা'– এতে উঠে এসেছেন– যেমন দীপ্যমান হয়েছিল নজরুলের লিখনীতে– হযরত নবী করিম (স), উমর-দরাজ দিল, ওসমান গণি, হযরত আলী প্রমুখ– যাঁদের তিনি কাব্য ভাষায় বলেছেন 'বন্ধু তোমরা এনেছ নতুন গান তোমরা এনেছ আল হেলালের যৌবন অম্লান।...' তিনি লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে –নজরুল সম্বন্ধেও যা বিস্তৃত উদ্ধৃতি সহযোগে প্রদর্শিত। 'বাংলা মহাকাব্যের ধারায় 'হাতেম তা'য়ী' (২০৬-২১৪) মহাকাব্যের সকল গুণাগুণ বিচারে এ কাব্যকে মহাকাব্য হিসাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রজ্ঞা ও বিচারের মানদন্ডে। এরপর 'নৌফেল ও হাতেম' (২১৫-২২১) আখ্যানকাব্য হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিকা– জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-ধারার সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন– তাঁর শেষ কথা– 'প্রত্যেক মানুষ যেন হয় প্রজ্ঞাবান ইনসানে কামিল, মজলুম পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার...'।

'ফররুখের শিশু-কিশোর কবিতা' সম্বন্ধে আলোচনাটি (২২২-২৩০) শুধু সুখপাঠ্য নয়– শিশু-সাহিত্য রচনায় তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতারও পরিচায়ক; অবশেষে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা শীর্ষক (২৩১-২৫১) কিছুটা দীর্ঘ আলোচনায় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– যা কখনও প্রবাদের গুণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া 'বাংলা কাব্যরীতির ধারায় ফররুখ আহমদ' (২৫২-২৬৬)। কবি 'ফররুখ আহমদের কাব্য ভাষা ও ভাষাভিত্তিক কবিতা' (২৬৭-২৭৪), 'ফররুখ কাব্যে স্বাদেশিক পটভূমি' (২৭৫-২৮০), 'আল কুরআনের অনুবাদ ঃ ফররুখের অবদান' (২৮১-২৯২), 'ইকবাল কাব্যের অনুবাদক ফররুখ' (২৯৩-৩০৩), 'ফররুখ কাব্যে আঙ্গিক বৈচিত্র্য' (৩০৪-৩০৯), 'ফররুখ কাব্যে রূপক ও প্রতীক' (৩১০-৩২১) সবই দক্ষ সমালোচক ও বিপুল কাব্য সাহিত্যপাঠের অধীত জ্ঞানের পরিচায়ক– যে প্রকার শ্রম এখন প্রায় দেখা যায় না–

www.pathagar.com

কারণ আমরা সবাই ব্যস্ত। পরবর্তী প্রবন্ধে 'ফররুখের কবিতায় অমিত্রাক্ষর ও গদ্য ছন্দের ব্যবহার' (৩২২-৩২৯), 'ফররুখের কাব্য কৌশল' (৩৩০-৩৩৪), 'ফররুখ কাব্য ঃ ত্রিকাল দর্শী' (৩৩৫-৩৩৯), 'ফররুখ আহমদের প্রভাব' (৩৪০-৩৫২) এতে দেখা যাবে অনেক খ্যাতিমান কবিদের কাব্যেই পড়েছে তাঁর প্রভাব এমনকি আমার মধ্যেও। গ্রন্থের সর্বশেষ দু'টি প্রবন্ধ ফররুখ প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্মাননা, (৩৫৩-৩৫৭), 'ফররুখ চর্চা ঃ একাল ও সেকাল' (৩৫৮-৩৭২), 'ফররুখ আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি' (৩৭৩-৩৭৬) এ সবই এ গ্রন্থের সুলিখিত এবং মূল্যবান সংযোজন যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে ডক্টরেট পর্যায়ে কাজ হতে পারে।

যদিও গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু সুমার্জনা এবং সুসম্পাদনার জন্য কোথাও পুনরুক্তি নাই। ফররুখ আহমদকে নিয়ে যারা ভবিষ্যতে আলোচনা করতে চাইবেন তাঁরা এই গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ফররুখ একাডেমীর সভাপতি মুহম্মদ মতিউর রহমান এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করে দেশ ও জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। গবেষক-লেখক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ কবি ফররুখ গ্রন্থের প্রণেতা এবং প্রথম গবেষক প্রয়াত ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে আমাদেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে– সর্বোপরি সুলিখিত এই গ্রন্থটি ঘরে ঘরে প্রতি পাঠাগারে রক্ষিত হওয়া উচিত।

যে পরিশ্রম, শ্রম ও প্রজ্ঞার আলোকে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তাঁকে অনুকরণ করে আমাদের অন্যান্য প্রখ্যাত এবং জীবিত লেখকদের উপরও গ্রন্থ রচিত হলে আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। বইটির বহুল প্রচার অবশ্যই কাম্য।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ রচিত "বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ"। প্রকাশক ঃ মুহম্মদ মতিউর রহমান, সভাপতি ফররুখ একাডেমী। প্রাপ্তিস্থান ঃ ৬২/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা। টেলিফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২, পৃষ্ঠা ৩৭৬। মূল্য ঃ তিনশত টাকা মাত্র। ❑

ফররুখ একাডেমীর প্রকাশনা

সিরাজাম মুনীরা ঃ ফররুখ আহমদ

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ–
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্

উপমাশোভিত ফররুখ– শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা (১ম থেকে ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত)

বিক্রির জন্য এজেন্ট আবশ্যক

যোগাযোগ করুন

ফররুখ একাডেমী

৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ৯০০৫৩৮২

www.pathagar.com

CORPSE

Farrukh Ahmad

Translated by M. Mizanur Rahman

Farrukh Ahmad (1918-1974) was basically the poet of Muslim renaissance. He had his eye-witness fact of harrowing human tragedy of famine in Bengal lashed Calcutta of the British dominated India in 1943 on the basis of which poet's pen radically put the rhyme and reason of his great poetry 'Lash' (corpse). Here the renderings of the famous 'Lash' poem may be followed by our benign readers.

There's no dust on pitch. dark colour
Where the wide road takes its bend with one's face
lying downward.
But the news of that death seems to be of no concern
to the evening crowds.
I know that these are human corpse.
lying with their face down
whose hungry entrails are lifeless now.
On the way well-dressed devils, women and men pass
-stone houses
death-cells
while the prostitutes opened their doors
and invite clients with sugar-quoted words ;
Who are those that rule the people and exploit them?
The evidence of all that remains on the stveets
where 5-3" grave is being dug for bones to be heaped at the end of each one's life!
This dead and fallen humanity is lying
with its face downward.
The sky has gone away
from the vaunter's buildings, domes
and well-fed tummy
while each one of them is lying dead on earth

with the face downward,
those beastly inhuman and cruel and shameless robbers
destroy the eternal human existence
for their inhuman greed they have trampled human rights

and taken away food from the mouth of each hungry ones and at the cost of human life

www.pathagar.com

they hoard for unusal gains,
for they are playing with human bones
and building places of comforts
on human carcasses!
This well-fed tummy and barbaric civilization,
This inhuman cruelty and its cruel curse are poisoning
the earth of the day
and the sky of the night.
What sort of civilization is it that mocks at human entity?
Who's the Iblis who laughs at human death and destruction?
Who's the Azazil who kicks human corpses today?
Who's the friend who with blood-stained body
bursts into laughter?
Human cries tear the sky apart;
Which instinct has made them subservient today?
Who's that Satan that throws garbage and mud
at the petals of rose?
Who overwhelms the colourful skies
With poisonous clouds
who runs the brothel for the business of coquetry?
And of which civilization?
Whose hands stab the children at ease?
Who breaks the rib-bones of others
in order to listen their painful cries?
And enjoy dancing?
Whose drinking cups are coloured red
with the blood of the labourers?
and of which civilization?
When has man sacrificed his-life at your disposal

and you the devil of materialistic civilization
take revenge for that?
You are drinking the blood of the children at ease!
You are ravishing the raped body of women
you kick the people out in to quagmire
in order to step-up quickly through the rungs of their ladder!
You civilization, the lump of material substance,

for whom do you serve as slave or who are your slaves?
But what beastly creatures they are!
For whose oppressions made peace, muddy houses mere
the living dead with the face lying downward on earth!

www.pathagar.com

o lump of matter, void civilization!
For whom do you serve?
Or who are those beasts that serve you?
What the worst human!
Whose oppressions made peace; muddy houses:
Living dead lying on earth with the face downward!
Those who are well-dressed servants of this material civilization,

the world cries loudly under the pressure of their heels,
and the skies do bear that cry
but they never see that their entire existence
Smell of filthy stench among beasts!
For what interests, for what ugly desires of sensuality
they stab each other and bring forth bastards
for dead-ends of which civilization
to dogs and bitches!
Their women die of sensual showbiz,
Lusty men with tremendous sensual desires
shun the goodness of humanity
and put themselves far below the death
levels.
Their terrorised exploitation
take away the lives of humanbeings, and
those corpses are lying on earth with downward face.
O material civilization!
The society of the exploiters, the well-fed servants
of the dead civilization,
Have the human curse today and when time shall ripe
the whole world will kick you to the hell.
Have the curse of all those oppressed but dead people
of the world... curse upon you-be perished,
be doomed for good.

www.pathagar.com

আবু বকর সিদ্দিক (রা:) : ফররুখ আহমদ / সুর - স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা

তোমার পরশে ভোলে কাঠিন্য চিত্ত দ্বার
তোমার দেখানো পথের চিহ্ন পথ কাবার ॥

অপূর্ব সুর ঘন অশ্রুর , গূঢ় প্রেমের
ভাসে মরুতটে কী স্নেহমেদুর ছায়া মেঘের ।

বাজে ধরনীর মাটির অঙ্গে অজানা তান
জেগে ওঠে কত মরু মৃদঙ্গে সুরের বান ।

তোমার আকাশে তারাভরা রাত, মুগ্ধ রাত
দূর মরু পারে তোমার প্রভাত শুভ প্রভাত ॥

স্থায়ী :

। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । রা সা ণ্া । সা সা সা । সা সা সা । মা মা পা । মা া মা ।
তো মা র প র শে ভো লে কা ঠি ন্ য চি ত্ ত দ্বা ০ র
। সা পা পা । পা পা পা । পা দপা মজ্ঞা । রা সা া । পা ণা দা । পা া পা ॥
তো মা র দে খা নো প থে০ ০র চি ন্ হ প থ কা বা ০ র

অন্তরা :

। র্সা র্সা র্সা । ণা পা া । ণা ধা ণা । পা া পা । র্সা র্সা না । র্সা া র্সা ।
অ পূ র্ব ব সু র ঘ ন অ শ্ রু র গূ ঢ় প্রে মে০ র
। র্রা র্রা র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্রা র্জ্ঞা র্রা । র্মা র্মা র্মা । র্সা র্সা র্সা । র্সা া র্সা ।
ভা সে ম রু ত টে কী স্নে হ মে দু র ছা য়া মে ঘে ০ র

সঞ্চারী :

। সা জ্ঞা সা । মা মা মা । জ্ঞা মা জ্ঞা । পা পা পা । সা সা সা । সা া সা ।
বা জে ধ র নী র মা টি র অ ং গে অ জা না তা ০ ন্
। না না না । না না না । না র্সা না । র্সা র্সা র্সা । পা দা ণা । পা া পা ।
জে গে ও ঠে ক ত ম রু মৃ দ ং গে সু রে র বা ০ ন ॥

বি.দ্র . আভোগের সুর অন্তরার অনুরূপ ।

www.pathagar.com

নিবেদিত কবিতা

কবি ফররুখ

সৈয়দ শামসুল হুদা

কবিতা সুনীলে স্বতন্ত্র ঝড় তুলেছিলে এক তুমি
কবিতা শ্যামলে নতুনের সুর তুলেছিলে এক তুমি
সেই ঝড় সেই বার্তা সে সুর অভিনব মৌসুমী
ভোলেনি. ভোলেনি ভুলতে পারে না কখনো জন্মভূমি।
সে ঝড় সে সুর জীবনের ধন দুর্দিনে শুভদিন
বুকের রক্ত চোখের জলের নির্মাণ অমলিন।
এলোমেলো দিন যাবে মুছে যাবে হৈ চৈ হুল্লোড়
খুঁজে পাবে ওরা খুঁজে নেবে ওরা ফেরদৌস পথমোড়।
কবি তুমি কবি মানুষের কবি অনন্ত জাগরণ
কবিতার মাঠে গেছো বুনে গেছো অপূর্ব সচেতন
যায় যায় দিন যাবে যাবে দিন কোহিনুর সন্ধানী
তোমার কাব্য বিশ্ব বার্তা দ্বারে দ্বারে দিবে আনি।
নিত্য তোমার জন্মের দিন কাব্যের পাতা খুলে
মানবে অবাক কেমন করে যে ভুলে ছিল নাই ভুলে।

সোনালী স্বপ্নের চাবি

মাহবুবুল হক

(মানবতার কবি ফররুখ আহ্‌মদ স্মরণে)

তো, ঘরটা ভাঙতেই হলো
ভাঙাটা যে সাগরের পানি নদীতে আনা, বোঝা যায়নি
কাজটা তো ইট ভাঙার মতো ছিলো না
অথবা ছিলো না জরাজীর্ণ প্রাসাদে আঘাত করা।
তোমার ইমারত তুমি নিয়ে যাও
আমি এখানে নতুন অট্টালিকা তুলবো;
না, এমনটিও ছিলো না।
শুধু ভাঙা নয়–
তাহলে তো শুধু ভাঙার গানই গাইতে হতো।
গলা ঝেড়ে গান গাওয়া

www.pathagar.com

আর দু'হাতে শাবল চালানো।
একপক্ষ অবশ্য তাই চেয়েছিলো
চীন ও রাশিয়ার বদ্ধভূমি হোক।
নাহ, এতো ছিলো অস্তিত্বের অভিলাস।
সত্তার মৃন্ময় উদভাস
ঘর ভেঙেও ভাঙবে না।
ভাঙবে, কিন্তু লুটাবে না
সূক্ষ্ম তারের বেষ্টনী দিয়ে যেন ভাগাভাগি করা।
ধ্বংসের মাঝেই সৃজন
আবার সৃজনের মাঝেই অবিনাশী হওয়া
এর মাঝেই অগোছালোভাবে
জীবনের সব কিছু হাতড়ে হাতড়ে পাওয়া।
থরে থরে সব সাজানো হলো
আপন আঙিনায় পরিচিত সকল সম্ভার
সকল অনুসঙ্গ, উঁকি ঝুঁকি দিলো।
কিন্তু হায়! স্বপ্নের চাবিটা,
খুঁজে পাওয়া গেলো না।
মনে হলো সব কিছু
আমরা হারালাম,
আমাদের চারপাশে বেড়ে ওঠা
এতো আলো, এতো গান
এতো মুখরতা, সবকিছু-
ব্লাক আউট হয়ে গেলো।
হেথা নেই হোথা নেই কোথা নেই
আহ! ঘরটা সাজাবো কি করে?
গোছাবো কি করে?
আবার আমরা আগাবো কিভাবে?
ইশারা নেই, নিশানা নেই
উদ্ভ্রান্ত শরণার্থীর মতো
এদিকে সেদিক শুধু হোঁচট খাওয়া।
দূর সুদূরে ঐ স্বপ্নের বাতিঘর!
ঝলমল উজ্জ্বল লাল নীল ঝাড়বাতি
সোনালী কপাটে যে তালাবদ্ধ
চাবি কই? সোনালী চাবি?
খোঁজ খোঁজ তালাশ- তালাশ
অবশেষে সোনালী স্বপ্নের চাবিটি

www.pathagar.com

মুখর হয়ে উঠলো
তোমার ডাগর ডাগর
সুদূরে চেয়ে থাকা
স্বপ্নের সরোবরে।

কাঙ্ক্ষিত সেই নাবিক এলেই

আমিন আল আসাদ

[কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে]

দুয়ারে সাপের গর্জন থামেনিতো
আঁধার সাগরে ডুবছে আলোর রেখা
ম্লান পান্ডুর হয়ে গেছে সব সম্ভাবনার রঙ
মুখ থুব্‌রে পড়ে আছে আজো পঁচা বিবেকের লাশ
মতভেদের সীমান্তে মরে মাঝি মাল্লার দল
রাত্রি গভীরে শত্রুরা বোনে যত ভেজালের বীজ
চোরা পাহাড়ে চৌচির হয় আস্থার পাটাতন
সব কাঙ্ক্ষিত নাবিকেরা আজ ভুল পথে খোলে হাল–
দিব্যি আয়েশে শ্রান্তির ঘুমে ছাড়ে সুখ নিঃশ্বাস
জেহাদের মাঝে ওরা খোঁজেনা তো পরম জিন্দেগানী
নিঃশ্চিদ্র সীসার প্রাচীর আজ ক্ষতবিক্ষত
সোনালী যুগের নাবিকের মতো হয় না আত্মীয়তা
কমেনাতো ঋণ 'উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির বাড়ে দেনা'
আদর্শ স্রোতে ধৌত করেও রক্তধারার পাপ
ঘোচেনা এবং সরেনা আঁধার মনের পংকিলতা
চায়ের টেবিলে বেড়ে গেছে আজ স্বার্থের সংলাপ
সার্বীয় রোদ ইহুদী প্রতাপ গ্রাস করে মরুভূমি

তবুও আমরা স্বপ্ন দেখি হেরার রাজতোরণ
তবুও আমরা বসে আছি সেই নাবিকের পথ চেয়ে
কাঙ্ক্ষিত সেই নাবিক এলেই দূর হবে সেই ক্লেদ
উঠবে জেগেই হাসনাহেনা গোলাপের সংবেদ।

www.pathagar.com

সাত রং ছবি আঁকে

সৈয়দ আবুল হোসেন

[স্বাপ্নিক কবি ফররুখ আহ্‌মদ স্মরণে]

মনে হয় থমকে গেছে সময়।

তবুও পাই না ভয়।
এই গুমোট আঁধার জানি ঝড়ের পূর্বাভাস
শীর্ণ পাঁজরে গুমরে মরে ক্ষুব্ধ মেঘের শ্বাস।
সাত আসমান কাঁপিয়ে জানি আবার আসবে ঝড়
সব পংকিল দূর হয়ে যাবে
'আবার সকাল হবে।'

অভিজাত ঘুমে অচেতন হয়ে
যারা আছে আজ পড়ে
সেসব অলস বিবর্ণ বিবেক আবার উঠবে জেগে–
দরিয়ার গর্জনে
নূহের প্লাবনে
কাল বৈশাখীর প্রবল ঝড়ের পরে।
স্বাপ্নিক কবি
এই দ্যাখো, হতাশ হইনি আমি
হারিয়ে যাইনি কোন বিভ্রান্তির বাঁকে
মেঘের আড়ালে সূর্যটা যে সাত রং ছবি আঁকে।

www.pathagar.com

এখনো উত্তপ্ত আপনার রেখে যাওয়া রাজপথ

মৃধা আলাউদ্দিন

এক কাপ গরম, ধুমায়িত চায়ের মতো তৃপ্তিময়
তৃপ্তি আর শৌর্যে ভরা আপনার অ আ ক খ
কাগজ-কলম
সমুদ্র ও নাবিক–
এবং এখনো গরম, উত্তপ্ত আপনার রেখে যাওয়া
গলি বা রাজপথ, কাব্যের, দরোজা দারুণ সিদ্ধ ও সতেজ।

কবির কাজ কখনো পচে না, বাসি হয় না
রন্ধনশালা ও কলম– কলমের কাজ, মাথার ভেতরের
সজিব কোষ হেসে যায় তাজা আপেলের মতোন–
আজীবন আমাদের ধান ক্ষেত, ভূট্টা-আলু, কীর্তনখোলা
নদীর ভেতর ঝিকঝিক করে আপনার রেখে যাওয়া
রৌদ্র ও ইলিশ...।

অথচ কী কষ্টের ছিলো আপনার জীবন
নগর-নদী, খেয়াগুলো পারলো না আপনার সাথে
সুন্দর সৎভাব বজায় রাখতে– দেখুন,
আপনি নিজেই দেখুন, কী হাস্যকর ছিল এই খেয়া,
খাল-নদী, যে কি না একজন কবিকেও পার করতে
পারলো না– যেভাবে *পার হয়ে যায় গরু,*
পাড় হয় গাড়ি...

আর কবে পার হবো আমরা
পার হবেন আপনি ?

অথচ, এক কাপ ধূমায়িত গরম চায়ের মতো তৃপ্তিময়,
শৌর্য ভরা ছিলো আপনার গৌরব গাঁথা, সফর–
সমুদ্র...।
অ আ ক খ– কালি ও কলম এবং
এখনো উত্তপ্ত আপনার রেখে যাওয়া গলিঘুচি
রাজপথ।
যেন মানুষের চোখের সামনে খেলা করে
ঐ তো আলবুর্জের চূড়া...।

www.pathagar.com

ফররুখ একাডেমী পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদের ইন্তিকালের পঁচিশ বছর পর কতিপয় বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীর আন্তরিক চেষ্টায় ১৯৯৯ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'ফররুখ একাডেমী' গঠিত হয়।

ফররুখ আহমদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে কবি, গীতিকার, কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। তবে মূলতঃ তিনি কবি। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবিদের তিনি একজন। গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাট্যকাব্য, সনেট, শিশুতোষ কাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা ইত্যাদি কাব্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাঁর সফল, নৈপুণ্যময় কুশলী বিচরণ। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ও অনন্য কবি-ব্যক্তিত্ব বর্ণাঢ্য দ্যোতনায় অভিব্যক্ত। তাঁর কবিতার শব্দ, ভাব, উপমা, রূপক ও বিষয়-বৈভবে তিনি বৈশিষ্ট্যময়। নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাই বাংলা কাব্যে শুধু একজন খ্যাতিমান কবিই নন; কালজয়ী দীপ্তিমান কবি-ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি সমাদৃত।

ফররুখ আহমদ যেমন ঐতিহ্যের কবি, তেমনি ইসলামী রেনেসাঁ, স্বাধীনতা, জাতীয় জাগরণ, ভাষা-আন্দোলন, মানবতাবাদ ও প্রেমের কবি হিসাবে বিশিষ্ট। কবিরা কল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়ে গড়া এক আশ্চর্য জগতের অধিবাসী। ফররুখের কল্পনার জগৎ যেমন ডাহুক-ডাকা বাংলার শ্যামলীম নিসর্গতায় ঋদ্ধ, তেমনি নিঃসীম আকাশ, সংক্ষুব্ধ সফেন সমুদ্র, দিগন্ত-বিস্তারী ধূসর মরুর আশ্চর্য সৌন্দর্যলোকের অপরূপ বৈভবে তা পূর্ণ। বাংলা কাব্যে তাঁর মত এমন বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্জনা আর কে সৃষ্টি করতে পেরেছে? এত বৈচিত্র্য ও অসীম ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও তাঁর স্বপ্নবিলাসী রোমান্টিক দৃষ্টি স্থির নিশ্চল হয়ে আছে মহিমান্বিত 'হেরার রাজ-তোরণে'র দিকে–বিশ্বমানবতার নিশ্চিত মুক্তির শপথে দীপ্ত মহামঞ্জিলের দিকে। ফররুখের বিশ্বাস ও কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস এখানেই। এজন্যই ফররুখ-কাব্যের আবেদন বিশ্বজনীন, চিরন্তন। তিনি আমাদের কবি হয়েও বিশ্বমানবতার চির কাঙ্ক্ষিত মহৎ কবি-সত্তা, মানব-প্রেম ও বিশ্বব্যাপী অগণিত মুক্তিকামী মানুষের অভ্রান্ত মুক্তি-দিশারী। তিনি সাহাবা-কবিদের সুযোগ্য উত্তরসূরী।

ফররুখ আহমদ কবি হিসাবে যেমন অনন্য, মানুষ হিসাবেও তেমনি ছিলেন আদর্শ। তিনি তাঁর বিশ্বাসের সাথে কবি-ভাবনার আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর কাব্য-কথা ও বাস্তব জীবনাচারের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। এমন সত্যসন্ধ, নির্মোহ, নিষ্কলঙ্ক, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী, কাব্যনিষ্ঠ মানুষটির তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি তাঁর কথা ও কাজে, বিশ্বাস ও আচরণে, কল্পনা ও বাস্তবে যে কতটা সমন্বিত ছিলেন তা ভাবলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ অসাধারণ মহৎ চরিত্রের মানুষ জগতে নিতান্তই দুর্লভ। তাই শুধু কবি হিসাবে নয়, ব্যক্তি মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন এক অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র। বাংলা কাব্য-জগতের এমন মহত্তম অনন্য প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন, কাব্যানুরাগীদের সামনে তাঁর যথার্থ উপস্থাপন বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের সাথে ফররুখ-কাব্যের অনিবার্য সেতুবন্ধন ও তাদের মধ্যে ফররুখ-প্রীতির উন্মেষ ঘটানো; ফররুখের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ ও তাঁর উপর গবেষণা-কর্ম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে 'ফররুখ একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা। একাডেমীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল ফররুখ-অনুরাগীর আন্তরিক সহযোগিতা তাই একান্তভাবে কাম্য।

www.pathagar.com

কর্মসূচী ঃ

(এক) ফররুখ-রচনাবলী অধ্যয়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম, সংগঠন পরিচালনা, কবির জীবন ও তাঁর দর্শন ব্যাপকভাবে আলোচনা ও প্রচারের উপায় উদ্ভাবন, কবির রচনাবলী সংগ্রহ, সংকলন, প্রকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ভাষায় তা অনুবাদ করা, কবির নিজের ও তাঁর উপর লিখিত অন্যদের রচনা সংগ্রহ, সংকলন, প্রকাশ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য ফররুখ জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(দুই) জাতীয় পর্যায়ে ফররুখের চর্চা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফররুখের রচনাবলী পাঠ্য-তালিকাভুক্তিকরণ এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফররুখ রচনাবলী যথার্থ মূল্যায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের সর্বত্র স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ-পাঠাগারসমূহে ফররুখের রচনাবলী রাখার বন্দোবস্ত করা।

(তিন) ফররুখ আহমদের গান, গানের স্বরলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং ফররুখ সঙ্গীত-চর্চায় উৎসাহ প্রদান করা। ফররুখের কবিতার আবৃত্তি ও গানের ক্যাসেট তৈরী ও তা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(চার) জাতীয় পর্যায়ে ফররুখ আহমদকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষায়তন, গ্রন্থাগার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, জন-গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, সংগঠন, স্থান ও সড়কের নাম এ মহান কবির নামে করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(পাঁচ) ফররুখ আহমদের উপর গবেষণা–কর্মের জন্য বৃত্তি প্রদান, এক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য পুরস্কার, উপাধি ও সনদপত্র প্রদান করা।

(ছয়) একাডেমীর মুখপত্র হিসাবে "ফররুখ একাডেমী পত্রিকা" প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(সাত যথাযথ মর্যাদায় ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন। এ উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, চিত্রাংকন, সাধারণ জ্ঞান, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(আট) বিভিন্ন ধরনের সভা-সেমিনার, আলোচনা, সম্মেলন, প্রদর্শনী, জলসা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(নয়) একটি উন্নতমানের প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

(দশ) একাডেমীর নিজস্ব ভবন তৈরী করে সেখানে একাডেমীর অফিস, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, গবেষণা সেল তৈরী এবং ফররুখ-চর্চা, সভা-সেমিনার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য অনুষ্ঠানের জন্য হল নির্মাণ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিগঠিত "ফররুখ একাডেমী"র শাখাসমূহ যাতে সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

(বার) ফররুখ আহমদের নামে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ ও এ ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তি এবং সংগঠনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান।

www.pathagar.com

একাডেমী প্রতিবেদন

ফররুখ একাডেমীর উদ্যোগে কবির ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

'ফররুখ একাডেমী' বাংলা ভাষা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি ফররুখ আহমদের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিগত ৯ জুন বিকেল পাঁচটায় ঢাকা সোনার গাঁ রোডস্থ হামদর্দ মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

একাডেমীর সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও ফররুখ একাডেমীর উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, কবি জাহানারা আরজু, নর্দান ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর সদরুদ্দিন আহমদ, কবি সৈয়দ শামসুল হুদা, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, মুহম্মদ আবদুল হান্নান প্রমুখ। আলোচনা শেষে ফররুখ আহমদের কবিতা আবৃত্তি, ফররুখের গান ও ফররুখ আহমদের উপর রচিত নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে ফররুখ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কবি ও সুরকার সৈয়দ শামসুল হুদা, শিল্পী গোলাম মওলা ও শিল্পী আব্দুর রউফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম আযাদ ও আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেনঃ কবি ফররুখ আহমদ মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তিনি শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবিদের অন্যতম। বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ, মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অধঃপতিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি কবিতা লিখেছেন। ফররুখ আহমদ একাধারে ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যের রূপকার, স্বাধীনতা ও মানবতার সর্বজনীন মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় সর্বশ্রেণীর মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি আমাদের বোধ-বিশ্বাস ও আশা-অভীপ্সার ঘনিষ্ঠ রূপকার।

তাই ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস জাতীয় পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষত বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী ও শিশু একাডেমী উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। তিনি ফররুখ একাডেমীর কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন সরকারের উচিত ফররুখ একাডেমীর কার্যক্রমে যথোচিত সহায়তা করা। দেশের অগণিত ফররুখ-অনুরাগীদের প্রতিও তিনি ফররুখ একাডেমীর কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

মঞ্চে উপবিষ্ট ঃ (ডান থেকে) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, কবি জাহানারা আরজু ও মাহবুবুল হক

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ বলেন, ফররুখের প্রথম দিকের কবিতায় নিসর্গ-চেতনা ও মানবতার দিকটিই প্রধান। এরপর 'সাত-সাগরের মাঝি'র যুগ থেকে আদর্শ-চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে। মানবতার দিকটিও আছে। তখন থেকে তাঁর স্বতন্ত্র কাব্যভাষা ও কবি-প্রতিভার মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। আদর্শের ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকলেও কবি হিসাবে তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সর্বজনস্বীকৃত।

সম্প্রতি 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' কর্তৃক 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার-২০০৩' প্রাপ্ত কবি মাহ্ফুজউল্লাহ্ বলেন, ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য, প্রেম, মানবতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানব-মুক্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে এ সবকিছুর মধ্যেই তাঁর বোধ-বিশ্বাস ও সবল জীবন-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রতিভা ব্যাপক ও বহুমুখী। বাংলা কাব্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছে। ইসলামের শাশ্বত আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তিনি ছিলেন উঁচু মানের শিল্প-সচেতন কবি। তাই তাঁর কাব্যের কোথাও প্রচারধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, অনেকে তাঁকে 'মরুচারী কবি' বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন উষর মরুর বর্ণনা আছে, সফেদ সমুদ্রের লোনা পানির কথা আছে, তেমনি আছে বাংলার সবুজ-প্রকৃতি, নদী-নালা, মাটি ও মানুষের বর্ণনা। অনেকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তাঁর কাব্যের এখান-সেখান থেকে দু'একটি লাইন উদ্ধৃত করে থাকেন। তিনি তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ফররুখ-কাব্য পাঠের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ফররুখ আহমদকে যথাযথরূপে বুঝতে হলে পূর্ণাঙ্গ ফররুখ চর্চা ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর সদরুদ্দিন আহমদ বলেন, নতুন প্রজন্মের লোকেরা ফররুখ আহমদের নামের সাথে পরিচিত হয়েছে পাঠ্য-তালিকায় তাঁর দু'একটি কবিতার মাধ্যমে। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তারা সে কবিতাগুলো আবৃত্তি করে থাকে বা তার সারাংশ লিখে থাকে। কিন্তু নিবিড়ভাবে তা পাঠ

www.pathagar.com

করার সুযোগ পায় না। নিবিড় অধ্যয়নের মাধ্যমে ফররুখ আহমদকে জানার চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভাধর কবির সন্ধান পাব। ফররুখ আহমদ এক উঁচু মানের শিল্প-সচেতন আধুনিক কবি। কিন্তু আমরা তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। ফররুখ একাডেমী কবির যথাযথ মূল্যায়নে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, ফররুখ আহমদকে অনেকেই না বুঝে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। নিজ ধর্মের কথা বললেই যদি কাউকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়, তাহলে মহাকবি হোমার, মিল্টন, টি.এস.এলিয়ট, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই সাম্প্রদায়িক কবি। কারণ তাঁরা সকলেই তাঁদের কাব্যে নিজ নিজ ধর্মের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে কখনো সাম্প্রদায়িক কবি বলা হয়না, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁরা সর্বজনমান্য। তাহলে ফররুখ আহমদকে সাম্প্রদায়িক বলা হবে কেন? ফররুখ তো শুধু নিজের ধর্মের কথা বলেছেন, অন্যের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেননি।

তিনি বলেন, কাব্যের বিষয়বস্তু কী সেটা বড় কথা নয়, বিষয়বস্তুকে কীভাবে উপস্থাপন করা হলো সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফররুখ আহমদ তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আধুনিক রূপরীতি ও উপমা-রূপক-প্রতীকের ব্যবহারে নিপুণ শিল্প-সৌকমার্যে কাব্যাকারে উপস্থাপিত করেছেন। তাই তাঁর কাব্য হয়েছে শিল্প-নৈপুণ্যে অভিনব, স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ও সর্বজনীনভাবে সমাদৃত। ফররুখের কালজয়ী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বিশিষ্ট কবি ও কথা-সাহিত্যিক জাহানারা আরজু বলেন, ফররুখ আহমদের সাথে আমার পরিচয় কৈশোর কাল থেকে। যখন কবিতা বোঝার মত বয়স হয়নি তখন থেকে তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা, উদ্দীপনাময় বক্তব্য ও অভিনব সুর-ঝংকারে বিমোহিত হয়েছি। তখন থেকেই তাঁকে আমাদের একান্ত নিজস্ব কবি বলে মনে হয়েছে। তাঁর কবিতা পড়েই আমি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে কবিতা লেখায় যথেষ্ঠ উৎসাহ যুগিয়েছেন। কবি ফররুখ আহমদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমি কবি হিসাবে ও ব্যক্তি মানুষ হিসাবে ফররুখ আহমদের প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল ছিলাম।

ফররুখ একাডেমীর সহ-সভাপতি কবি জাহানারা আরজু বলেন, জাতীয় পর্যায়ে ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালিত হওয়া প্রয়োজন। কবির গান অত্যন্ত উন্নত মানের। এগুলো বেতার ও টিভিতে প্রচারিত হওয়া উচিত। কবির নামে স্কুল, কলেজ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সড়কের নামকরণ হওয়া উচিত। তিনি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কবির বই-পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করার দাবি জানান।

কবি ও সুরকার সৈয়দ শামসুল হুদা বলেন, প্রত্যেক বড় কবির ভাল কবিতার আবেদন চিরন্তন। ফররুখ আহমদও একজন বড় কবি। তাঁর কবিতার আবেদন চিরন্তন ও সর্বজনীন। ঢাকা বেতারে আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। কবি হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সৈয়দ শামসুল হুদা তাঁর সুরারোপিত ফররুখ আহমদের কয়েকটি গানের কিছু কিছু অংশ গেয়ে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেন।

বিশিষ্ট কথাশিল্পী, সাংবাদিক ও সংগঠক মাহবুবুল হক একাডেমী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একাডেমীর কার্যক্রমে উপস্থিত সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কবির ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় জাতীয় দৈনিক 'সত্যের আলো' একটি সুন্দর সম্পাদকীয় লেখায় তিনি পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং অন্যান্য জাতীয় দৈনিকগুলোকে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

সভাপতির ভাষণে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান 'ফররুখ একাডেমী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পটভূমি বর্ণনা করে একাডেমীর বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। তিনি একাডেমীর ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভিত্তিহীন নানা অভিযোগ তুলে একসময় ফররুখ আহমদকে বাতিল করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টা সার্থক হয়নি। ফররুখ একাডেমী নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফররুখ আহমদ এক অসাধারণ কালজয়ী মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তিনি আমাদের জাতিসত্তার কবি। তিনি আমাদের বোধ-বিশ্বাস ও আদর্শ-ঐতিহ্যের কবি। তিনি শাশ্বত মানবতার কবি, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত, ক্ষুধিত মানুষের চিরনন্দিত অনন্য কবি-ব্যক্তিত্ব। তাঁকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দেশের বরেণ্য শিল্পী ও ফররুখ একাডেমীর অন্যতম ট্রাস্টী মরহুমা আঞ্জুমান আরা বেগমের মৃত্যুতে একাডেমীর পক্ষ থেকে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জনাব মাহবুবুল হক। প্রধান অতিথি বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর পরিচালনায় মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে উপস্থিত সকলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।

১০ জুন কবির জন্মদিন সকাল ৮টায় শাহজাহানপুরস্থ কবির মাজারে একাডেমীর পক্ষ থেকে যিয়ারত ও কবির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

–মুহম্মদ আবিদুর রহমান

ফররুখের কবিতা প্রেম, প্রকৃতি, দেশ ও মানুষের জন্য

'কবিতা বাংলাদেশে'র উদ্যোগে ১৯ জুন ২০০৪ শনিবার বিকেল ৪ টায় 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে (৫/৫ গজনভী রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা) কবি ফররুখ আহমদের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা পাঠের আসরে সভাপতিত্ব করেন 'কবিতা বাংলাদেশে'র সভাপতি কবি আল মাহমুদ।

কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন প্রবীণ কবি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা, মাহবুবুল হক, জয়নুল আবেদীন আজাদ, হাসান আলীম, শরীফ আবদুল গোফরান, আসাদ বিন হাফিজ, ইসমাইল হোসেন দিনাজী, নাসির হেলাল, মহিউদ্দীন আকবর, জাকির আবু জাফর, মুর্শিদ-উল-আলম, রফিক মুহাম্মদ, ইব্রাহীম মন্ডল, আবিদা শিকদার, আমিন আল আসাদ, সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব, ওমর বিশ্বাস, সৈয়দ আবুল হোসেন, আহসানুল ইসলাম, আহমদ বাসির, আফসার নিজাম, রেদওয়ানুল হক প্রমুখ নবীন ও প্রবীণ কবিবৃন্দ।

কবি আল মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে বলেন– কবিতা মানুষকে সুন্দর করে। কবিতা মানুষকে আত্ম-বিশ্বাসে বলিয়ান করে। কবিতা মানুষকে স্বাধীনতা দান করে। কবিতা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে দেশপ্রেমে, স্বপ্নে এবং সামনের দিকে এগুবার তাগিদে। আমাদের কবিগণ তা আজ করেছে। তিনি আরো বলেন ফররুখ আহমদের কবিতা প্রেম, প্রকৃতি, দেশ ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। তাই তিনি আমাদের একান্ত প্রিয় কবি। **–মালিক আবদুল লতিফ**

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ

দেশের বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ বলেছেন, কবি ফররুখ আহমদ স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের রূপকার। তিনি বস্তুনিষ্ঠ, সমাজ-সচেতন এবং মানবতাবাদী কবি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের পর ফররুখ আহমদই প্রধানতম কবি, যিনি ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ইসলামী আদর্শের ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ ছিলেন অধিকতর নিষ্ঠাবান। তিনি শিল্পের জন্য শিল্পনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ এবং জাতীয় জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি কাব্য সাধনা করেছেন।

বিগত ১৪ মে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' আয়োজিত 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও পুরস্কৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার কমিটি ২০০৩'-এর সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ লে. কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ 'ফররুখ একাডেমী'র সভাপতি ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, কবি ফররুখ-পুত্র কবি ও সাংবাদিক আহমদ আখতার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র সভাপতি বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার মোহাম্মদ সেলিম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কে.এম আমীর খসরু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ বলেন, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। রবীন্দ্র-নজরুল উত্তর যুগের কবিদের মধ্যে ফররুখ তাঁর স্বকীয়তামণ্ডিত কাব্যভাষা, অনন্যসাধারণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অসাধারণ কল্পনা প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি ফররুখ আহমদ গীতিকাব্য, মহাকাব্য, ব্যঙ্গ-কাব্য, সনেট, শিশুতোষকাব্য ও কাব্য নাটক ইত্যাদি সার্থকভাবে রচনা করে সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের এ রূপ নবরূপায়ণ ফররুখের আগে বাংলা সাহিত্যে অন্য কেউ করেননি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর কবিতা শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেই নয়, শিল্পরূপের মহিমায়ও অতুলনীয়। তিনি ভাষার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করলেন তা আমাদের জন্য এক অসাধারণ দিক-নির্দেশনা। এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করে ফররুখ-চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে তিনি এর কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

(বাদিক থেকে) লে. কর্নেল (অব) জিয়াউদ্দিন (বীর উত্তম), মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ও আহমদ আখতার

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান কবি ফররুখ আহমদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা, ফররুখ একাডেমী প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবিদের অন্যতম। তিনি ইসলাম, মুসলিম নবজাগরণ, মানবতাবাদ ও বঞ্চিত মানুষের কবি। তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ বিশেষ অগ্রণী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসাবে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে তিনি নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ একজন দক্ষ গদ্য লেখক, পরিশ্রমী ও তথ্যানুসন্ধানী গবেষক এবং তীক্ষ্ণধী সাহিত্য-সমালোচক এবং সর্বোপরি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন বিশিষ্ট কবি বলে তিনি উল্লেখ করেন। 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' তাঁকে 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করায় তিনি কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবি ফররুখ-পুত্র কবি আহমদ আখতার বলেন, মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ঐতিহ্যপ্রিয়তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি কখনো দিকচ্যুত হননি। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। ফররুখ-চর্চায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিনিবেশ-এর সাথে আর কারও তুলনা হয় না। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস উদঘাটন করতে হলে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাছে বার বার ফিরে যেতে হবে।

অধ্যাপক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন, ফররুখ একজন বৈশ্বিক কবি। জাগরণের কবি তিনি। বাংলা কাব্য-জগতে তিনি একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। এ ধারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বোধ-বিশ্বাস, স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রচিত। তাই তিনি আমাদের একান্ত প্রিয় কবি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক কে,এম, আমীর খসরু বলেন, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁর আদর্শের জন্য তিনি আজ উপেক্ষিত। অথচ তাঁর আদর্শের ভিত্তিতেই আমাদের স্বাধীনতার ভিত রচিত। অতএব, তাঁকে আজ নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম। পুরস্কারের নগদ বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট ব্যাংকার আমীরুল ইসলাম। সম্মাননাপত্র হাতে তুলে দেন 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার কমিটি'র সভাপতি লেঃ কর্ণেল (অব) জিয়া উদ্দিন বীর উত্তম।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 'চট্টগ্রাম ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার-২০০৩' কমিটির সদস্য-সচিব ও ঢাকাস্থ ফররুখ একাডেমীর জীবন সদস্য ডাক্তার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।

আলোচনা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট শিল্পী ও আবৃত্তিকার কবি চৌধুরী গোলাম মাওলার পরিচালনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।

ইতোপূর্বে 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' দেশের যে ছয়জন কৃতি সাহিত্যিককে 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেছে তাঁরা হলেন ঃ কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯১), গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৯৩), কবি আল মাহমুদ (১৯৯৫), কথাশিল্পী শাহেদ আলী (১৯৯৭) কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ্‌ (১৯৯৯) ও কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান (২০০১)।

উল্লেখ্য যে, প্রতি দু'বছর অন্তর 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র' 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করে থাকে।

প্রবীণ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক

মুহম্মদ মতিউর রহমানের

স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ

স্মৃতির সৈকতে

এবং

রবীন্দ্র-বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশিত হয়েছে

যোগাযোগ করুন

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

১৭৩, বড় মগবাজার (ডাক্তারের গলি), ফোন ঃ ৯৩৩২৪১০, ঢাকা।

www.pathagar.com

ফররুখ একাডেমীর ভিত শক্তিশালী করুন

[বিগত ৯জুন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সত্যের আলো' কবি ফররুখ আহমদের জন্ম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে নিম্নোক্ত সম্পাদককীয় নিবন্ধটি প্রকাশ করে। নিম্নে আমরা তা হুবহু মুদ্রিত করলাম। –সম্পাদক]।

আজ (ফররুখ আহমদের জন্ম ১০ জুন, ১৮১৮) মানবতার ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদের '৮৬তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কর্মসূচি আছে কিনা, আমরা জানি না। সংবাদপত্র এবং রেডিও, টিভি কোন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে কিনা তাও আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের মনন চর্চার কেন্দ্র বাংলা একাডেমীতে হয়তো দায়সারাগোছের ছোটখাটো একটি অনুষ্ঠান হবে। সংবাদপত্র এবং রেডিও-টিভিতে হয়তো নামমাত্র স্মরণ করা হবে। এভাবেই প্রায় অনুল্লেখ্যভাবে মহান কবি ফররুখ আহমদের জন্মদিনটি পার হয়ে যাবে। এভাবেই পালিত হচ্ছিল কবি ফরুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস।

গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি 'ফররুখ একাডেমী' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করে আসছে। একাডেমী জাঁকজমকপূর্ণভাবে কবি ফররুখের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করে থাকে। তাদের অনুষ্ঠানমালায় অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে সংকলন প্রকাশ ও সেমিনার অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতিবছর একাডেমী দুইটি বড় সেমিনার ও দুইটি সংকলন প্রকাশ করে থাকে। এই একাডেমীর মধ্যমণি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রফেসর মুহম্মদ মতিউর রহমান। ষাটের দশকের শুরুতে কবি ফররুখ আহমদের প্রেরণায় বর্তমানে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও সংস্কারক শাহ আব্দুল হান্নান, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আব্দুল মান্নান তালিব, কবি নূরুল আলম রইসীসহ সমমনাদের সাথে নিয়ে তিনি 'পাক সাহিত্য সংঘ' গড়ে তোলেন। এই সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ ছাড়া মাওলানা আব্দুর রহীম ও কবি বেনজির আহমদ। পাকিস্তান লেখক সংঘ তখন বামধারার সাহিত্য কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও সাহিত্যে ইসলামের বিজয় দেখার স্বপ্ন হারিয়ে গিয়েছিল। কবি ফররুখের অন্যতম প্রধান ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে আজ প্রায় চার যুগ অবধি প্রফেসর মতিউর রহমান সাহিত্যে ইসলামকে বিজয়ী করার পবিত্র সংগ্রামে সম্পৃক্ত আছেন। অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্য সংগঠনও তিনি নিরলসভাবে পরিচালনা করে আসছেন। কর্ম-ব্যাপদেশে মাঝে কিছু কাল তিনি মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে অবস্থান করেন। সেখানেও তিনি 'বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ' নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বাংলা সাহিত্যে ইসলামের বিজয়ের প্রয়াসে সচেষ্ট ছিলেন। গত প্রায় ৭/৮ বছর যাবত প্রফেসর মতিউর রহমান তাঁর একান্ত সাথী বন্ধু ও অনুজ প্রতীমদের নিয়ে 'ফররুখ একাডেমী' গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশে ফররুখ চর্চা শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে। ষান্মাষিক 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'য় নিয়মিতভাবে ফররুখ সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে। এছাড়া, বছরের ছোট খাট অনুষ্ঠান ছাড়াও দুইটি বড় সেমিনার করে 'ফররুখ একাডেমী' বর্তমানে সুধী ও বিদ্বজ্জনের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

এদেশে ইতোপূর্বে প্রতিথযশা অনেক কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর নামে নানা ধরনের একাডেমী ও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নজরুল একাডেমী ছাড়া এ ধরনের আর কোন একাডেমী বা ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব এখন আর বিদ্যমান নাই। কবি ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিকপাল। বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারার তিনি প্রবর্তক। তাঁর পূর্বে এই ধারাটি সমুজ্জ্বল না থাকলেও বর্তমান ও উত্তরকালে ফররুখ ধারাটি দেদীপ্যমান হয়ে যে উঠবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই ধারাটিকে শুধু ইসলামী ধারা বলে মোটা দাগে চিহ্নিত করলে সুবিচার করা হবে না। এ এক অনিবার্য, অনন্ত, নন্দিত ও নন্দনদীপ্ত ধারা। ঋদ্ধ ও সুষমা সম্পন্ন এ ধারাটি প্রাগ্রসরভাবে পল্লবিত হচ্ছে। সুতরাং ফররুখ চর্চার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধিকে যুথবদ্ধ করার জন্য বা সমৃদ্ধ করার জন্য ফররুখের নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা কর্মে নিবেদিত রয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়।

আমরা যতটুকু জানি 'ফররুখ একাডেমী' এখনও পর্যন্ত সরকারী বা আধাসরকারী কোন সাহায্য বা সহযোগিতা লাভ করেনি। 'ফররুখ একাডেমী'র যাবতীয় ব্যয় এর একনিষ্ঠ সদস্যরাই বহন করছেন। পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কবি তালিম হোসেন 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরিশ্রম করেছিলেন সেই একই ধারায় সাহিত্যিক মতিউর রহমান 'ফররুখ একাডেমী' গড়ার পিছনে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কবি তালিম হোসেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ছিল। আল্লাহর রহমতে তিনি সফলকাম হয়েছেন। 'নজরুল একাডেমী' এখন একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগের আবহে অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট নামে সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে কবি নজরুলের সাথে সাথে জাতি হিসেবে আমরাও কম ভাগ্যবান নই। আমাদের অন্যতম মনন দিশারী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যের উপর গবেষণার জন্য দুইটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুলের পরেই কবি ফররুখ আহমদের স্থান বা আসন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রয়োজনেই ফররুখ চর্চার নানামাত্রিক দিক উন্মোচন করতে হবে। গুছিয়ে-গাছিয়ে, পরিচ্ছন্নভাবে সে কাজটি কে করবে? অবশ্যই ফররুখ একাডেমী। ফররুখ একাডেমীকে তাই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। একটা উর্মিমুখর আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলায় শানিত করে ফুলে ফলে সুশোভিত করতে হবে। এ বছর সরকারের কাছে বিশেষ করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি, তারা যেন অত্যন্ত উদারভাবে ফররুখ একাডেমীর ভিত মজবুত করার বিষয়ে এগিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

World Class Diagnostic Technology at IBN SINA

Open MRI

CT Scan

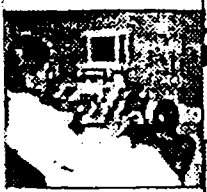
Ultrasonography

Mammography

Echo & Color Doppler

Computerized Blood Culture

E.T.T

Digital X-ray

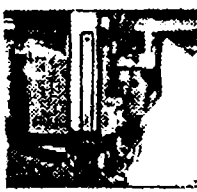
Panoramic Dental X-ray

IBN SINA is a pioneer in the field of diagnostics in Bangladesh.

We have qualified specialists to operate our highly sophisticated diagnostic machineries from SIEMENS.

At IBN SINA we are offering:

- Open MRI
- CT Scan
- Ultrasonography
- Panoramic Dental X-ray
- Mammography
- Echo & Color Doppler
- Digital X-ray
- E.T.T
- Computerized Blood Culture and all other laboratory tests.

IBN SINA is the first to install Open MRI in Bangladesh.

IBN SINA is a full-fledged Trust, devoted to the service of humanity. So, we charge everyone 25% less for all tests.

All Tests Cost 25% Less Always

IBN SINA

Pioneer in Health Care

www.pathagar.com

আধুনিক জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা ছাড়াও ফ্ল্যাটের ভিতরে বায়ু দূষণজনিত রোগ থেকে গৃহবধু ও বাচ্চাদেরকে রক্ষা করার বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা তৈরী করছি

ফ্ল্যাটের জগতে সেরা ফ্ল্যাট...

Crescent PRIME

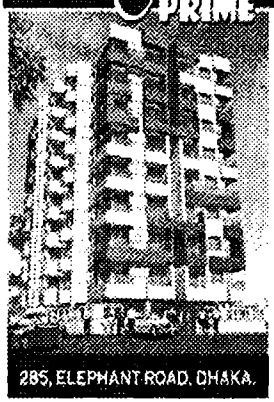

285, ELEPHANT ROAD, DHAKA.

৯০০ ও ১০০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট

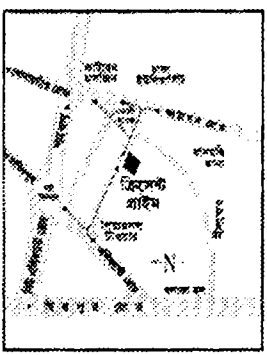

Crescent HAVEN

HOUSE : 14, ROAD : 2, BLOCK : D
SECTION : 2, MIRPUR, DHAKA.

১৩৭০ ও ১৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট

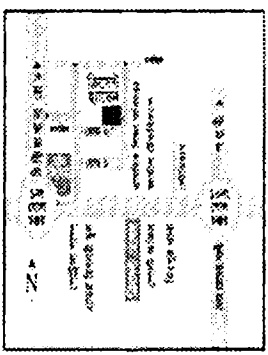

Crescent MELLOW

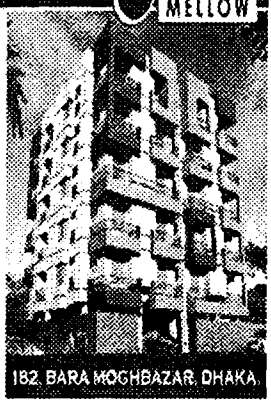

182, BARA MOGHBAZAR, DHAKA.

১১৫০ ও ১২৪০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট

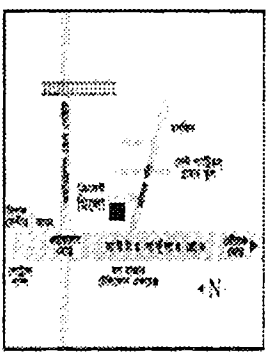

নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ পরিশোধের পরেও ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ব্যর্থতার জন্য কোম্পানী উক্ত সময় থেকে ফ্ল্যাটটির ভাড়া মার্কেট রেট অনুসারে হস্তান্তরিত সময় পর্যন্ত গ্রাহককে দিতে বাধ্য থাকবে।

FOR YOUR SECURED INVESTMENT
CRESCENT HOLDINGS LTD.

CORPORATE OFFICE
380/6 Mirpur Road, 3rd Floor
Dhanmondi 27, Dhaka.
Phone : 9121135, 9142268
Mobile : 019 327176, 0172 090656
Email : chl@bijoy.net

INFORMATION CELL
Crescent Garden
House : 63, Road : 15/A (Old 28
Dhanmondi, Dhaka 1209
Mobile : 019 480560

www.pathagar.com

গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও কৃষিখাত উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী উদ্যোগ

কৃষিখাতে বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কল্যাণমুখী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ব্যাংক (ক) ফসল উৎপাদন, (খ) মৎস্য চাষ, (গ) হাঁস ও মুরগীর ফার্ম, দুগ্ধ খামার, গরু মোটাতাজাকরণ ও ছাগল-ভেড়া পালন, (ঘ) ফল, ফুল ও চারা উৎপাদন এবং (ঙ) সেচ ও কৃষি ইত্যাদি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। ব্যাংক কৃষি খাতে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন ও ব্যাংকের বিনিয়োগ কর্মসূচী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ব্যাংক নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলোতেও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে ঃ

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ব্যাংকের সকল শাখার ১৫ মাইল পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল ও মাড়াইকলসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

কৃষি প্রক্রিয়াকরণ

বেতের সামগ্রী, বাঁশের চাটাই, মসলা, পাটের ব্যাগ ও পাটজাত সামগ্রী, ঘি, গুড়, আটা, ময়দা, নারিকেলের ছোবড়ার বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন, তৈল নিষ্কাশন, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি খাতেও বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ এলাকায় ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত